জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বিদ্বেষে খুন

বাংলায় কথা বলায় যোগীরাজ্যে খুন করা হল সিঙ্গুরের যুবককে। উত্তরপ্রদেশে দোকান চালাতেন শেখ সইদুল্লাহ। কিন্তু বাংলাদেশি তকমা দিয়ে খুন করা হয়। স্ত্রী সিঙ্গুরে ছিলেন সার শুনানিতে

পশ্চিমি ঝঞ্ঝা

উত্তর-পশ্চিমে নতুন করে তৈরি হয়েছে ঝঞ্ঝা। এর জেরে কলকাতা-সহ দক্ষিণের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রা দু'-তিন ডিগ্রি বাড়বে। কুয়াশার দাপট বজায় থাকবে। রবিবার পর্যন্ত কুয়াশার ঘনত্ব বেশি থাকবে

বাংলায় নিষিদ্ধ অ্যালমন্ট কিড সিরাপ, বিজ্ঞপ্তি ড্রাগ কন্ট্রোলের

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে শপথ নিলেন সুজয় পাল

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২৩৩ ● ১৭ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ৩ মাঘ ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 233 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 17 JANUARY, 2026 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

মহাকাল মহাতীর্থর শিলান্যাস

মণীশ কীর্তনিয়া ● শিলিগুড়ি

শুক্রবার ঠিক অমৃতকালেই (বিকেল ৪.১৫ মিনিটের পর) মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে উদ্বোধন হল মহাকাল তীর্থের। সঙ্গে তখন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা। দিঘায় জগন্নাথ মন্দির হয়েছে, নিউ টাউনে শুরু হয়েছে দুর্গা অঙ্গনের কাজ— এবার শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় শুরু হল ঐতিহাসিক মহাকাল মন্দির নির্মাণের কাজ। শিলান্যাসের শুভ মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী বলে উঠলেন— 'হর হর মহাদেব'। সামনে উপচে-পড়া জনতা সমুদ্রগর্জনে তাতে গলা মিলিয়ে বললেন 'হর হর মহাদেব'। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, বাংলার মুকুটে যোগ হল এক নয়া পালক। ২১৬ ফুটের এই মন্দির বিশ্বের বৃহত্তম শিবমন্দির

হবে। ১৭.৪১ একর জমির উপর এই মন্দির তৈরি হতে ২ থেকে আড়াই বছর সময় লাগবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, মন্দির নির্মাণের পর প্রতিদিন ১ লক্ষ দর্শনার্থী আসবেন। এখানে বিশ্বের উচ্চতম শিবলিঙ্গ তৈরি হবে। আর কী থাকছে এই মন্দিরে? ভারতের ১২ জ্যোতির্লিঙ্গ থাকবে, থাকবে দুটি নন্দীমূর্তি, রুদ্রাক্ষকুণ্ড ও অমৃতকুণ্ড থাকবে। ভক্তরা যেখান থেকে পবিত্র অভিষেকের জল নিয়ে যেতে পারবেন। থাকছে প্রসাদ বিতরণ কক্ষ, পুরোহিতদের থাকার জায়গাও থাকছে। থাকছে ১২টি (এরপর ৩ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লক্ষ্মী এল ঘরে
বরণ, বরণ, বরণ কর তারে,
মা-বোনেরা ঘরের লক্ষ্মী, সমাজের গর্ব,
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে এল সম্মানের অর্ঘ্য।
মা বোনেরাই সমাজ সংসার
তারাই আপনজন,
তাদের মুখে হাসি নিয়ে এল
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আপন।

সার-অজুহাতে অশান্তি বাধাতে চাইছে বিজেপি

প্রতিবেদন : এসআইআরের নামে পরিকল্পিতভাবে বাংলায় অশান্তি তৈরির চক্রান্ত করছে বিজেপি। বিজেপি জানে, বাংলায় ভোটে জিততে পারবে না। তাই এসআইআরকে সামনে রেখে অশান্তি বাধাতে মরিয়া। পরিকল্পিতভাবে ঘোঁট পাকানো হচ্ছে। শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাসে যাওয়ার আগে শুক্রবার দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে ফের বিজেপি-সহ বিরোধীদের কাঠগড়ায় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রতিদিন কমিশন তাদের নির্দেশ বদল করছে। ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হঠাৎ বৃহস্পতিবার বলা হল, এসআইআরে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য নয়। চলবে না ডোমিসাইল সার্টিফিকেটও। সুপ্রিম কোর্ট বলা সত্ত্বেও আধার কার্ডকে মানতে চাইছে না। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, মানবিক হোন। কোর্টে মামলা চলছে। বিচারপতিরাই সিদ্ধান্ত নেবেন। কমিশনের খামখেয়ালি আচরণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এরা অমর্ত্য সেন, জয় গোস্বামী, দেব, লক্ষ্মীরতন শুক্লা-সহ প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিবকে পর্যন্ত ডেকে পাঠাচ্ছে। এসব হচ্ছেটা কী! শুধু বাংলাতেই এসব করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন এসব করছে। তাদের স্পষ্ট বলতে চাই, চেয়ারের মর্যাদা রাখুন। নিরপেক্ষ থাকুন। মানুষ শ্রদ্ধা করবে।

মেদিনীপুর থেকে বিজেপির বিষবৃক্ষ তুলে ফেলে ১৫-০ করুন : অভিষেক

সিপিএমের হার্মাদরাই গদ্দারদের অনুগামী

মৌসুমী হাইত ● মেদিনীপুর

সংগ্রামের মাটি মেদিনীপুর। বীর বিপ্লবীদের মাটি মেদিনীপুর। সেই মাটিতেই দাঁড়িয়ে বাংলাবিরোধী বিজেপি আর হার্মাদ সিপিএমকে একসূত্রে বেঁধে তীব্র আক্রমণে বিঁধলেন অভিষেক। মেদিনীপুরে রণসংকল্প সভা থেকে বিধানসভা নির্বাচনে ১৫-০ লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। অভিষেকের কথায়, মেদিনীপুরের পুণ্যভূমি থেকে বিজেপির বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হবে। এবার আর ১৩-২ কিংবা ১২-৩ নয়, একেবারে ১৫-০ করতে হবে। যে-ক'টা হার্মাদ বেঁচে রয়েছে, ঝেঁটিয়ে সাফ করতে হবে! মেদিনীপুরের (এরপর ৫ পাতায়)

'রণসংকল্প সভা'। মেদিনীপুর কলেজ মাঠে উপচে পড়া ভিড়। অভিবাদন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বিজেপির চক্রান্তে ঝাড়খণ্ডে খুন বাংলার শ্রমিক

প্রতিবেদন : ঝাড়খণ্ডে খুন বাঙালি শ্রমিক। বিজেপি এবং আরএসএসের যৌথ উসকানিতেই বাংলাদেশি তকমা দিয়ে খুন করা হয়েছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার পরিযায়ী শ্রমিককে। ঘটনার পরেই বেলডাঙা সড়ক ও রেলপথ অবরোধ শুরু হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে ক্ষুব্ধ মানুষের বিক্ষোভ। আলাউদ্দিন শেখ নামের ওই শ্রমিক খুনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সকলেই জানেন কারা

ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী, অভিষেকের ফোন হেমন্তকে— দোষীদের শাস্তি দিন

প্ররোচনা দিয়েছে। শান্তি বজায় রাখতে অনুরোধ করছি। জুম্মাবারে জমায়েত হয়। চিরকালই হয়। দুর্গাপুজো, শিবরাত্রিতে যেমন হয়। যাঁরা বিক্ষোভ-অবরোধ করেছেন তাঁদের ক্ষোভ সঙ্গত। এই অত্যাচার যারা করছে তারাই আবার বাংলায় ভোট চাইছে। নির্লজ্জ, বেহায়ার দল। শুক্রবার সকালে মৃতের দেহ ঝাড়খণ্ড থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে ফেরে বেলডাঙার বাড়িতে। রাজ্য আলাউদ্দিনের পরিবারের পাশে (এরপর ৭ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

17 January, 2026 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩০

ক্ষেত্র গুপ্ত (১৯৩০-২০১০) এদিন বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক, সমালোচক ও প্রাবন্ধিক। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে লেকচারার পরে রিডার এবং বিদ্যাসাগর অধ্যাপক হিসাবে বাংলা বিভাগের প্রধান হন। এছাড়াও তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেছেন। কিছুদিন বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছেন। সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিকের রচনাসমূহের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে যে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় এক নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়েছে।

১৯০৯

আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৮৪) এদিন ময়মনসিংহ জেলার ঢালুয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির গবেষক ও অধ্যাপক। গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল লোকসংস্কৃতি। এই বিষয়ে তিনি অনেক নিবন্ধও রচনা করেন। পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ তিনিই বিশ্বের সমক্ষে প্রথম তুলে ধরেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', 'বাংলার লোকসাহিত্য', 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল', 'পুরুলিয়া থেকে আমেরিকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২০১৪

সুচিত্রা সেন (১৯৩১-২০১৪) এদিন প্রয়াত হন। আসল নাম রমা দাশগুপ্ত। বাংলা ছবিতে উত্তমকুমারের বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ১৯৬৩-তে 'সাত পাকে বাঁধা' ছবিতে অভিনয়ের জন্য মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে সুচিত্রা সেন 'সেরা অভিনেত্রী' হিসেবে রুপো জয় করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী যিনি কোনও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। ১৯৭২-এ ভারত সরকার পদ্মশ্রী সম্মান এবং ২০১২-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মাননা বঙ্গবিভূষণ প্রদান করে।

১৯৪০

নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী (১৮৬৯-১৯৪০) এদিন পরলোকগমন করেন। ভারতে ফুটবল খেলার জনক। তাঁর প্রতিষ্ঠা করা ওয়েলিংটন ক্লাব গড়ের মাঠে দেশীয় ব্যক্তিদের প্রথম খেলার তাঁবু। তিনি এই ক্লাবে ফুটবল, ক্রিকেট, রাগবি, হকি ও টেনিস খেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি আরও কিছু ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেমন বয়েজ ক্লাব (ভারতের প্রথম ফুটবল সংগঠন), ফ্রেন্ডস ক্লাব, হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাব, প্রেসিডেন্সি ক্লাব প্রভৃতি। তিনি বলতেন, "আমি বুকের রক্ত দিয়ে ক্লাব তৈরি করেছি, বংশপরিচয় নিয়ে খেলোয়াড় তৈরি করিনি। জাতপাত নিয়ে খেলার আসর আমি সাজাব না, তৈরি করব খেলোয়াড় জাত।"

১৯৪২

মহম্মদ আলি (১৯৪২-২০১৬) এদিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লুইভিলাতে জন্ম নেন। আসল নাম ক্যাসিয়াস মার্সেলাস ক্লে জুনিয়র। পরে সুন্নি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাম পরিবর্তন করেন। পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন। স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড তাঁকে শতাব্দীর সেরা খেলোয়াড় ও বিবিসি তাঁকে শতাব্দীর সেরা ক্রীড়াব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মানিত করে। ২২ বছর বয়সে তিনি সনি লিস্টনকে পরাজিত করে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নেন। ১৯৬৭-তে ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার অংশগ্রহণের বিরোধিতার কারণে মার্কিন সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদান করতে রাজি হননি। এই কারণে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর বক্সিং উপাধি কেড়ে নেওয়া হয়। জীবনের সেরা সময়ে পরবর্তী চার বছর কোনও ধরনের বক্সিং প্রতিযোগিতায় নামতে পারেননি। বক্সিং জগতে ফিরে এসে আলি ১৯৭৪ ও ১৯৭৮-এ আবার বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন।

২০১১

গীতা দে (১৯৩১-২০১১) প্রয়াত হন। থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী। মাত্র ৬ বছর বয়সে একজন মঞ্চশিল্পী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা', 'কোমল গান্ধার', 'কত অজানারে', 'তিন কন্যার' মতো ছবিতে অভিনয় করেছিলেন।

১৯৩০

গওহর জান (১৮৭৩-১৯৩০) এদিন পরলোক গমন করেন। হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের গজল, দাদরা ও ঠুমরি গোত্রের গানের এক বিরল শিল্পী। তিনিই প্রথম ভারতীয় শিল্পী যাঁর গান গ্রামোফোন কোম্পানি রেকর্ড করে।

কর্মসূচি

বারাসত বইমেলায় বারাসত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের পরিচালনায় জাগোবাংলার স্টলে পুরসভার কাউন্সিলর স্বপ্না বসুর নেতৃত্বে ব্যস্ত দলের মহিলা কর্মীরা। বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের উদ্যোগে হওয়া এই স্টলে শুক্রবার দলের মুখপত্র এবং মুখ্যমন্ত্রীর লেখা বিভিন্ন বই কেনার জন্য উৎসাহী মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

রায়দিঘি বিধানসভার নন্দকুমারপুর অঞ্চলের মল্লিক পাড়ায় 'উন্নয়নের সংলাপ' কর্মসূচিতে এলাকার মানুষের সঙ্গে সাংসদ বাপি হালদার।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬১৭

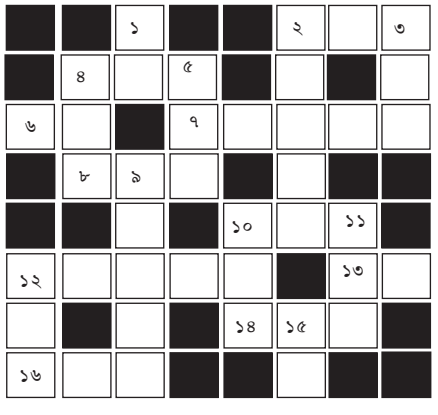

পাশাপাশি : ২. উত্তরীয়, চাদর ৪. বাধাহীন ৬. স্থান, ঠাঁই ৭. চন্দ্র ৮. কাব্যে লগ্ন ১০. বাতজনিত ১২. নিজেকে ঠকানো ১৩. উপকার, কল্যাণ ১৪. প্রেরণ ১৬. মনগড়া বিষয়।

উপর-নিচ : ২. বুদ্ধির খেলা ২. গচ্ছিত, ন্যস্ত ৩. সারবস্তু ৪. শুভ, ধবল ৫. চেহারা ৯. দীনের কুটির ১০. সাজানো, পরিণত করা ১১. সমঝদার ১২. দৈনিক, প্রাত্যহিক ১৫. টক দিয়ে জমানো দুধ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬১৬ : পাশাপাশি : ১. জোয়ারভাটা ৪. চেহারা ৫. ডাকাচুরি ৬. কর্মশালা ৮. হাইকু ৯. সহস্রকর। **উপর-নিচ :** ১. জোরাজুরি ২. রহস্য ৩. টাকাওয়ালা ৫. ডায়াবেটিস ৬. কণ্ঠহার ৭. অজস্র।

১৬ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪১৮০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪২৫০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৫৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৮৩৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৮৩৪৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯২.১৯	৮৯.৭৫
ইউরো	১০৭.৩৫	১০৪.২০
পাউন্ড	১২৩.৭৭	১২০.১৬

নজরকাড়া ইনস্টা

সারা আলি খান

অজয় দেবগণ

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

17 January, 2026 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৭ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

শিলিগুড়িতে ‘মহাকাল মহাতীর্থ’-র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

মহাকাল মন্দির যেমন হবে

- মন্দির শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায়
- ১৮ একর জমির উপর মন্দির
- ১০৮ ফুট উঁচু পেডেস্টাল ব্লকের উপর দোতলা মিউজিয়াম ও সংস্কৃতি হল
- দুটি নন্দীগৃহ থাকবে, পূর্ব ও পশ্চিমে
- ১২টি অভিষেক লিঙ্গ মন্দির
- ভারতের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতিরূপ থাকবে
- দুটি প্রদক্ষিণ পথ থাকবে, যেখানে ১০ হাজার মানুষ প্রদক্ষিণ করতে পারবেন
- দুদিকে দুটি সভামণ্ডপ, ৬ হাজারের বেশি মানুষ একসঙ্গে বসতে পারবেন
- চার কোণে চার দেবতা– দক্ষিণ-পশ্চিমে গণেশ, উত্তর-পশ্চিমে কার্তিক, উত্তর-পূর্ব শক্তি ও দক্ষিণ-পূর্বে নারায়ণ
- মহাকালের কাহিনি-মহিমা পাথরের শিল্পকর্ম ও ফ্রেস্কো শিল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠবে
- রুদ্রাক্ষ কুণ্ড ও অমৃত কুণ্ড থাকবে, যেখান থেকে পবিত্র অভিষেকের জল নেওয়া যাবে
- থাকছে প্রসাদ বিতরণ ও স্যুভেনির বিতরণ কেন্দ্র
- হবে পুরোহিতদের বাসস্থানের ব্যবস্থা
- ডালা আর্কেড ও ক্যাফেটেরিয়ার সুবিধা

মহাকাল মহাতীর্থর শিলান্যাস

(প্রথম পাতার পর) অভিষেক লিঙ্গ মন্দির। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই অঞ্চল গ্লোবাল ট্যুরিজম হাব হবে, এখানকার বিধায়কদের তার জন্য নির্দেশ— একটি দোতলা মহাকাল মিউজিয়াম থাকবে, আমি দার্জিলিং গেলেই সেখানকার মহাকাল মন্দিরে যাই, পাহাড়ের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও সমতলের গভীর মেলবন্ধন হবে। মহাকাল মন্দির তৈরির জন্য একটি ট্রাস্ট তৈরি করা হয়েছে। তাদের নজরদারিতে ও তত্ত্বাবধানে এই মন্দির গড়ে উঠবে। এই মন্দিরের চারকোণে গণেশ-কার্তিক-সহ চারমূর্তি থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের কাজ করতে গেলে আমি পঞ্জিকা দেখেই কাজ করি, অমৃতকাল দেখে নিতে হয়। তিনি একটু দেরিতেই বক্তব্য রাখতে শুরু করেন কারণ এইদিন ৪.১৫-এর পর শুভ মুহূর্ত পড়ছিল। শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ায় চাঁদমণি চা-বাগানের পাশে এই অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে হাজির ছিলেন হাজার হাজার মানুষ। অনুষ্ঠানস্থলে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। দুপুর থেকেই তাঁরা অপেক্ষা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী আসার। বিশেষ করে এই অঞ্চলের বাগানের মহিলারা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা প্রবল উৎসাহ নিয়ে এসেছিলেন এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে। বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে ছিল সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিধায়ক-গায়ক ইন্দ্রনীল সেন সঞ্চালকের দায়িত্ব সামলান এবং একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুরে মহাকাল মন্দির নিয়ে বিশেষ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। মহাকাল তীর্থের উদ্বোধনী মঞ্চেও মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার নিয়ে গর্জে ওঠেন।

উলু-শঙ্খধ্বনিতে বরণ প্রিয় দিদিকে

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় ● শিলিগুড়ি

উলু, শঙ্খধ্বনি। বাজল ধামসা-মাদল। প্রিয় দিদিকে বরণ করে নিলেন আদিবাসী মহিলারা। সকলে মিলে তাঁরা বলে উঠলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দিদি। আমাদের অভিভাবক। শুক্রবার শিলিগুড়ি যেন এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল।

এদিন দুপুর ৩.৩৫টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রবেশ করতেই আনন্দে আত্মহারা চা-শ্রমিক থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মহিলারা। মুখ্যমন্ত্রী কে প্রবেশপথেই উলু ও শঙ্খধ্বনিতে বরণ করে নেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে আবেগে ভাসল আরও একবার উত্তরবঙ্গ। ধামসা-মাদল, ঘুঙুরের তালে, চা-বলয়ের শ্রমিকদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় মঞ্চের নিচে বসেই হাতে তাল দিচ্ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই রাজ্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চ থেকে বলেন, মহাকালের শিবমূর্তি তৈরি করা হবে যা ব্রোঞ্জের এবং তার উচ্চতা থাকবে ২১৬ ফুট। এই শিবমূর্তি ভারতের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চতর। মন্দিরে উচ্চতা ১০৮ ফিট হবে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পুরোহিত এবং যাঁরা পর্যটক রয়েছেন তাঁদের থাকার ব্যবস্থাও থাকবে। মন্দির প্রাঙ্গণে একসঙ্গে ১০ হাজার লোক দর্শন করতে পারবেন। এর পাশাপাশি মন্দিরের সৌন্দর্যায়ন থেকে শুরু করে সমস্তটাই করা হবে। মহাকাল মন্দিরে বারোটি আন্তর্জাতিক জ্যোতির্লিঙ্গ থাকবে। দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরের প্রধান পুরোহিত চাঁদমুনি মহাকাল মন্দিরেই থাকবেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাকে এক নম্বরে করব বলেছি, করেই ছাড়ব। শিলিগুড়িতে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এবং তার কাজ ইতিমধ্যেই চলছে। শিলিগুড়িকে গ্লোবাল ট্যুরিজম হাব তৈরি করা হবে। উত্তরবঙ্গের পরিকাঠামো, পরিবহণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে এই ঘোষণাগুলিকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করাই এই উদ্যোগগুলির মূল লক্ষ্য বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থাকে আধুনিক করতে এনবিএসটিসির অধীনে ৬টি নতুন স্লিপার ভলভো বাস চালুর ঘোষণা করা হয়। চা-শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় মোট ১১টি নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি ‘চা-বন্ধু’ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতায় এই তিন জেলাতেই চালু হচ্ছে বিনামূল্যে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা। একইসঙ্গে শিশু সুরক্ষা ও পরিচর্যায় আরও জোর দিতে ১৭টি শিশু যত্নকেন্দ্রের শুভ সূচনা করা হয় শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হিসেবে কালিম্পংয়ের চারখোল এলাকায় একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল-এর শিলান্যাস করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনজাতি উন্নয়ন দফতরের অধীনে নির্মিত এই স্কুলে ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৬.৮১ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৮০ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন, বিশেষত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার ছাত্রছাত্রীরা উন্নত শিক্ষার সুযোগ পাবেন বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী আসার খবর পেয়েই জগন্নাথ শিকদার সকাল থেকেই দর্শকাসনে ডুমরু নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর বক্তব্য, দিদি এতদিন পর শিলিগুড়িবাসীর জন্য এত বড় বিশ্বখ্যাত মহাকাল তীর্থ অঙ্গন তৈরি করছেন, যার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

আজ সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন

প্রতিবেদন : আজ, শনিবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নতুন ভবন উদ্বোধন। তার প্রস্তুতি জোরকদমে, জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তায় মুড়িয়ে ফেলা হয়েছে সার্কিট বেঞ্চের চত্বর। উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। থাকবেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরা। আগামিকাল এই সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন করা হবে। পাশেই অস্থায়ীভাবে বানানো হয়েছে মঞ্চ তারও প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে কাজ। সার্কিট বেঞ্চ ভবন নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৫০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের বিচারপ্রার্থীদের যাতে কলকাতায় ছুটতে না হয়, এজন্য জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

17 January, 2026 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

গিরগিটি

বাংলায় বামেরাই বিজেপির পতাকা ধরেছে। তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ বারবার করেছে। বামেদের তীব্র প্রতিবাদ বারবার শোনা গিয়েছে। এমনকী বিজেপিও তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। কিন্তু শুক্রবার তথ্য তুলে মেদিনীপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিলেন তৃণমূলের তোলা অভিযোগ কতখানি সঠিক এবং যথার্থ। ৩৪ বছর ধরে যে বামেদের নেতা-কর্মীরা মানুষের উপর অত্যাচার করেছে, তারাই এখন মেদিনীপুরে বিজেপির নেতা। যেমন শালবনীর দেবাশিস রায়, সুশান্ত ঘোষের অফিস দেখাশোনা করত। এখন শখেরকাঁটা গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির বুথ সভাপতি। কেশপুরে তন্ময় ঘোষ প্রাক্তন সিপিএমের ব্লক সভাপতি, এখন বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য। সুবীর ঘোষ, তন্ময় ঘোষের ভাই। তড়িৎ খাটুয়া কলাগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে বেনাচাপড়া হত্যাকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত, সেও বিজেপির নেতা। প্রাক্তন সিপিএম যুবনেতা মহাদেব প্রামাণিক, বেনাচাপড়া হত্যাকাণ্ডের আর এক অভিযুক্ত এখন বিজেপির অন্যতম কার্যকর্তা। চন্দ্রকোনাতে সুকান্ত দলুই। ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাটের বিরুদ্ধে তো ঘাটাল, দাসপুরে একাধিক সন্ত্রাস-হত্যার এফআইআর রয়েছে। সিপিএমের শুকুর আলির ছেলে আশরাফ আলি মেদিনীপুর শহরের বিজেপি নেতা। গড়বেতায় সুশান্ত ঘোষের ডানহাত তপন ঘোষ বিজেপিকে মদত দিচ্ছে। মানুষ বুঝে নিন গিরগিটিদের।

সুপ্রিম কোর্টে বেকায়দায় ভ্যানিশ-কমিশন

দেবু পণ্ডিত

কোনও বাজারি সংবাদপত্রেই খবরটা যথাযথ গুরুত্ব সহকারে শুক্রবার প্রকাশিত হয়নি। অথচ ঘটনাটা বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

গত বৃহস্পতিবার দেশের শীর্ষ আদালত নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছিল ‘সন্দেহজনক নাগরিকত্বের’ দায়ে ঠিক কতজন ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চের নজরে আসে, এসআইআর করে যাঁদের নাম বাদ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন, তাঁদের তালিকা তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত— মৃত্যু, পুনরাবৃত্তি, অভিবাসন এখনই বিচারপতিদের বেঞ্চ জানতে চায়, সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কারণে কতজন নাগরিকের ভোটাধিকার কমিশন কেড়ে নিয়েছে, সেই সংখ্যাটা, আর এভাবে অধিকার হরণের ভিত্তিটাই বা কী!

আর এমন প্রশ্নের মুখে পড়ে মুখ শুকিয়ে যায় কমিশনের। তাদের তরফে নিযুক্ত আইনজীবী আমতা আমতা করে জানান, ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তির প্রশ্নে নাগরিকত্ব নির্ধারণের সীমিত ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের আছে, কিন্তু কাউকে দেশছাড়া করার এক্তিয়ার তাদের নেই। এমনকী কারও বৈধ ভিসা আছে কি না, সেটা যাচাই করে সে-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও তারা নিতে পারে না। তবে সংবিধানের ৩২৬ ধারা মোতাবেক প্রাপ্তবয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর অধিকার তাদের আছে। আর এখানেই গোল বেধেছে। ভোটার তালিকার অ-নাগরিক যাতে অন্তর্ভুক্ত না-হয়, সেটা নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তাহলে তো ভোটার তালিকায় যাঁর নাম আছে তাঁকেই তো নাগরিক বলে ধরে নেওয়াটাও যুক্তিসঙ্গত।

আর এজলাসে এই যুক্তির কোনও জুতসই জবাব খুঁজে না পেয়ে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী ব্যাপারটা এড়িয়ে যান। জানিয়ে দেন, এ-সংক্রান্ত জবাব তিনি পরে দেবেন। ভ্যানিশ কুমারের কমিশন আর একটা প্রশ্নের ক্ষেত্রেও ফেঁসে গিয়েছে। বৃস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের সামনে কমিশনের তরফে বলা হয়, রাজনৈতিক দলগুলি (পড়ুন, অ-বিজেপি দলসমূহ) ও অসরকারি সংগঠন বা এনজিওগুলি ভোটচুরি নিয়ে এত মাতামাতি করে, অথচ ভোটদানের হার কমা নিয়ে এতটুকু উদ্বিগ্ন নয়। এক্ষেত্রে একটা কথা খুব স্পষ্টভাবে এই অস্বচ্ছতায় বিশ্বাসী কমিশনকে জানানো দরকার। ভোটদানের হার যাতে কম হয়, সেজন্য যাবতীয় বন্দোবস্ত তো কমিশনই এসআইআর-এর সময় করছে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে গ্রামাঞ্চলে ৬০ শতাংশ মহিলা ভোটারের নাম তারা বাদ দিয়েছে, কারণ মহিলা ভোটাররা ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’-এর সুবিধাপ্রাপ্ত আর সেজন্য মা-মাটি-মানুষের সরকারের সমর্থক। কেশিয়াড়ি, সুতি, ডোমকল, হরিহরপাড়া, মোথাবাড়ির মতো বিধানসভাগুলোতে ৬৫ শতাংশের বেশি মহিলা ভোটারের নাম ছেঁটে ফেলা হয়েছে। বিয়ের পর পদবি বদল, ঠিকানা বদল, এসব তো আছেই, তার উপর সাধারণত মহিলাদের পরিচয় জ্ঞাপক নথির তেমন দরকার পড়ে না, তাই, তাঁদের নাম ছাঁটা সহজ। আর সেই সহজতর অপকর্মটিই করছে কমিশন। তারপর এখন ন্যাকা সাজছে। ভোটে এদের উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ভয়ঙ্কর এসআইআর বন্ধ হওয়া দরকার

গ্রাম উজাড় করে শুনানির নোটিশ, সংখ্যালঘু-তফসিলি মহল্লায় ঘোর আতঙ্ক, পুরুষ ভোটারদের তুলনায় বেশি সংখ্যায় ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের সুবিধা প্রাপকদের নাম বাদ, রাজ্যসভায় সাংসদ থেকে প্রাক্তন বিদেশ সচিব, এমনকী ইসরোর বিজ্ঞানীকেও হিয়ারিং-এর নোটিশ প্রেরণ, সব মিলিয়ে এক আজব অনভিপ্রেত অবস্থা ভ্যানিশ কুমারের এসআইআর তাণ্ডবের সৌজন্যে। এই ভুলভুল প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ না হলে বাংলার মানবসম্পদের ক্ষতি আরও বাড়বে। লিখছেন **দেবাশিস পাঠক**

ভ্যানিশ কুমার জ্ঞানেশ কুমার সহজ কাজকে জটিল করে তুলে অশান্তি তৈরি করেছেন এবং করছেন। এই যে অশান্তি সৃষ্টি, সেটা পুরাঘটিত বর্তমান না হয়ে ঘটমান বর্তমান হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটাও হয়েছে একেবারে পরিকল্পনামাফিক।

নির্বাচন কমিশনের কাজটা কী ছিল?

কাজটা ছিল একটা সাফসুতরো ভোটার লিস্ট তৈরি করা। সেই কাজের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটকর্মীরা নাম নথিভুক্ত করলেই কাজটা সুসম্পন্ন হতে পারত। কিন্তু সে-পথে না হেঁটে ভ্যানিশ কুমার কী করলেন? তিনি আমলাতান্ত্রিক কায়দায় শুনানির নাম করে সাধারণ মানুষকে ডেকে পাঠিয়ে শুনানির লাইনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

ফলে যাঁরা নোটিশ পেলেন, তাঁদের মধ্যে রইলেন ৮৮ বছর বয়স্ক প্রাক্তন বিদেশ সচিব কৃষ্ণন শ্রীনিবাসন, চন্দ্রযান অভিযানের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ বিজ্ঞানী তথা লুলিয়া ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির শিক্ষক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামের মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ।

কয়েকদিন আগে দেখছিলাম, কোনও একটি চ্যানেলে, বিজেপির এক ভোটে হারা নেতা বড় বড় লেকচার মারছেন। বলছেন, নির্বাচন কমিশন যাকে খুশি তাকে শুনানির জন্য ডাকতে পারে, সে ক্ষমতা তার আছে।

কিন্তু প্রশ্নটা ক্ষমতা প্রয়োগের নয়, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের।

প্রাক্তন বিদেশ সচিবকে কেন নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিল করতে হবে অশীতিপর বার্ধক্য দশায়? ১৯৯৪-১৯৯৫-তে দেশের বিদেশ সচিব কৃষ্ণন শ্রীনিবাসন বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনের দায়িত্ব সামলেছেন, পাঁচ-পাঁচটা দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন এই মানুষটি। লন্ডনে কমনওয়েলথ-এর ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। ২০০২ সালের পাসপোর্ট হাতে তিনিও দাঁড়িয়েছেন লাইনে, নাগরিকত্ব প্রমাণের দায়ে। কিন্তু কোন যুক্তিতে তাঁর নাগরকত্ব নিয়ে সংশয়ী ভ্যানিশ কুমার?

সবাইকে ডেকে পাঠাতে পারে কমিশন, সে ক্ষমতা না-হয় তার আছে। কিন্তু কোন যুক্তিতে নাগরিকত্ব সংশয়দীর্ণ হয়ে উঠবে সালকিয়ার উত্তম ঘোষ লেনের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারের ক্ষেত্রে, এর কোনও যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর কি কমিশনের কাছে আছে? যে চন্দ্রযানের সাফল্যের ঢাক নিজের কাঁধে নিয়ে মোদি ঘুরে বেড়ান, সেই চন্দ্রযান অভিযানের সঙ্গে যুক্ত ইসরোর বিজ্ঞানী ভারতীয় কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে?

বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছিল সোনালি খাতুনকে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়। তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনতে লড়াকু ভূমিকা পালন করেছিলেন সামিরুল ইসলাম, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ। রাজ্যে রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের যে বর্বরতা ও নিপীড়নের শিকার হতে হচ্ছে, সেটা প্রতিরোধে একটা পাঁচিলের নাম সামিরুল। বীরভূমের হাসানের ভোটার। ২০০২-এর ভোটার তালিকায় তাঁর বাবার নাম আর তাঁর নিজের নামে নাকি লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি খুঁজে পেয়েছে কমিশনের কর্তারা।

শুধু সামিরুলের ক্ষেত্রেই নয়, রাজ্যের সংখ্যালঘু এলাকা এবং তফসিলি নিবিড় গরিব মহল্লাতে এরকম নোটিশ সহস্র ব্যক্তি পেয়েছেন। খসড়া তালিকায় নিজেদের নাম দেখে তাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন, এখন লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কালা জাদুতে হয়রান। কারণ, তাঁদের নামের বানান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে লেখা হয়েছে। ইংরেজির ‘এস’ বাংলায় কখনও ‘শ’ হয়েছে, কখনও আবার ‘স’। সংখ্যালঘু মানুষেরা কেউ নামের আগে ‘শেখ’ লেখেন, কেউ নামের পরে। একই অবস্থা ‘আলি’র ব্যবহার নিয়েও। কেউ করেন, কেউ করেন না। সংখ্যালঘু মহিলারা তাঁদের নামের সঙ্গে ‘খাতুন’ কিংবা ‘বেগম’ যোগ করেন। তা নিয়েও বিড়ম্বনা।

তফসিলি সম্প্রদায়ের অনেকেই আগে পদবি হিসেবে ‘বাউরি’ লিখতেন, এখন লেখেন ‘বাগ’, আগে লিখতেন ‘ক্ষেত্রপাল’, এখন কেবল ‘পাল’।

এরকম পরিবর্তন, বানানে বা পদবিতে, আগে কোনও দিন এঁদের জীবনযাপনে বা ভোটদানে কোনও সমস্যা সৃষ্টি করেনি। কিন্তু এখন কমিশনের চোখে তাঁরা সন্দেহজনক। যাঁরা এসআইআর শুরুর সময় সোৎসাহে এনুমারেশন ফর্ম ভরতি করে বিএলও-দের হাতে তুলে দিয়েছিল, তাঁরাই এখন শুনানির নোটিশে জেরবার।

কমিশনের বৈধ নথির মধ্যে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড ছিল না। কিন্তু শুনানি পর্বে বহু বৈধ ভোটারই জন্মের শংসাপত্র থেকে পারিবারিক সূত্র ধরে নথি হিসেবে অ্যাডমিট কার্ড জমা দিয়েছিলেন। বিএলও-দের নির্দেশেই তাঁরা ওই নথি জমা দিয়েছিলেন।

আর গত বৃহস্পতিবারই, যে কায়দায় রাতারাতি নোটবন্দির কথা জানিয়েছিলেন মোদি, সেই কায়দাতেই আচমকা ভোটবন্দি কার্যকর করতে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রাহ্য করা হবে না বলে জানিয়ে দিল কমিশন।

বাদবাকিদের কথা বাদই দিলাম। এই হযবরল দশায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এইআরও) পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছেন না, কীভাবে তাঁরা নথি যাচাই করবেন। শ্যামপুকুরের রূপা দাসের মতো অনেককে শুনানিতে ডেকে পাঠানো হচ্ছে কারণ তাঁর সঙ্গে তাঁর ঠাকুমার বয়সের তফাত ৪০ বছরের কম। আবার, ওই অঞ্চলেরই শ্যামলী মণ্ডলের মতো ভোটারদের হিয়ারিং-এ ডেকে পাঠানো হচ্ছে কারণ তাঁর সঙ্গে তাঁর বাবার বয়সের পার্থক্য ৫২ বছর। নয় ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট মাধবী রুদ্রকেও হিয়ারিং নোটিশ ধরানো হয়েছে অভিন্ন কারণে। এইআরও তাঁর বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে বেশ বুঝতে পারছেন, এরকম বয়সগত পার্থক্যের যৌক্তিক কারণ। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের হুকুম তামিল করার জন্য শুনানির নোটিশ না-পাঠিয়ে তাঁর উপায় নেই।

আর ভ্যানিশ কুমারেরও বিজেপির হুকুম তামিল করার জন্য এরকম তুঘলকি নির্দেশ জারি না করে উপায় নেই। তাঁর নির্বাচন কমিশন তো কার্যত কর্পোরেট সেলস টিমের মতো হয়ে গিয়েছে। টার্গেট বেঁধে দিয়েছে মো-শা। অ্যাচিভ না-হলেই পেছনে লাথি পড়বে। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, অচিরেই এমন একটা অবস্থা আসবে, যখন কোনও কাগজ দেখিয়েই ভোট দেওয়ার অধিকার প্রমাণ করা যাবে না।

দশ মিনিটে ডেলিভারির ঘটনা আমাদের যুগপৎ উদ্বিগ্ন ও বিচলিত করে। একই সঙ্গে মোদি-জমানার দশ বছরের অপ্রাপ্তিতেও আমাদের অনেকেই অবিচলিত অবস্থানে স্থিত। কিন্তু, অবিলম্বে এসআইআর-এর নামে এরকম নষ্টামি বন্ধ না হলে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ভারতের গৌরবটাই তো লুঠ হয়ে যাবে!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মেদিনীপুরে রণসংকল্প সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিষেকের মঞ্চে কমিশনের তিন 'ভূত'। মেদিনীপুরে তিন বাসিন্দা মঙ্গলি মাণ্ডি, বিজয় মালি, মঙ্গলি মাণ্ডি। খসড়া তালিকায় তিনজনকেই মৃত উল্লেখ করেছে কমিশন।

কীভাবে জার্সি বদল, নাম তুলে তুলে হিসেব দিলেন অভিষেক

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : ৩৪ বছরের বাম অত্যাচারে ইতি টেনে ২০১১ সালে বাংলায় মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল মেদিনীপুর। শুক্রবার সেই মেদিনীপুরের বীর শহিদদের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাম হার্মাদদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনি মনে করালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মেদিনীপুর রণসংকল্প সভা থেকে বাম-রামের জার্সিবদল তুলে ধরেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বেনাচাপড়া কঙ্কাল-কাণ্ড থেকে নেতাই গণহত্যার ঘটনা মনে করিয়ে অভিষেকের তোপ, ৩৪ বছর ধরে সিপিএমের যে নেতারা মেদিনীপুরের মানুষকে অত্যাচার করেছে, আজকে তাঁরাই বিজেপির নেতা হয়েছে! বোতলটা নতুন, মদটা পুরনো। জার্সিটা পাল্টেছে শুধু। আগে সিপিএমের হার্মাদ ছিল, এখন বিজেপির জল্লাদ হয়েছে!

এদিন নাম না করে গদ্দারকে আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, মেদিনীপুরের মাটি বীর শহিদদের মাটি। এই মাটিতে দাঁড়িয়ে ২০২০ সালে জেলযাত্রা বাঁচাতে একজন গদ্দার মোদি-শাহের পদলেহন করে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন! জার্সি পাল্টে বিজেপির নেতা হওয়া বাম হার্মাদদের তালিকা ধরে অভিষেক বলেন, আজ মেদিনীপুরে বিজেপির নেতৃত্বে রয়েছে সব সিপিএমের হার্মাদরা। শালবনীর দেবাশিস রায়, সুশান্ত ঘোষের অফিস দেখাশোনা করত। এখন শখেরকাঁটা গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির বুথ সভাপতি। কেশপুরে তন্ময় ঘোষ প্রাক্তন সিপিএমের ব্লক সভাপতি, এখন বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য। সুবীর ঘোষ, তন্ময় ঘোষের ভাই। দাদাকে টপকে যায়। তড়িৎ খাটুয়া কলাগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে বেনাচাপড়া হত্যাকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত, সে এখন বিজেপির নেতা। প্রাক্তন সিপিএম যুবনেতা মহাদেব প্রামাণিক, বেনাচাপড়া হত্যাকাণ্ডের আর এক অভিযুক্ত এখন বিজেপির অন্যতম কার্যকর্তা। চন্দ্রকোনাতে সুকান্ত দলুই। ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাটের বিরুদ্ধে তো ঘাটাল, দাসপুরে একাধিক সন্ত্রাস-হত্যার এফআইআর রয়েছে। শুকুর আলিকে মনে আছে? তাঁর ছেলে আশরাফ আলি মেদিনীপুর শহরের বিজেপি নেতা। গড়বেতায় সুশান্ত ঘোষের ডানহাত তপন ঘোষ বিজেপিকে মদত দিচ্ছে। এই হচ্ছে মেদিনীপুর জেলায় বিজেপির আসল চেহারা। মেদিনীপুরে কোনও বুথে, কোনও অঞ্চলে যদি বিজেপি লিড পায়, তাহলে এই হার্মাদগুলোকেই অক্সিজেন দেওয়া হবে!

সিপিএমের হার্মাদরাই

(প্রথম পাতার পর)

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রক্তে ভেজা মাটিকে সম্মান জানিয়ে এদিন বাম হার্মাদদের অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে দেন অভিষেক। নাম করে করে গদ্দারের অনুগামী বাম-রাম নেতাদের কেচ্ছা-কুকীর্তি তুলে ধরেন। তীব্র আক্রমণ শানিয়ে অভিষেক বলেন, সিপিএমের হার্মাদরাই এখন বিজেপির জল্লাদ!

শুক্রবার মেদিনীপুর শহরের কলেজ মাঠে রণসংকল্প সভামঞ্চেও কমিশনের চোখে তিন 'ভূত'কে হাজির করেন তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে তাঁর কটাক্ষ, ভ্যানিশ কুমারের ছানির অপারেশনের জন্য বাংলায় নতুন প্রকল্প চালু করতে হবে— 'ছানিশ্রী'! এসআইআরের আড়ালে বৈধ ভোটারদের নাম বাদের চক্রান্তের পাশাপাশি শুনানিতে ডেকে অসুস্থ-প্রবীণদের হেনস্থা, মানুষের মৃত্যু ও অতিরিক্ত কাজের চাপে বিএলওদের মৃত্যু-আত্মহত্যা নিয়েও বিজেপি-কমিশনকে তোপ দাগেন অভিষেক। বলেন, ফর্ম-৭ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল কাল। যেহেতু বিজেপি সময়মতো ফর্ম জমা দিতে পারেনি, তাই সময়সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে কমিশন। তৃণমূলের বুথকর্মীদের জন্য অভিষেকের নির্দেশ, প্রত্যেক ইআরও-এইআরও অফিসের বাইরে তৃণমূল কর্মীরা থাকবে। ১৬ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত কোনও বিজেপি নেতা ইআরও অফিসে ১০টার বেশি ফর্ম দিতে গেলেই ভদ্রভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে ডিজেও শুনিয়ে দেবেন। আর ভোটের সময় অতন্দ্রপ্রহরীর মতো রক্ত দিয়ে বুথ রক্ষা করতে হবে। ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর মিলিয়ে ১৯-০ করতে হবে। শালীনতার গণ্ডির মধ্যে থেকে বুক চিতিয়ে লড়াই করবেন, আমি পাশে আছি! অভিষেকের সাফ বার্তা, বাংলা-বিরোধী ও গণতন্ত্র-বিরোধী বিজেপিকে যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত বাংলার মানুষ!

২ বিজেপি বিধায়কই তৃণমূলে আসতে চান, মেদিনীপুরের সভায় অভিষেক

প্রতিবেদন : মেদিনীপুরের দুই বিজেপি বিধায়ক তৃণমূলে আসতে চায়! কিন্তু আমরা দরজা খুলছি না। এভাবেই আজ মেদিনীপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে নাম না করে বিজেপির হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন, আমি নাম বলছি না, বিজেপির এখানে ক'টা এমএলএ আছে? দুটো।

বিজেপির এই দুই বিধায়কই তৃণমূলে আসতে চান। তাঁরা চাইছেন আসতে। কিন্তু আপনাদের দাবি মেনে আমরা দরজা বন্ধ করে রেখেছি। যাঁরা এখানে পঞ্চাশের ওপর বয়সের আছেন, তাঁরা জানেন শীতল কপাটের ইতিহাস। শীতল কপাট কীভাবে সন্ত্রাস করেছে, সবাই জানে। সিপিএমের হার্মাদরাই এখন বিজেপির জল্লাদ হয়েছে। এরা তৃণমূলের সম্পদ জীবনে হবে না।

যতদিন আমরা আছি ততদিন এদের জন্য তৃণমূলের দরজা খুলবে না। মঞ্চে থাকা অজিত মাইতিকে দেখিয়ে বলেন, এই অজিত মাইতির সঙ্গে হিরণ আমার অফিসে এসেছিল। কিন্তু আমরা দলে নিইনি। আপনাদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে দলে নিইনি। কিন্তু এবার খড়্গপুরে আমাদের জেতাতে হবে।

নারকেলডাঙায় তরুণীকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ। মৃতার নাম পুষ্পা কুমারী (২২)। ময়না তদন্তেও খুনের প্রমাণ স্পষ্ট। তদন্তে পুলিশ

মন্ত্রী অরূপের নেতৃত্বে সাফাই অভিযান

মেলা-শেষে গঙ্গাসাগর ফিরল আগের চেহারায়

মেলা-শেষে সাফাই অভিযান। যোগ দিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসু, পুলক রায়, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বেচারাম মান্না, বঙ্কিম হাজরা, সাংসদ বাপি হালদার-সহ পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

প্রতিবেদন : গঙ্গাসাগর মেলায় গোটা বিশ্ব থেকে পুণ্যার্থীরা আসেন। কেন্দ্র সরকার কুম্ভমেলার মতো এই মেলাকে জাতীয় স্বীকৃতি না দিলেও গঙ্গাসাগর মেলা বিশ্ব মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে। কোটি কোটি মানুষের সমাগম হলেও সুশৃঙ্খলভাবে শেষ হয়েছে মেলা। এর মূল কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর একঝাঁক মন্ত্রীর। যার নেতৃত্বে ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এবারের গঙ্গাসাগর মেলা ছিল পরিবেশবান্ধব এবং প্লাস্টিকবর্জিত। তাই মেলা শেষ হতেই মেলাপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করার কাজে কোমরবেঁধে নেমে পড়েছেন অরূপ। সঙ্গে ছিলেন বঙ্কিম হাজরা, পুলক রায়, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সুজিত বসু, বেচারাম মান্নার মতো একঝাঁক মন্ত্রী ও সাংসদ বাপি হালদার। মেলা শেষে অরূপ জানান, 'শুদ্ধীকরণ প্রতিবার, গঙ্গাসাগরের অঙ্গীকার' এই স্লোগানকে সামনে রেখে গঙ্গাসাগর মেলার সূচনা করা হয়েছিল এবং তা সঠিকভাবে পালন করা হয়েছে। ৩০০ সৈকতপ্রহরী দিনরাত এক করে কাজ করে মেলাকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রেখেছেন। তাঁদের সকলকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। সাফাই অভিযানের জেরে মেলা ফিরে পেয়েছে আগের রূপ, যা এক অর্থে গোটা দেশের কাছেই নজির।

নিপা: সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা
গাইডলাইন প্রকাশ স্বাস্থ্য দফতরের

প্রতিবেদন : নিপা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য বিস্তারিত গাইডলাইন প্রকাশ করল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। গাইডলাইনে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নিপায় আক্রান্ত বা উপসর্গযুক্ত রোগীর সংস্পর্শে আসা প্রত্যেক ব্যক্তিকে ২১ দিনের বাধ্যতামূলক বাড়িতে নিভৃতবাসে থাকতে হবে। ওই ব্যক্তির দিনে দু'বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক। এই সময়ের মধ্যে কোনও উপসর্গ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করে আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নিপা আক্রান্ত বা উপসর্গযুক্ত রোগীর সঙ্গে বদ্ধ জায়গায় অবস্থানকারী ব্যক্তিকে 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ সংস্পর্শকারী' হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। যাঁদের আপাতত কোনও উপসর্গ নেই, তাঁদের ক্ষেত্রেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিশেষ ধরনের অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ সেবনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, যাঁদের শরীরে নিপা ভাইরাস পজিটিভ ধরা পড়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রতি পাঁচ দিন অন্তর নমুনা পরীক্ষা করা হবে। এক দিনের মধ্যে পরপর দু'বার রিপোর্ট নেগেটিভ এলে তবেই রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হবে। হাসপাতাল থেকে ছাড়ার পরেও পরবর্তী ৯০ দিন পর্যন্ত ওই রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। স্বাস্থ্য প্রশাসনের দাবি, এই গাইডলাইন মেনে চললে সংক্রমণ ছড়ানোর ঝুঁকি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। পাশাপাশি অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকারও বার্তা দিয়েছে দফতর।

আক্রান্ত বা উপসর্গযুক্ত রোগীর সংস্পর্শে আসা প্রত্যেককে ২১ দিনের বাধ্যতামূলক নিভৃতবাস

ওই ব্যক্তির দিনে দু'বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক

কোনও উপসর্গ দেখা দিলে হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তির পরামর্শ

কাশীপুর ক্লাব সমন্বয় সমিতি আয়োজিত কাশীপুর বেলগাছিয়া উৎসবে উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ সুব্রত বক্সি, মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, কাউন্সিলর তরুণ সাহা, সুমন সিং, কার্তিক মান্না-সহ উদ্যোক্তা অজয় ঘোষ ও বিশিষ্টরা। শুক্রবার।

তপসিয়ায় আগুন

প্রতিবেদন : শুক্রবার দুপুরে তপসিয়ায় আসবাবপত্রের কারখানায় বিধ্বংসী আগুন। দ্রুত পাশের একটি গ্যারাজেও আগুন ছড়ায়। আসে দমকলের ১১টি ইঞ্জিন। তবে ঘিঞ্জি এলাকায় প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সমস্যায় পড়ে দমকল। পাঁচিল ভেঙে দমকলকর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। প্রায় ঘণ্টাদুয়েকের চেষ্টায় আগুন মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে ওয়েল্ডিংয়ের কাজের সময় ফুলকি থেকে আগুন ছড়িয়েছে বলে অনুমান।

বাংলায় কথা বলায় যোগীরাজ্যে যুবক খুন

প্রতিবেদন: বাংলায় কথা বলার জন্য ফের ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে বলি বাংলার শ্রমিক। যোগী রাজ্যে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে খুন করা হল সিঙ্গুরের পরিযায়ী শ্রমিককে। কয়েক মাস ধরেই বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষীদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে অত্যাচার করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে বাংলায় কথা বলায় প্রাণ হারাতে হল সিঙ্গুরের বাসিন্দা শেখ সইদুল্লাকে (৩২)। সিঙ্গুর থানার দেওয়ানভেরি গ্রামের বাসিন্দা শেখ সইদুল্লার বাংলায় কথা বলা নিয়ে সম্প্রতি তার উপর সন্দেহ করত এলাকার কয়েকজন যুবক। সেখানে বিগত ৫ বছর ধরে সোনার দোকানে কাজ করতেন তিনি। মৃতের স্ত্রীর অভিযোগ বাংলায় কথা বলার জন্য তাকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ওরাইয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মৃতের মা আজমিরা বেগম বলেন, বাংলায় কথা বলা নিয়ে বাংলাদেশি বলে ছেলেকে খুন করেছে। এই ঘটনার পরই এলাকার পরিযায়ী শ্রমিকেরা আতঙ্কে রয়েছেন। শুক্রবার সকালে ওরাইয়া থেকে কফিনবন্দি দেহ গ্রামে আসতেই শোকের ছায়া নেমে আসে। এই ঘটনার পর অনেকেই ভিন রাজ্যে কাজে যেতে চাইছে না। হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না বাড়িতে এসে সমবেদনা জানান।

নয়া প্রধান বিচারপতি শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : কলকাতা হাইকোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি হলেন বিচারপতি সুজয় পাল। শুক্রবার রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস শপথবাক্য পাঠ করালেন। এতদিন তিনি কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নেওয়ার পরই সুজয় পালকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় বিচারপতি সুজয় পালকে আন্তরিক অভিনন্দন। আমি বিচারপতি পালকে বিচার বিভাগের এই উচ্চ আসনে স্বাগত জানাই।' ওঁর আগে প্রধান বিচারপতি পদে ছিলেন বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগের জন্য বিচারপতি সুজয় পালের নাম ৯ জানুয়ারি সুপারিশ করে সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম। কলকাতা হাইকোর্টে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তিনি কার্যনির্বাহী প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছেন। শুক্রবার চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী লাল পোশাকে শপথবাক্য পাঠ করতে দেখা গেল তাঁকে। আইনজীবী হিসেবে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন বিচারপতি পাল। ২০১১ সালে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে বিচারপতি হন।

স্থায়ী উপাচার্য নিয়ে মিটতে চলেছে সমস্যা

প্রতিবেদন : রাজ্যের ৮ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে অবসান হতে চলেছে জটিলতার। সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ, বাকি ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের বিষয়ে আচার্যকে আলোচনা করতে হবে রাজ্য সরকারের সঙ্গে। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এই নির্দেশ দিয়েছেন। যে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে জট কেটেছে, সেখানে দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত গোটা বিষয়ে তদারকি করবে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত সার্চ অ্যান্ড সিলেকশন কমিটি। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হল উত্তরবঙ্গ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি। আদালত বলেছে, পুরনো প্যানেল থেকে সম্ভব না হলে নতুন করে বিজ্ঞাপন দিতে পারবে সার্চ কমিটি।

পশ্চিমি ঝঞ্ঝার জেরে আরও বাড়বে তাপমাত্রা

প্রতিবেদন: ধীরে ধীরে ক্ষীণ হচ্ছে শীতের তীব্রতা। মাঘের শুরু থেকেই দক্ষিণবঙ্গে শীতের আমেজ ক্রমশ কমতে শুরু করবে। উত্তর পশ্চিমি ঝঞ্ঝার জন্য শীতের দাপট কমছে। দেশের উত্তর-পশ্চিমে নতুন করে একটি ঝঞ্ঝা তৈরি হয়েছে। এর প্রভাবেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের রাতের তাপমাত্রা দু'-তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। তবে তাপমাত্রা বাড়লেও কুয়াশার দাপট বজায় থাকবে। রবিবার পর্যন্ত কুয়াশার ঘনত্ব বেশি থাকবে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ঘন কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে। উত্তরের জেলায় তাপমাত্রা একইরকম থাকবে কয়েকদিন। সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার সতকর্তা জারি করা হয়েছে, দৃশ্যমানতা নামতে পারে ৫০ মিটারে। এর মধ্যে শুক্রবার কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় সকালে ও রাতের দিকে ঠাণ্ডার দাপট ছিল ভালই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআর সংক্রান্ত সংশোধনের অভিযোগ জমা এবং নিষ্পত্তির আবেদন করার সময়সীমা ১৫ জানুয়ারি থেকে বাড়িয়ে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত করল নির্বাচন কমিশন

ব্রাত্য ও সুবোধ, নিঃশব্দে পিঠ চাপড়ালেন দু'জনের

বাংলা অ্যাকাডেমি সভাঘরে প্রকাশিত হল মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর দুটি বই 'বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি' ও 'নটেগাছ ও অন্যান্য লেখা'। একইসঙ্গে প্রকাশিত হল কবি সুবোধ সরকারের কবিতার বই 'মোছা যায় কি হোয়াইটওয়াশে?'। উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত, শঙ্কর মণ্ডল এবং দীপ্তাংশু মণ্ডল।

প্রতিবেদন: প্রযুক্তির উদ্ভাবন বইকে হত্যা করতে পারেনি। আর সেই কারণেই কলকাতা বইমেলা হোক বা লিটল ম্যাগাজিন মেলা সব জায়গাতেই পাঠকের আনাগোনা লেগে রয়েছে। শুক্রবার বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন শিক্ষামন্ত্রী তথা নাট্যকার তথা লেখক ব্রাত্য বসু। এদিন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমিতে ব্রাত্য বসুর লেখা 'বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি', 'নোটে গাছ ও অন্যান্য লেখা' এবং সুবোধ সরকারের লেখা 'মোছা কি যায় হোয়াইটওয়াশে' তিনটি বই প্রকাশের অনুষ্ঠান ছিল। একে অপরের বই প্রকাশ করে ফিরে যান পুরনো দিনের স্মৃতিতে। একসময়ের সহকর্মী দু'জন নিজেদের কলেজ জীবনের কথা ভাগ করে নেন। কিভাবে ইন্টারভিউর দিন থেকে ধীরে ধীরে সুবোধ সরকারের কাছাকাছি এসেছেন সেই কথা জানান ব্রাত্য বসু। অপরদিকে, ব্রাত্য বসু কীভাবে লড়াই করে চারা গাছ থেকে আজকের এই মহীরুহে পরিণত হয়েছেন সে-কথা ব্যক্ত করেন কবি সুবোধ সরকার। ব্রাত্য বসুর এই লেখা যে আগামী দিনে মাইলস্টোন সৃষ্টি করবে তা অকপটে স্বীকার করেন কবি। ব্রাত্য বসুর বিচক্ষণতা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাবলীলভাবে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা, লেখার ঘরানা সবকিছু নিয়েই প্রশংসা করতে দ্বিধা করেননি সুবোধ সরকার। তেমন একইভাবে তেমন একইভাবে সুবোধ সরকার ব্রাত্য বসুর থেকে অনেকটা প্রবীণ হয়েও যেভাবে তাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাতে কৃতজ্ঞতা জানাতে কার্পণ্য করেননি বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী। তবে শিক্ষা মন্ত্রীর এই শুধু নতুন দুটি বই নয়, এর আগে তার লেখা নির্বাচিত প্রবন্ধ নিয়ে এখনও মশগুল রয়েছেন কবি সুবোধ সরকার। সেই নির্বাচিত প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে, এখনও ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেননি কবি।

ঘেরাও, প্রতিবাদ, পথ-অবরোধ, বিএলওদের গণইস্তফা

সার-শুনানির নামে হেনস্থা-হয়রানি ক্ষোভে ফেটে পড়েছে আমজনতা

ব্যুরো রিপোর্ট : এসআইআরে শুনানির নামে এখন শুধুই হয়রানি-হেনস্থা কমিশনের! ছোটখাটো ভুলের জন্যও অসুস্থ-প্রবীণদের শুনানিতে ডেকে হেনস্থা করা হচ্ছে। বিএলওদেরও একেকবার একেকরকম নির্দেশ পাঠিয়ে বারবার বিভ্রান্ত করছে কমিশন। সব মিলিয়ে রাজ্য জুড়ে বিজেপির দলদাস নিষ্ঠুর নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ল মানুষ। দিকে দিকে জ্বলছে বিক্ষোভের আগুন। কোথাও পথ অবরোধ সাধারণ মানুষের, কোথাও গণইস্তফা বিএলওদের।

হেনস্থার প্রতিবাদে ডায়মন্ড হারবারে পথ অবরোধ।

এসআইআরে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে হয়রানির অভিযোগে শুক্রবার কোচবিহারের দিনহাটায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন সাধারণ মানুষ। বুড়িরহাট এলাকায় এদিন সকাল ১০টা থেকে দেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে পথ অবরোধে শামিল হন প্রচুর মানুষ। ছিলেন তৃণমূলের দিনহাটা-২ ব্লকের সহ-সভাপতি আব্দুল সাত্তার-সহ অন্যরাও। অন্যদিকে, হোয়াটসঅ্যাপে বারবার বিভ্রান্তিকর নির্দেশ পাঠিয়ে বিএলওদের হয়রানির অভিযোগে এদিন শুনানি চলাকালীনই গণ-ইস্তফা দিলেন দিনহাটা-২ ব্লকের বিএলওরা। শীতলকুচিতেও বিডিও অফিস চত্বরে বিক্ষোভে সামিল হন বিএলওরা। তাঁদের অভিযোগ, ব্যাপকহারে শুনানির নোটিশ জারি হওয়ায় সাধারণ মানুষের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিডিও অফিস চত্বরেই ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। আবার, এসআইআরে হয়রানি ও হেনস্থার অভিযোগ তুলে গণইস্তফা গলসি ও খন্ডঘোষ বিধানসভার বিএলওরা। এদিন গলসি ২ নং বিডিও অফিসে ৫২ জন বিএলও একসঙ্গে ইস্তফাপত্র জমা দেন। বসিরহাটের স্বরূপনগর ব্লক অফিসেও এদিন ৫০ জন বিএলও গণইস্তফা দেন। নন্দীগ্রাম-২ ব্লকেও এদিন ৭২ জন বিএলও একযোগে ইস্তফা দেন।

অন্যদিকে, ঝাড়গ্রামের জয়নগর গ্রামে এদিন গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিএলও দিলীপ মণ্ডল। শুনানির নোটিশ বিলি করতে গেলে তাঁকে প্রায় দেড়ঘণ্টা জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিতরে ঘেরাও করে রাখা হয়। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেও স্লোগান ওঠে। শেষপর্যন্ত ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে মুক্তি পান ওই বিএলও। শুনানির নামে হয়রানির অভিযোগে এদিন সকাল থেকে অবরুদ্ধ ডায়মন্ড হারবার কালিনগর গুরুদাশনগর বাইপাস রোড। সমস্ত নথি জমা দেওয়ার পরও বুথের অধিকাংশ ভোটারকে শুনানিতে ডেকে হেনস্থার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। শেষে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শুনানি-হয়রানির প্রতিবাদে এদিন মন্ত্রী অরূপ রায়ের নেতৃত্বে মধ্য হাওড়া যুব তৃণমূল কংগ্রেসের তরফেও দিনভর অবস্থান-বিক্ষোভ চলে হাওড়া পুরসভার উল্টোদিকে।

আজ সিঙ্গুরে তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা

সভার প্রস্তুতিতে বিধায়ক করবী মান্না।

সংবাদদাতা, সিঙ্গুর : যে মাটিতে দাঁড়িয়ে নির্বাচনের আগে ভূরি ভূরি প্রতিশ্রুতি দিতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী, সেই মাটিকে বিজেপি কীভাবে অপমান ও অসম্মান করে চলেছে, তার নথি প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগেই তুলে ধরবে হুগলির সিঙ্গুর। রবিবার প্রধানমন্ত্রীর সভার আগেই বিজেপিশাসিত রাজ্যে ক্রমাগত বাঙালির হেনস্থার প্রতিবাদে সরব হবে সিঙ্গুর। ১৮ জানুয়ারি হুগলির সিঙ্গুরে ৮৩০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। মোদির আসার আগেই বিতর্কে সিঙ্গুরে তাঁর সভা। সভা যাঁদের জমিতে তাঁদের অনুমতি না নিয়েই করা হচ্ছে, বলে অভিযোগ তোলেন স্থানীয় চাষিরা। এবার সেই পরিস্থিতে মোদির সভার আগেই সবার নজর শনিবারের তৃণমূলের সভার দিকে। শনিবারের সভায় উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক করবী মান্না-সহ হুগলি জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব। বিধায়ক জানান, এই সভা আমাদের আগে থেকেই ঘোষিত কর্মসূচি। মূলত এসআইআর-এর নামে নির্বাচন কমিশন মানুষকে যে হয়রানি করছে, এছাড়াও বিজেপি রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের উপর আক্রমণ-সহ বিজেপির বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদে তৃণমূল এই সভা করতে চলেছে। এই সভায় কয়েক লক্ষ মানুষ আসবেন।

সাতদিনেই কাজ

প্রতিবেদন : শালতোড়ায় পাথর খাদান খোলার প্রক্রিয়া শুরুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অভিষেক। ১৮টি পাথর খাদান খোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী থেকে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। দ্রুত সেগুলি খুলে ২৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন। সাতদিনও পার হল না। তার মধ্যেই বাঁকুড়ার শালতোড়ার খাদান খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। ঘোষণা হল ই-অকশনের দিন।

শিক্ষা, সাহিত্য থেকে রঙ্গমঞ্চ এক অসাধারণ প্রতিভা ব্রাত্য

প্রতিবেদন: শিক্ষা,সাহিত্য, রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র এবং সর্বোপরি রাজনীতির মোহনায় দাঁড়িয়েও পৃথক পৃথক পরিচয় তৈরি করে এক অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব স্থাপন করেছেন ব্রাত্যব্রত বসু রায়চৌধুরী। নামটা শুনে অচেনা লাগলেও এই ব্যক্তি কিন্তু চেনা। তিনি বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সৃজনশীলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন তিনি। একাধারে তিনি নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক এবং রাজনীতিবিদ— বাঙালি জাতির ইতিহাসে এই ধরনের বহুমুখী প্রতিভার উদাহরণ বিরল। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমিতে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আয়োজিত পরিচালকের মুখোমুখি শীর্ষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রাত্য বসু ও বিশিষ্ট সাংবাদিক ও নাট্য সমালোচক অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এখানেই দু'জনের কথপোকথনে উঠে আসে ব্রাত্য বসুর নাট্য জীবনের হাতে খড়ির কথা। তিনি জানান, মায়ের হাত ধরেই অভিনয়ে জগতে আসা। অফিস থেকে ফিরেই মা তাঁকে রোজ বিভিন্ন পাঠাগারে নিয়ে যেতেন বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে। আর বাবা বাড়িতে জোগান দিতেন বিভিন্ন বইয়ের। এই দুইয়ের মিশেলে তাই ছোট থেকেই বইপোকা তিনি। আর এই অভ্যাসই আজ তাঁকে এই সৃজনশীলতার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। কলেজ জীবনে 'গণকৃষ্টি' নামক থিয়েটার গ্রুপের সাউন্ড অপারেটর হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। আল্ট্রা-মডার্ন নাটক অশালীন তার রচিত প্রথম নাটক। ২০০৮ সালে তিনি নিজের থিয়েটার গ্রুপ 'ব্রাত্যজন' প্রতিষ্ঠা করেন, যার প্রথম প্রযোজনা ছিল 'রুদ্ধসঙ্গীত'। তাঁর নাট্যচিন্তা শুধুই নাটক নয়, তা একপ্রকার মানবমনের অন্তর্জগতে প্রবেশের এক অবারিত দ্বার।

পরিচালকের মুখোমুখি। অনুষ্ঠানে ব্রাত্য বসু, দেবশঙ্কর হালদার, অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার।

খুন বাংলার শ্রমিক

(প্রথম পাতার পর) থাকার আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছে, ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ও পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া হবে। ঘটনা জানার পরেই ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট বলেন, যারা দোষী তাদের শাস্তি দিতে হবে। হেমন্ত সোরেন জানান, পুলিশ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তরা গ্রেফতার হবে। ঝাড়খণ্ডে কাজের জন্য গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার সুজাপুর তালপাড়ার বাসিন্দা আলাউদ্দিন সেখ। বছর পাঁচেক আগে ঝাড়খণ্ডে গিয়েছিলেন। ফেরিওয়ালার কাজ করতেন। গ্রামে গ্রামে ফেরি করার সময় বেশ কয়েকমাস ধরে হেনস্থা হচ্ছিলেন। জানিয়েছিলেন পরিবারকে। আলাউদ্দিনের জামাইবাবু ওসমান সেখ জানান, গত পরশু শ্যালক তাঁকে ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন, সব জায়গায় বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আধার কার্ডেও লাভ হচ্ছে না। ভয় পাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে পরিবারের সঙ্গে শেষ কথা হয়। এরপর থেকে মোবাইল বন্ধ। শুক্রবার সকালে মৃত্যুর খবর আসে। গলায় ফাঁস দেওয়া দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে জানানো হয়।

ঘটনার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বেলডাঙার মানুষ। বেলডাঙা স্টেশনে ট্রেন আটকানো হয়। শিয়ালদহ-লালগোলা শাখার ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। জাতীয় সড়কও অবরোধ হয়। পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা উপস্থিত হয়ে অবস্থা সামাল দেয়। বিকেলের দিকে বৈঠকের পর অবরোধ ওঠে। জেলাশাসক জানিয়েছেন, কন্ট্রোল রুম ও লিগাল টাস্কফোর্স তৈরি হচ্ছে। ঝাড়খণ্ডে যাচ্ছে জেলা পুলিশ সুপার-সহ অন্যরা। দ্রুত দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে।

৮
১৭ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

আমার বাংলা

17 January, 2026 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যাত্রা শুরু ৬ ভলভো বাসের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে যাত্রা শুরু করল ছ'টি অত্যাধুনিক ভলভো বাস। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটে নামবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ছ'টি অত্যাধুনিক বাস। শুক্রবার বাসগুলির ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

দীর্ঘদিন ধরেই শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা ও অন্যান্য দূরপাল্লার রুটে আরামদায়ক রাতের বাস পরিষেবার দাবি জানিয়ে আসছিলেন যাত্রীরা। সেই চাহিদাকে সামনে রেখেই প্রায় ১১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ছ'টি স্লিপার ভলভো বাস কেনা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই বাসগুলিতে থাকছে আরামদায়ক স্লিপার বার্থ, উন্নত সাসপেনশন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যা দীর্ঘ যাত্রাকে করবে অনেকটাই স্বস্তির।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানান,

মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়ি থেকেই ভার্চুয়ালি এই পরিষেবার উদ্বোধন করবেন। প্রশাসনিক অনুষ্ঠান কোচবিহারে হলেও, পরিষেবার পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শিলিগুড়িকেই মূল কেন্দ্র হিসেবে ধরা হয়েছে। লক্ষ্য, এই শহরকে উত্তরবঙ্গের পরিবহণ হাবে পরিণত করা।

উদ্বোধনের সময় কোচবিহারের সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে বাসগুলি রাখা ছিল। সেখান থেকেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হলেও, শিলিগুড়িকে ঘিরে পাহাড়, ডুয়ার্স ও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরের সঙ্গে যোগাযোগ আরও জোরদার করবে এই স্লিপার ভলভো পরিষেবা। ফলে রাতের যাত্রায় সময় বাঁচার পাশাপাশি আরামের মাত্রাও বাড়বে বলে আশা।

পরিবহণ মহলের মতে, এই নতুন পরিষেবা চালু হলে শিলিগুড়ির গুরুত্ব আরও বাড়বে। বাণিজ্য, পর্যটন ও যাত্রী চলাচলের কেন্দ্র হিসেবে শহরের ভূমিকা আরও শক্তিশালী হবে। উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি এবার শুধু যাতায়াতের সংযোগস্থল নয়, আধুনিক ও উন্নত গণপরিবহণের অন্যতম মুখ হয়ে উঠতে চলেছে—যার সুফল মিলবে গোটা অঞ্চলের মানুষের।

উন্নয়নে আপ্লুত। প্রচারে জানালেন চা-শ্রমিকরা।

উন্নয়নের পাঁচালি চা-বলয়ে প্রচার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : রাজ্য সরকারের বিগত ১৫ বছরের উন্নয়নের কাজকে হাতিয়ার করে, রাজ্যের অন্যান্য অংশের পাশাপাশি ডুয়ার্সের চা-বলয়ে জনসম্পর্কে নেমেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের তালিকা ও সম্পন্ন হওয়া কাজের তালিকা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তৃণমূল তৈরি করেছে উন্নয়নের পাঁচালি নামে একটি বুকলেট। সেই উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা চা-বলয়ের অলিগলি চষে বেড়াচ্ছেন। এর আগে রাজ্যের মানুষের সমস্যা সমাধানে,সম্পূর্ণ প্রশাসনকে মানুষের দুয়ারে একেবারে হতের নাগালে পৌঁছে দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে, প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে একের পর এক অনুষ্ঠিত হয়েছে দুয়ারে সরকার শিবির। রাজ্যের কোটি কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছেন ওই শিবির থেকে। লাল ফিতের বাঁধন সাধারণ মানুষের জন্য দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে আলগা করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে সাধারণ মানুষের সরকারি কাজ সম্পর্কিত সমস্যা নিমেষে সমাধান হয়েছে ওই সমস্ত শিবিরে। রাজ্য সরকার মানুষের জন্য বিগত ১৫ বছরে কী কী করেছে, সেই সব কাজ ও প্রকল্পের তথ্য রয়েছে উন্নয়নের পাঁচালিতে। এবার সাধারণ মানুষ বিগত ১৫ বছরে রাজ্য সরকারের তরফে দেওয়া কোন কোন প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন, তা খোঁজ করতে ফের একবার ময়দানে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। কেউ কোনও প্রকল্পের যোগ্য হয়েও বঞ্চিত রয়েছেন কি না, থাকলে ঠিক কী কারণে তা ঘটেছে সমস্ত কিছু নোট করে নিচ্ছেন নেতারা। রাজ্যের সমস্ত প্রকল্প ও কাজ সম্পর্কেও অবহিত করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। শুক্রবার ভারত-ভুটান সীমান্তের প্রান্তিক ব্লক কুমারগ্রামের নিউল্যান্ডস চা-বাগানে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে দুয়ারে পৌঁছাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। শুক্রবার দলের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসি আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি বিনোদ মিঞ্জ, এনকেএস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান করমচাঁদ লোহারা সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

বালি বিধানসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে রাজ্য সরকারের ১৫ বছরের উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ালেন, বোঝালেন কৈলাস মিশ্র।

ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু সচেতনতায় কলকাতা পুরসভা চত্বরে মিছিল শেষে জনসভায় মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ-সহ অন্যরা।

অমানবিক কমিশন, তৃণমূলের প্রতিবাদ

সংবাদদাতা, কোচবিহার ও রায়গঞ্জ: কমিশনের অমানবিকতা। শুনানির নামে হয়রানি। আতঙ্কে পরপর আত্মহত্যা, মৃত্যু। এসবের প্রতিবাদে পথে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই আন্দোলনে শামিল হয়েছে সাধারণ মানুষও। এদিকে কাজের চাপের প্রতিবাদে শামিল হন বিএলওরাও। শুক্রবার দিনহাটা বুড়িরহাটে দেখা গেল সেই ছবি। এদিন, সকাল ১০টা থেকে এই পথ অবরোধ কর্মসূচি শুরু করে সাধারণ মানুষ। এদিন ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে এই পথ অবরোধ এ শামিল হন সাধারণ মানুষ। যদিও এই অবরোধের নেপথ্যে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব রয়েছে। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের দিনহাটা ২ নম্বর ব্লক সহসভাপতি আব্দুল সাত্তার ও অন্যরা। যদিও আব্দুল সাত্তার বলেন, আজ দলের হয়ে নয়, সাধারণ মানুষের হয়ে এই পথ অবরোধে শামিল হয়েছি।

ইটাহারে প্রতিবাদ মিছিলে মোশারফ হোসেন। শুক্রবার।

অপদার্থ নির্বাচন কমিশন ইচ্ছেমতো সাধারণ মানুষদের হয়রানি করছে। তাই তারই প্রতিবাদে আজ সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে আন্দোলনে নেমেছে। শীতলকুচিতে বিডি ও অফিস চত্বরে বিক্ষোভে শামিল হলেন একাধিক বিএলও। তাঁদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কাজ করতে গিয়ে একের পর এক সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। বিশেষ করে সম্প্রতি ব্যাপক হারে হিয়ারিং নোটিশ আসায় তা বিতরণ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এদিকে, উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল তৃণমূল কর্মীরা। ক্লান্ত হওয়া সাধারণ মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, জল ও চা। কমিশনের অমানবিকতায় ক্ষোভ উগরে দেন শুনানি লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষেরা। পাশাপাশি তৃণমূলের সহযোগিতায় প্রশংসা করেন।

হাতির হানা আহত দুই

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: বানারহাট ব্লকের হলদিবাড়ি চা-বাগানের ৬সি নম্বর সেকশনে ঘাস কাটতে গিয়ে হাতির হামলার শিকার হলেন চারজন মহিলা শ্রমিক। ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন দু'জন। আহতদের নাম গীতা ছেত্রী (৫৩) ও বিরসি মুন্ডা (৪৬)। এদিন চারজন মহিলা শ্রমিক চা-বাগানের ৬সি সেকশনে ঘাস কাটার কাজ করছিলেন। সেই সময় হঠাৎই একটি দলছুট হাতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে তাদের উপর হামলা চালায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণী স্কোয়াডের কর্মীরা। তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি এলাকায় নজরদারি শুরু করেন। আহত দুই মহিলাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বিজেপির পঞ্চায়েতে নথি হয়রানি, ক্ষোভ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: বিজেপি পরিচালিত মহীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এসআইআর-এর শুনানির জন্য প্রয়োজনীয় নথি নিতে এসে হয়রানির শিকার হতে হল একদল উপভোক্তাকে। শুক্রবার এই অভিযোগকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় পঞ্চায়েতে। মুক্তার আলম নামের এক উপভোক্তা হাজিপাড়া থেকে এসএনসি সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য এসেছেন তিনি। এই সার্টিফিকেটের জন্য ৩৪০ টাকা চৌকিদারি ট্যাক্স দিতে হয়েছে তাঁকে। প্রধান অনেক দেরি করে আসছেন পঞ্চায়েতে। এই ঘটনায় বিজেপি পরিচালিত মহীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সাধুচরণ সরকার বলেন, এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের নানান সমস্যা তৈরি হয়েছে। এই অঞ্চল থেকে প্রায় চার হাজারের বেশি মানুষকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহের জন্য সাধারণ মানুষ পঞ্চায়েতে এসে ঠিকমতো পরিষেবা পাচ্ছেন না। প্রত্যেক মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে চৌকিদারি ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। ওয়ারিশ সার্টিফিকেট কিংবা ইনকাম সার্টিফিকেটের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ কিংবা হাজার টাকা করে দিতে হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বার্ষিক প্রদর্শনী শুরু হল। চারদিন চলবে। উদ্বোধন করেন অভিনেতা শুভাশিস মুখোপাধ্যায়। স্বাগত ভাষণ দেন স্বামী শিবপ্রদানন্দ। তিনি ছাত্রদের হাতে-কলমে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন

আমার বাংলা

17 January, 2026 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

অমর্ত্যর 'ভারতরত্ন' নথি লাগবে নাকি ? শুনে বিব্রত কমিশন আধিকারিকরা

সংবাদদাতা, বোলপুর : নির্বাচন কমিশনের কাছে কারওরই যেন ছাড় নেই! কাকে নোটিশ পাঠাতে হয়, কাকে পাঠাতে নেই সেই জ্ঞানটাও তাদের নেই। থাকলে আর শান্তিনিকেতনের ভূমিপুত্র নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে এসআইআর শুনানির নোটিশ পাঠানোর ধৃষ্টতা দেখাতে পারত না। বৃহস্পতিবার তাঁর বাড়িতে এসে সমস্ত নথিপত্র যাচাই করলেন কমিশনের আধিকারিকরা। আর সেখানেই ভারতরত্ন নথি লাগবে কিনা, এই প্রশ্নে রীতিমতো অপ্রস্তুতও হলেন। মায়ের সঙ্গে অমর্ত্যর বয়সের পার্থক্য আছে বলে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। এ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানান অমর্ত্যর মামাতো ভাই শান্তভানু সেন ও প্রতীচী ট্রাস্ট। প্রতীচী ট্রাস্টের অন্যতম সদস্য গীতিকণ্ঠ মজুমদার জানান, নোটিশ আসার পরেই আমরা অধ্যাপক সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ওঁর অনুমতি পেয়েই যাবতীয় নথি নির্বাচন কমিশনের হাতে দিই। উনি এখন বিদেশে, তাই ওঁর নোটিশ গ্রহণ করেন মামাতো ভাই শান্তভানু সেন ও গীতিকণ্ঠ। গীতিকণ্ঠ কমিশনের সদস্যদের প্রশ্ন করেন, কেন্দ্র যে ভারতরত্ন সম্মানে সম্মানিত করেছিল অধ্যাপক সেনকে সেই নথিও কি নির্বাচন কমিশনকে জমা দিতে হবে? এই প্রশ্নে রীতিমতো বিব্রত হয়ে পড়েন আধিকারিকরা। তাঁরা কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। অমর্ত্য ২৬৮ নম্বর বোলপুর বিধানসভার ভোটার। ২ নম্বর ওয়ার্ডে শান্তিনিকেতন স্টাফ ক্লাবে ভোট দেন। এদিন কমিশনের তরফে এইআরও তানিয়া রায়, ডিএল সোমব্রত মুখোপাধ্যায় ও অন্য প্রতিনিধিরা আসেন। অমর্ত্যর পাসপোর্ট, মা অমিতা সেনের মৃত্যুর শংসাপত্র, আধার কার্ড, ২০০২ সালের ভোটার তালিকা, নির্বাচন কমিশনকে জমা দেন।

নথি হাতে প্রতীচী ট্রাস্টের গীতিকণ্ঠ মজুমদার।

ঝাড়গ্রামে শুরু স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সৃষ্টিশ্রী মেলা

মেলা উদ্বোধনে বীরবাহা হাঁসদা, চিন্ময়ী মারাণ্ডি, আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর প্রমুখ।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর শিল্পীদের উৎসাহ ও আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে ঝাড়গ্রাম জেলায় শুরু হল হস্তশিল্প প্রদর্শনী 'সৃষ্টিশ্রী মেলা-২০২৬'। বৃহস্পতিবার মেলার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদ সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও অন্যরা। নিজের ভাষণে চিন্ময়ী জানান, এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর শিল্পীরা তাঁদের সৃজনশীল প্রতিভা প্রকাশের পাশাপাশি আর্থিকভাবে আরও স্বাবলম্বী হয়ে উঠবেন। তিনি আশাবাদী, 'সৃষ্টিশ্রী মেলা' জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির উন্নয়ন ও বিপণনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মেলায় জেলার বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি হস্তশিল্প সামগ্রী প্রদর্শিত ও বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

মালদহ, জলপাইগুড়ি, রামপুরহাট
এসআইআর আতঙ্কে মৃত তিন

সংবাদদাতা, মালদহ : এসআইআর-আতঙ্কে মৃত্যু ক্রমশ নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে চলেছে। শুক্রবারই মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। দুজন উত্তরের, একজন দক্ষিণের। পুরাতন মালদহ থানার কামঞ্চ এলাকায় বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন রাজবংশী সম্প্রদায়ের গৃহবধূ বানোতি রাজবংশী (৩৬)। ধূপগুড়ির ময়নাতলি এলাকার ১৫/১৩৯ নং বুথের ভোটার রামপ্রসাদ মণ্ডলের (৩৯) ঝুলন্ত দেহ বাড়ি থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে কুর্শামারি এলাকার এক জামগাছ থেকে উদ্ধার হয়। আরেক ঘটনায় রামপুরহাটে খেলা বেদে (৭৬) বাংলাদেশে চলে যেতে হবে, এই আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয় মারা গেলেন।

ছোটবেলাতেই বানোতির জীবনে নেমে আসে একের পর এক বিপর্যয়। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যু, তিন বছরের মধ্যেই মায়েরও প্রয়াণ। এরপর দাদুর বাড়িতেই মানুষ হয়েছেন। বাবা-মা অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় তাঁদের কোনও সরকারি নথি এমনকি নিজের জন্ম সার্টিফিকেটও ছিল না বানোতির। ফলে কিছুই জমা দিতে পারেননি। এতেই ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার আতঙ্কে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পরিবারের লোকজন প্রথমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পরে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। জেলা তৃণমূল মুখপাত্র আশিস কুণ্ডুর দাবি, নথির জটিলতা ও প্রশাসনিক চাপেই এই আত্মহত্যা।

বানোতি রাজবংশী।

খেলা বেদে।

রামপ্রসাদ মণ্ডল।

ধূপগুড়ির ময়নাতলির রামপ্রসাদ ডেঙ্গুয়াঝার এলাকায় ব্যবসা করতেন। দু'দিন আগে ধূপগুড়িতে আসেন। গতকাল রাতে মামারবাড়িতে ছিলেন। এদিন সেখান থেকে কিছুটা দূরে জমিতে জামগাছে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরিবারের দাবি, বাবার নামে ভুল থাকায় এসআইআর শুনানির নোটিশ এসেছিল। এদিন শুনানি ছিল। তাতেই আতঙ্কে আত্মঘাতী হন।

এসআইআর নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই খেলা বেদে আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন। তিনদিন খাওয়াদাওয়া করেননি। খালি বলতেন তাঁকে একাই বাংলাদেশে চলে যেতে হবে। এই ভয় থেকেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন, দাবি স্ত্রীর। সিউড়ি দু'নম্বর ব্লকের তৃণমূল ব্লক সভাপতি নুরুল ইসলাম বলেন, বিজেপি এবং কমিশন মানুষকে আশ্বস্ত করার বদলে প্রত্যেকদিন আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে। তাতেই এই পরিণাম।

রুক্মিণীর আবেদন সিনেমা হল মঞ্চ থেকে আশ্বাস দিলেন দেব

প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধনে দেব, রুক্মিণী প্রমুখ।

সংবাদদাতা, ঘাটাল : ঘাটাল অরবিন্দ স্টেডিয়ামে শুরু হল ঘাটাল উৎসব ও শিশুমেলা। শুক্রবার বিকেলে উদ্বোধন করেন সাংসদ-অভিনেতা দীপক অধিকারী ওরফে দেব। সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রী রুক্মিণী। ঘাটাল উৎসব ও শিশুমেলা এবছর ৩৭তম বর্ষে। ১০ দিন চলবে মেলা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে কলকাতা ও মুম্বইয়ের শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান। রুক্মিণী নিজের ভাষণের সময় দেবকে ঘাটালে সিনেমা হলের প্রয়োজনের কথা জানান। দেব তার উত্তরে বলেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, যেটা প্রয়োজন ছিল হয়েছে। সিনেমা হলের প্রয়োজন আছে, সেটাও চেষ্টা করা হবে। মেলা উদ্বোধনে এসে দেব পেলেন তাঁর নামে পোস্টাল স্ট্যাম্প, সঙ্গে ওঁর ছবি।

ঘাটাল উৎসব ও শিশুমেলা শুরু

রায়নায় মিলল প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি

সংবাদদাতা, বর্ধমান : পুকুর খোঁড়ার সময় মাটিকাটার যন্ত্রের ডগায় উঠেছিল প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তিটি। তার অধিকার নিয়ে পুকুরের মালিকের সঙ্গে গ্রামবাসীদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ রায়নার পলাসন গ্রামের সাঁইপাড়ার বাসাপুকুরে গিয়ে কষ্টি পাথরের প্রাচীন মূর্তিটি থানায় নিয়ে আসে। শুক্রবার সকালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার কর্মীরা গিয়ে থানা থেকে মূর্তিটি নিয়ে যান। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কিউরেটর তথা বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার অধিকর্তা রঙ্গনকান্তি জানা বলেন, একাদশ-দ্বাদশ শতকের সেন আমলের কষ্টি পাথরের বিষ্ণুমূর্তি। নিচের ডান হাতে পদ্ম ও উপরের ডান হাতে চক্র, উপরের বাঁ হাতে গদা, নিচের বাঁ হাতে শঙ্খ রয়েছে। দু'দিকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী রয়েছে। একসময় রায়নার বিস্তীর্ণ এলাকায় বিষ্ণুমূর্তি পূজিত হত। এ ধরনের প্রাচীন মূর্তি রায়নাতে আগেও অনেকগুলি পাওয়া গিয়েছে। মাটিকাটা যন্ত্রের আঘাতে মূর্তিটির একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নাক, বাঁচোখেরও ক্ষতি হয়েছে। মূর্তিটি উচ্চতায় ৩৩ ইঞ্চি, প্রস্থে ১৩ ইঞ্চি।

স্ত্রীর গলায় ব্লেড চালিয়ে ফেরার স্বামী

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : সাংসারিক অশান্তি চলাকালীন স্ত্রীর গলায় ব্লেড চালিয়ে চম্পট দিল স্বামী। ডেবরা ব্লকের জালিমান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের হদলা শ্যামচকে। জখম গৃহবধূর নাম মিনতি হাঁসদা। অভিযুক্ত স্বামী সুখদেব হাঁসদা পলাতক। শুক্রবার বিকেলে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদের সময় স্বামী ব্লেড দিয়ে স্ত্রীর গলায় আঘাত করে। স্থানীয়রা প্রথমে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পথশ্রী-৪ প্রকল্পে পুরুলিয়ায় ২ কিলোমিটার পাকা রাস্তা

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পথশ্রী-৪ প্রকল্পের আওতায় বেগুনকোদর-ঝালদা সড়ক থেকে ড্যাঙ্গল স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত দুই কিলোমিটার দীর্ঘ পাকা রাস্তার কাজের সূচনা করা হল। শুক্রবার সূচনা করেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক সুধীর কস্থম। ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি, মহকুমাশাসক মানস কুমার পান্ডা, এসডিপিও, সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি ও অন্যরা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য দুই কিলোমিটার। প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৯২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬০০ টাকা। এই রাস্তা নির্মাণের ফলে ড্যাঙ্গল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। প্রায় ১৫ হাজার মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন।

আমার বাংলা
17 January, 2026 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অভিষেকের জেলা সফর
পুরুলিয়ায় প্রস্তুতি তুঙ্গে হল সমন্বয়ে কর্মিসভা

বক্তা দলের কো-অর্ডিনেটর সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফরকে ঘিরে পুরুলিয়ায় সাংগঠনিক তৎপরতা তুঙ্গে। ২১ জানুয়ারি পুরুলিয়ার হুটমুড়া ময়দানে তাঁর জনসভাকে সফল করতে শুক্রবার শহরের একটি বেসরকারি হোটেলে শহর তৃণমূল নেতৃত্বকে নিয়ে সমন্বয়কারী কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই ভোটের আবহ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অভিষেকের পুরুলিয়া সফর ঘিরে জেলাজুড়ে প্রচার, সভা, কর্মিসভা ও সংগঠনিক প্রস্তুতি জোরদার করা হয়েছে।
এদিনের সভায় পুরুলিয়া শহর তৃণমূলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় দলের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় আরও মজবুত করা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি, কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নামা এবং আসন্ন জনসভায় বিপুল জনসমাগম নিশ্চিত করার বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই কর্মিসভায় ছিলেন জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি তথা পুরুলিয়া বিধানসভার কো-অর্ডিনেটর সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন পুরপ্রধান নবেন্দু মাহালি, শহর সভাপতি কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ জেলা ও শহর তৃণমূলের একাধিক নেতা-কর্মী। সভায় সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুটমুড়ার জনসভা সংগঠনের শক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি আগামী রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সেই কারণেই ওই জনসভায় অধিক সংখ্যক কর্মী ও সমর্থককে উপস্থিত করার লক্ষ্যে বিস্তৃত আলোচনা হয়।

কৃষ্ণনগরে সৃষ্টিশ্রী মেলা

মঞ্চে উজ্জ্বল বিশ্বাস, মহুয়া মৈত্র প্রমুখ।

সংবাদদাতা, নদিয়া : কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ ময়দানে শুরু হল সৃষ্টিশ্রী মেলা। ক্ষুদ্র কুটির শিল্প দফতরের উদ্যোগে দ্বিতীয় আঞ্চলিক এই মেলা চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। উদ্বোধনে ছিলেন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, সাংসদ মহুয়া মৈত্র, জেলা সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, বিধায়ক কল্লোল খাঁ, জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিভিন্ন জেলার স্বয়ম্বর গোষ্ঠীর মহিলা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা মেলায় তাঁদের তৈরি সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসেছেন। রয়েছে কাঠের পুতুল, পিতলের সামগ্রী, টেরাকোটার কাজ ও বাংলার বিভিন্ন হস্তশিল্প। প্রথম দিনেই ভিড় ছিল নজরকাড়া।

সার-শুনানিতে ডাকা সিউড়ির ১৬ নং ওয়ার্ডের ১২০০-র অধিকাংশই হিন্দু

এঁরা রোহিঙ্গা না অনুপ্রবেশকারী বিজেপিই বলুক : তৃণমূল নেতা

সংবাদদাতা, সিউড়ি : এসআইআরের নোটিশ দেওয়া হয়েছে সিউড়ির ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ১২০০ মানুষকে। নোটিশ পাওয়ার পর যন্ত্রণার শিকার হচ্ছেন মানুষ। এই ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা সৌভিক রায় জানান, ওয়ার্ডের একটি অংশ মুসলিম অধ্যুষিত। তাই বিজেপি এই এলাকা থেকে ষড়যন্ত্র ও কৌশল করে ভোটারদের নাম বাদ দিতে চাইছে। কিন্তু ওরা জানে না এই ওয়ার্ড আসলে হিন্দু প্রভাবিত। এই ১২০০ জন সামান্য ও ছোটখাটো ত্রুটির জন্য এসআইআরের নোটিশ পেয়েছেন। কিন্তু এঁদের অধিকাংশই হিন্দু। প্রত্যেকেরই ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম আছে। তবু তাঁদের নোটিশ দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। ওয়ার্ডের বাসিন্দা পূজা দাস, মামণি দাস, প্রশান্ত দে, উত্তম পাল, দুর্গারানি মন্ডল, জ্যোতি অঙ্কুররা প্রত্যেকে হিন্দু। তাঁদের নোটিশ ধরানো হয়েছে। তাহলে বিজেপি যে এতদিন দাবি করত প্রচুর পরিমাণে রোহিঙ্গা এবং অনুপ্রবেশকারী লুকিয়ে রয়েছে বাংলায়, আদৌ তাদের হদিশ কি নির্বাচন কমিশন পেয়েছে? নাকি বিজেপির চোখে হিন্দুরাই হল আসল রোহিঙ্গা এবং অনুপ্রবেশকারী? বাঙালির পুণ্যতিথি মকর সংক্রান্তিতে ব্লক অফিসে হাজিরা দিতে যান এঁরা। সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি বলেন, বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনের আঁতাতের জেরে যন্ত্রণার শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। যে মানুষের ভোটে দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদেরই প্রমাণ দিতে হবে যে তাঁরা ভারতীয় কিনা। বিজেপির এই অত্যাচারের জবাব আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষ ভোটবাক্সেই দিয়ে দেবেন। আমরা প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষকে সচেতন করছি এসআইআর নিয়ে। তৃণমূল কর্মীদের সর্বদা সজাগ থাকার কথা বলা হয়েছে। মানুষ যাতে এই নিয়ে আতঙ্কিত না হন সেজন্য পুর এলাকার জনপ্রতিনিধিরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে বোঝাচ্ছেন। বুধবারও তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে কর্মীদের নিয়ে এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে বোঝানো হয়েছে। পাশাপাশি বিজেপি যাতে কোনও কারচুপি না করতে পারে সেজন্য দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশকে কার্যকর করার জন্য জোর দিতে বলা হয়েছে।

শুনানি কেন্দ্রে মানুষের ভিড়। সিউড়ির বুথে।

উচ্ছেদের নামে 'প্রহসন'-এর অভিযোগ ডিভিসির বিরুদ্ধে

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ডিভিসি-র ডিটিপিএস এলাকায় নতুন ইউনিট ও হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শুরুর প্রেক্ষিতে শুক্রবার ভোরে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয় অর্জুনপুরে। উচ্ছেদের নামে ডিভিসি কর্তাদের অমানবিকতার অভিযোগ ওঠায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। অভিযোগ, ডিভিসির জমিতে দীর্ঘদিন ধরে থাকা চায়না বাউরির টালির বাড়ি জোর করে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, চায়না বাউরি ক্যান্সারে আক্রান্ত। তবু তাঁর প্রতি কোনও মানবিকতা দেখানো হয়নি। উচ্ছেদের নামে প্রহসন করা হয়েছে বলে জানিয়ে প্রাক্তন কাউন্সিলর অরবিন্দ নন্দী এই ঘটনা নিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। যদিও ডিভিসির তরফে অভিযোগ অস্বীকার করে জানানো হয়, একাধিক নোটিশ দেওয়ার পরেও বেআইনিভাবে জমি দখল করে থাকায় এদিন এই উচ্ছেদ করা হয়েছে।

উচ্ছেদের ফলে বাড়ির জিনিস রাস্তায়।

দুর্গাপুরে পরিবেশবান্ধব ১৩ সিএনজি বাসের ভার্চুয়াল উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : শিলিগুড়ি থেকে শুক্রবার দুর্গাপুরের জন্য পরিবেশবান্ধব ১৩টি সিএনজি সরকারি বাসের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাসগুলি দুর্গাপুর ডিপো থেকে কলকাতা, বর্ধমান, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, আরামবাগ, বাঁকুড়া, সিউড়ি, তারাপীঠ এবং ঝাড়গ্রাম রুটে চলবে। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাসস্ট্যান্ডে স্থানীয়ভাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, এসবিএসটিসির চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, জেলাশাসক পুন্নবালাম এস, এডিডিএ-র চেয়ারম্যান কবি দত্ত, মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস-সহ প্রশাসনিক কর্তারা। এসবিএসটিসি সূত্রে জানা গেছে, দুর্গাপুর–কলকাতা, দুর্গাপুর–বহরমপুর, দুর্গাপুর–ঝাড়গ্রাম ইত্যাদি রুটে নয়া পরিবহণ পরিষেবা দেওয়ায় দুর্গাপুর ও পার্শ্ববর্তী জেলার যাত্রীদের যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ হবে।

দুর্গাপুরের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, ডিএম পুন্নবালাম এস, এসডিও সুমন বিশ্বাস, আড্ডা চেয়ারম্যান কবি দত্ত প্রমুখ।

মহাপ্রভুর কেন্দুলি মেলায় মিলনক্ষেত্র গৈতানপুর

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের শশঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের গৈতানপুরে মহাপ্রভুর কেন্দুলি মেলাকে ঘিরে মিলনক্ষেত্রে পরিণত হল দামোদরের তীর। মহাপ্রভু মন্দিরের প্রধান সেবায়েত গৌর চক্রবর্তী জানান, এই উৎসবকে ঘিরে বিভিন্ন চমকপ্রদ ঘটনা আছে। আনুমানিক ১০০ বছর আগে দামোদরের বন্যায় গৈতানপুর গ্রামে ভেসে আসে গৌর-নিতাইয়ের দারু বা অর্থাৎ কাঠের মূর্তি। গ্রামের এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদেশে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বংশ পরম্পরায় সেই ব্রাহ্মণরাই নিত্যসেবা করেন। বছরভর মহাপ্রভুর জন্য হয় সকালে বাল্য ভোগ, বেলায় দিবা ভোগ, মধ্যাহ্নে অন্ন ভোগ এবং সন্ধ্যারতি। মকর সংক্রান্তির দিন মূল মন্দির থেকে গৌর-নিতাইয়ের ওই মূর্তি নদীতীরের মন্দিরে আনা হয়। ৩ মাঘ ২৫ হাজার নরনারায়ণ সেবার পর সন্ধ্যায় প্রভু মূল মন্দিরে ফিরে যান। পার্শ্ববর্তী দশ-বারোটি গ্রাম থেকে দান সংগ্রহ করে মহাপ্রভুর বাৎসরিক পুজোর ব্যবস্থা হয়। এই নিয়ে কথিত, প্রায় ১০০ বছর আগে শালুন গ্রামের গঙ্গাধর ঘোষের কাছ থেকে ভোগের জন্য বেগুন চাওয়া হলে তিনি আগ্রহী না থাকায় অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়। পরদিন সকালে গঙ্গাধর বেগুনের খেতে গিয়ে দেখেন প্রভুর খড়ম পড়ে আছে সেখানে। করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভোগের জন্য বেগুন দেন তিনি। সঙ্গে আড়াই বিঘা জমি দেবোত্তর হিসেবে দান করেন। প্রতি ১২ বছর অন্তর প্রভুর অঙ্গরাগ হয়। আর প্রতি বছর ৩ মাঘ দূরদূরান্ত থেকেও বহু মানুষ মিলিত হন মহাপ্রভুর এই কেন্দুলি মেলায়।

পুলিশি তল্লাশি, গাড়ি থেকে উদ্ধার ২১ লক্ষ

সংবাদদাতা, আসানসোল : বারাবনি থানার নাকা চেকিংয়ের সময় রুনাকুড়ার অজয় নদের কাছে বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্ত এলাকায় একটি লাল রঙের চার চাকা গাড়িকে থামায় পুলিশ। এরপর গাড়িতে তল্লাশি চালায় তারা। তল্লাশিতে গাড়ির ভেতর থেকে ২১ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে গাড়ির আরোহীরা কোনও সদুত্তর দিতে না পারায় বারাবনি থানার পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করে এবং তাদের আসানসোল আদালতে তোলা হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চিনা মাঞ্জার বলি হল সুরাতের গোটা পরিবার। মকর সংক্রান্তির বিকেলে চন্দ্রশেখর আজাদ উড়ালপুলে স্ত্রী রেহানা ও ৭ বছরের শিশুকন্যা আয়েশাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন রেহান। আচমকাই ঘুড়ির সুতো জড়িয়ে গিয়ে তাঁদের বাইক ধাক্কা মারে দেওয়ালে। ৭০ ফুট নিচে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হয় ৩ জনেরই

দিল্লি দরবার

17 January 2026 • Saturday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
১৭ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

ভয়াবহ পরিস্থিতি বিজেপির বিহারে

৩ সন্তান-সহ গৃহবধূকে অপহরণ করে খুন

পাটনা : বিজেপি-নীতীশ ক্ষমতায় ফিরে আসার পরে আরও দ্রুত অবনতি হচ্ছে বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির। একের পর এক চলছে খুন-ধর্ষণের ঘটনা। এবারে এক গৃহবধূকে তাঁর ৩ নাবালক সন্তান-সহ অপহরণ করে খুন করে ৪ জনেরই দেহ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল সেতুর নীচে। ভয়াবহ এই ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের মুজফফরপুর এলাকায়। খুন হওয়া গৃহবধূর নাম

মমতা কুমারী(৩০)। পাশেই পড়েছিল তাঁর ৩ নাবালক সন্তান আদিত্য(৭), অঙ্কুশ(৫) এবং ২ বছরের মেয়ে কৃতি কুমারীর নিস্পন্দ দেহ।

১০ জানুয়ারি ৩ সন্তান-সহ মমতা নিখোঁজ হন রহস্যজনকভাবে। বৃহস্পতিবার আহিয়াপুর থানা এলাকায় চন্দ্রওয়াড়া ব্রিজের কাছে উদ্ধার করা হয় ৪ জনের দেহ। তাদের মৃত্যুকে ঘিরে ক্রমশই গভীর হচ্ছে রহস্য। ঠিক কীভাবে কে খুন করল, সে ব্যাপারে পুলিশ এখনও অন্ধকারে।

মমতার স্বামী কৃষ্ণমোহন পেশায় অটোচালক। বাখরি সিপাহপুর এলাকার বাসিন্দা। পুলিশের কাছে তিনি অভিযোগ করেছেন, জোর করে বিয়ে করার জন্যই তাঁর স্ত্রীকে ৩ নাবালক সন্তান-সহ অপহরণ করা হয়েছিল। গত ১০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় কাজের শেষে বাড়ি ফিরে এসে তাঁর মায়ের মুখে তিনি জানতে পারেন যে মমতা জিরো মাইলে বাজার করতে গিয়েছেন সন্তানদের নিয়ে। তারপর থেকেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ৪ জন। ১২ জানুয়ারি এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ফোন করে জানায়, অপহরণ করা হয়েছে তাঁর স্ত্রীকে। দুটি নম্বর থেকে এসেছিল হুমকি ফোনও। এখনও কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি বিজেপির পুলিশ। শুধুমাত্র দু'জনকে আটক করে দায় সেরেছে পুলিশ।

পড়ুয়া-মৃত্যু, কঠোর সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি : উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কড়া নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। কোনও ছাত্রের আত্মহত্যা বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেই সঙ্গে সঙ্গে দায়ের করতে হবে এফআইআর। তা না করলে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হবে সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। পড়ুয়াদের আত্মহত্যা বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিষয়ে প্রতিবছর রিপোর্ট পেশ করতে হবে ইউজিসিতেও। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা আর বিচারপতি আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। লক্ষণীয়, বিভিন্ন উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের ঘন ঘন অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার প্রেক্ষিতে গত বছরের জুনে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছিল সুপ্রিম কোর্ট।

বিমানের ইঞ্জিন টেনে নিল কন্টেনার

নয়াদিল্লি : অদ্ভুত ঘটনা দিল্লি বিমানবন্দরে। রানওয়েতে কার্গো কন্টেনারে ধাক্কা মেরে বিমানের ইঞ্জিন ভেতরে টেনে নিল আস্ত কার্গো কন্টেনারই। খুব অল্পের জন্য বিমানটি রক্ষা পেল বড় দুর্ঘটনা থেকে। ইরানের আকাশসীমা বন্ধ থাকায় এয়ার ইন্ডিয়ার নিউইয়র্কগামী একটি বিমান বৃহস্পতিবার ভোরে ফিরে আসে দিল্লিতেই। মাটি ছোঁয়ামাত্রই এই নজিরবিহীন ঘটনা।

সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দিতে অমানুষিক চাপ বিজেপির

রাজস্থানে কালেক্টরেট অফিসে আত্মহত্যার হুমকি বিএলওর

জয়পুর : অদ্ভুত আবদার, আজব দাবি বিজেপির। এসআইআরের নেপথ্যে আসলে কোন জঘন্য উদ্দেশ্য কাজ করছে গেরুয়া শিবিরের তা আবার স্পষ্ট হয়ে গেল দিনের আলোর মতোই। এসআইআর তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে সংখ্যালঘু ভোটারদের! রাজস্থানে বিজেপির পক্ষ থেকে সরাসরি এমনই চাপ দেওয়া হচ্ছে বুথ লেভেল অফিসারকে। শিক্ষকের চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করারও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে কালেক্টর অফিসে গিয়ে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন বলে সরাসরি জানিয়ে দিলেন বিএলও কীর্তি কুমার। এই বিলও সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন হাওয়ামহল বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়কের দিকে।

বিজেপি শাসিত রাজস্থানে এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় স্তম্ভিত সাধারণ মানুষ। সরব বিরোধীরাও। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে

ভিডিও। এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোদির দল যে আসলে সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দিয়ে নাগরিকত্ব মুছে ফেলতে চাইছে এই ঘটনায় তা ফের প্রমাণিত হল।

রাজস্থানের এক সরকারি স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক কীর্তি কুমার সংশোধনের পরে প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা আপডেট করছেন। তাঁর অভিযোগ, সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার জন্য বিজেপির তরফে ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছে। এমনকী তাঁকে ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কাজ করতে বলা হচ্ছে। ওই বিএলও জানিয়েছেন, একটি বুথে ৪৭০ জন ভোটারের মধ্যে ৪০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য লাগাতার চাপ সৃষ্টি করছে সেই রাজ্যের প্রশাসন। আগামী নির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কায় বিএলওদের উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে। ওই বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি বিধায়ক বালমুকুন্দ আচার্য ২০২৩ সালে মাত্র ৯৭৪ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। জয়পুরের দক্ষিণমুখীজি বালাজি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তিনি। বরাবরই তিনি সংখ্যালঘুদের টার্গেট করে বিতর্কিত মন্তব্য করেন। সরকারি স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক কীর্তির অভিযোগ, বিজেপি রাজনীতিবিদেরা হুমকি দিচ্ছেন সাসপেন্ড করবেন। আমি ওঁদের রাজনীতি খুব ভালই জানি। সিনিয়রদের জানিয়েছি এটা করতে পারব না। প্রয়োজনে আত্মহত্যা করব।

ভোটচুরির প্রতিবাদে দিল্লিতে বিক্ষোভ

তৃণমূলের কণ্ঠরোধের চক্রান্ত বিজেপির

নয়াদিল্লি: ফের বাংলার মানুষের কণ্ঠরোধের অপচেষ্টা। বাংলার বিধানসভা ভোটের আগে আবার ষড়যন্ত্র আর ন্যক্কারজনক চক্রান্তে নামল মোদি সরকার ও বিজেপি। দিল্লির রাজপথে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে সাধারণ মানুষের স্বার্থে প্রতিবাদ করতে যাওয়া তৃণমূল সাংসদদের এবার নিশানা করতে শুরু করছে সংসদীয় সচিবালয়। গত বছরের ১১ অগাস্ট ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দিল্লিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল ইন্ডিয়া শিবির। এই বিক্ষোভে দল বেঁধে অংশগ্রহণ করে ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা নির্বাচন কমিশনের সদর দফতর ঘেরাও করেছিলেন। এই বিক্ষোভে সামিল ছিলেন তৃণমূল সাংসদরাও। তাঁদের মধ্যে রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ হেঁটে রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরকে নোটিশ পাঠাতে চলেছে রাজ্যসভার সচিবালয়, এমনই দাবি সংসদীয় সূত্রের। একজন জনপ্রতিনিধি

৫ মাস পরে প্রতিহিংসার আগুন

মমতাবালা ঠাকুর সহ অন্যান্য কয়েকজন সাংসদ নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তরের বাইরে রাস্তাতে ধরনাতেও বসে পড়েছিলেন। পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ ছিল এই ধরনা কর্মসূচি। এই ঘটনার পাঁচ মাস পরে এবার প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির রাস্তায় সাংসদ হিসেবে কেন তাঁরা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সামনে ধরনায় বসেছিলেন? প্রশ্ন তুলে এবার তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরকে নোটিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যসভার সচিবালয়। দিল্লিতে সংসদীয় সূত্রের দাবি, এই নোটিশেই রাজ্যসভার সচিবালয় দাবি জানাবে, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সামনে কোনওরকম জমায়েত করা যায় না। সেখানে সর্বদা ১৪৪ ধারা জারি থাকে। এটা জানা সত্ত্বেও রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে কেন সেখানে ধরনা দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর, জানতে চাওয়া হবে তার কারণ। উল্লেখ্য, রাজ্যসভার সচিবালয়ের তরফে এই ভাবে নোটিশ পাঠানোর সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। শুক্রবার তাঁর প্রতিক্রিয়া, আমরা সাধারণ মানুষের স্বার্থে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছিলাম। কোনওভাবেই আমরা কোনও আইন ভঙ্গ করিনি। সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই লড়াই চলছে, আগামীদিনেও চলবে।

প্রচণ্ড ঠান্ডায় গৃহহীনদের মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করুন : দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি: দিল্লি সরকারকে কড়া নির্দেশ দিল্লি হাইকোর্টের। গৃহহীনদের অবিলম্বে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রচণ্ড ঠান্ডায় গত এক মাসে দিল্লিতে প্রাণ হারিয়েছেন ২০০-র বেশি লোক। এদের বেশির ভাগই ছিলেন আশ্রয়হীন। ৩-৪ ডিগ্রি তাপমাত্রায় যখন ঘরে হিটার জ্বালিয়ে লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়েও ঠক ঠক করে কাঁপছে সাধারণ মানুষ, সেই সময়ে এই অসহায় দুর্ভাগারা মাথা গোঁজার জন্য সামান্য আশ্রয়স্থল পাননি দেশের রাজধানীর বুকে। এর পরেও চোখ খোলেনি বিজেপি শাসিত দিল্লি সরকারের। যাদের স্থায়ী কোনও ঠিকানা নেই, সেই সব গরিব হত দরিদ্র সহায় সম্বলহীনরা প্রচণ্ড শীতের রাতে কোথায় মাথা গুঁজবেন তা নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নয় দিল্লি সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার। দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে মাত্র ৩৩২টি রেইন বসেরা বা অস্থায়ী রাত্রিনিবাসের ব্যবস্থা করেছে দিল্লি সরকার। সেখানেও প্রচণ্ড শীতের সঙ্গে লড়াই করার মতো যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত নেই। তার উপরে জায়গা কম হওয়ায় এক একটি রাত্রি নিবাসে থাকতে পারে বড়জোর ২০-২৫ জন। সেই হিসেবে মাত্র ৮৩০০ জনের রাত কাটানোর ব্যবস্থা করেই থেমে

গিয়েছে দিল্লি সরকার। গোটা বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি কেন্দ্রীয় সরকারও।

গোটা বিষয়ে মারাত্মক ক্ষুব্ধ হয়ে দিল্লি সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারকেও নিশানা করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। প্রচণ্ড ঠান্ডায় আশ্রয়হীন লোকজন কোথায় মাথা গুঁজবেন? কেন তাদের জন্য উপযুক্ত রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না? নোটিশ জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার ও দিল্লি সরকারের বিস্তারিত জবাব তলব করেছেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্রকুমার উপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। এই ক্ষেত্রে সরকারি উদাসীনতাকে কাঠগড়ায় তুলে বুধবার দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্রকুমার উপাধ্যায় তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, ভগবান না করুন, আমাদের মধ্যে কাউকে যদি ওখানে রাত কাটাতে হয় তাহলে কী হবে আমরা জানি না। আপনারা কেন আরও সহানুভূতিশীল হচ্ছেন না? এখানেই না থেমে দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তায় রাত কাটাতে বাধ্য হওয়া সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তিদের মাথা গোঁজার জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করারও নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, দরিদ্র নাগরিকদের আশ্রয় এবং তাঁদের সুস্থভাবে জীবন নির্বাহ করার দায়িত্ব থেকে কোনও সরকার পালিয়ে যেতে পারে না।

দেশ বিদেশ

17 January, 2026 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলাদেশের ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির দাদাকে ব্রিটেনের বার্মিংহ্যাম শহরে সহকারী হাই কমিশনে নিয়োগ করল ইউনুস সরকার। তিন বছরের চুক্তির ভিত্তিতে দ্বিতীয় সচিব হিসাবে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে

ঘুরপথে নোবেলজয়ী ট্রাম্প!

মাচাদোর নজরে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট পদ

ওয়াশিংটন: বেনজির বললেও কম বলা হয়। আন্তর্জাতিক নিয়মের তোয়াক্কা না করে একাধিক দেশে মার্কিন আগ্রাসন শুরুর পর এবার অন্যের নোবেল পুরস্কারও নিজের বলে দাবি করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিছুদিন আগেই ভেনেজুয়েলায় আক্রমণ চালিয়ে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করে নিউইয়র্কের জেলে পুরেছেন তিনি। আর এবার ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী শান্তির নোবেলজয়ী মারিয়া নোবেল নিয়ে সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প লিখেছেন, আমার কাজের জন্য মারিয়া কোরিনা মাচাদো ওঁর নোবেল শান্তি পুরস্কার আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। ট্রাম্পের পোস্টের পর হোয়াইট হাউসের তরফেও জানানো হয়েছে, এখন থেকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক ট্রাম্পের কাছেই থাকবে।

যে নোবেল শান্তি পুরস্কারকে নিজের বলে দাবি করেছেন 'উল্লসিত' ট্রাম্প, তা আদৌ তাঁর নিজের অর্জন নয়। কিন্তু এই নোবেল ঘিরে অনেকেই দেখছেন কূটনৈতিক অঙ্ক। ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মাচাদো ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ হিসাবেই পরিচিত। মাদুরোবিহীন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হওয়ার উচ্চাশা তিনি গোপন করেননি। এই অভিলাষ পূরণে ট্রাম্প তাঁকে সাহায্য করবেন এই আশাতেই ট্রাম্পের হাতে নিজের অর্জিত নোবেল পুরস্কার তিনি তুলে দিয়েছেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সব মিলিয়ে শান্তির নোবেল এখন খোলাখুলি রাজনীতির

হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

২০২৫ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েই মাচাদো তা ট্রাম্পকে উৎসর্গ করেছিলেন। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করে ওই পুরস্কার মার্কিন প্রেসিডেন্টকে দিয়ে আসেন তিনি। কী কারণে তিনি তাঁর পাওয়া নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক ট্রাম্পকে দিয়ে দিলেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মাচাদো। তাঁর কথায়, ভেনেজুয়েলায় 'স্বাধীনতা' ফেরানোর বিষয়ে প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার জন্য তিনি ওই পুরস্কার ট্রাম্পকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কয়েক দিন আগেই কারাকাসে অভিযান চালিয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে বন্দি করে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছে আমেরিকার সেনা। কট্টর মাদুরো-বিরোধী হিসাবে পরিচিত মাচাদো ওই ঘটনাকেও দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। নিজের নোবেল নিয়ে গিয়ে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক বৈঠক করেন মাচাদো। বৈঠকের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান। মাচাদোর সঙ্গে বৈঠকের পর সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেছেন ট্রাম্প। মাচাদোর প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন, উনি দারুণ মহিলা। আমার কাজের জন্য মারিয়া ওঁর নোবেল শান্তি পুরস্কার আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধার একটা দারুণ নজির এটা। ট্রাম্পের পোস্টের পর হোয়াইট হাউসের তরফেও জানানো হয়েছে, এখন থেকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক ট্রাম্পের কাছেই থাকবে। প্রসঙ্গত, আট মাসে আটবার যুদ্ধ থামিয়েছেন বলে একাধিকবার দাবি করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। প্রতিটি যুদ্ধ থামানোর জন্য একটি করে নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল বলে দাবি করেছিলেন তিনি।

তবে মাচাদো বা ট্রাম্প চাইলেই যে নোবেল পুরস্কার হস্তান্তর সম্ভব নয়, তা আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছে নোবেল কমিটি। জানানো হয়েছে, শান্তি পুরস্কার কারও সঙ্গে ভাগ করা, প্রত্যাহার করা বা স্থানান্তরিত করা যায় না। তাদের বিবৃতি অনুযায়ী, পুরস্কার প্রাপকের নাম একবার ঘোষণা হয়ে গেলে ওই সিদ্ধান্ত সব সময়ের জন্য বহাল থাকে। কিন্তু নোবেল কমিটির নিয়ম উড়িয়ে মাচাদোর নোবেল তাঁর কাছে থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন আমেরিকার শীর্ষ পদাধিকারী।

হামলা না চালিয়ে ইরানকে একবার সুযোগ দেওয়া হোক

ট্রাম্পকে রাজি করাল সৌদি, কাতার ও ওমান

তেহরান: ইরানে যাতে এখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হামলা না চালায় সেজন্য খামেনেই প্রশাসনকে আরও একবার সুযোগ দেওয়া হোক। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের লাগাতার হুমকির মুখে যখন প্রত্যাঘাতের পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান, তখন বিশেষ উদ্যোগ নিল পশ্চিম এশিয়ার তিন প্রভাবশালী মুসলিম দেশ। জানা গিয়েছে, এখনই হামলা না চালিয়ে ইরানকে আরও একবার 'সুযোগ দেওয়ার' জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রাজি করিয়েছে সৌদি আরব, কাতার ও ওমান। ইরানে মার্কিন হামলা হলে মধ্যপ্রাচ্যে তার ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কায় উপসাগরীয় এই তিন দেশ সম্মিলিতভাবে এই কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

সংবাদসংস্থা এএফপিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সৌদি আরবের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই রফার খবর জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইরান যাতে তার সদিচ্ছা প্রদর্শন করার সুযোগ পায়, সেজন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে রাজি করাতে দীর্ঘসময় ধরে মরিয়া কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছে এই তিন মুসলিম দেশ। তিনি আরও জানান, এই বিষয়ে আলোচনা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

ইতিমধ্যে ইরানে বিক্ষোভকারীদের ওপর খামেনেই প্রশাসনের দমন-পীড়নের জেরে মার্কিন হামলার আশঙ্কা তৈরি হয়। প্রকাশ্যেই ইরানের বিক্ষোভকারীদের সমর্থন জানান ট্রাম্প। বলেন, খামেনেই প্রশাসনের পতন সময়ের অপেক্ষা। এরমধ্যে যদি কোনও বিক্ষোভকারীকে ফাঁসি দেয় ইরান তাহলে তার ফল মারাত্মক হবে। এই চাপানউতোরের মাঝেই বুধবার কাতারের একটি প্রধান মার্কিন সামরিক ঘাঁটি থেকে কিছু কর্মীকে সরিয়ে নেয় আমেরিকা। এছাড়া সৌদি আরব ও কুয়েতে অবস্থিত মার্কিন মিশন কর্মীদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে তেহরানে মার্কিন হামলার আশঙ্কা বাড়তে থাকে। অন্যদিকে তেহরানও পাল্টা হুমকি দিয়ে বলে, মার্কিন হামলা হলে তারা ওই অঞ্চলে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও জাহাজে আঘাত হানবে।

বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি: বিতর্কিত বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই বিচারপতির বিরুদ্ধে ওঠা ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব খতিয়ে দেখতে লোকসভার স্পিকার যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন, তাতে কোনও আইনি ত্রুটি নেই। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি এস সি শর্মার একটি বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, স্পিকারের এই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার কোনও প্রয়োজন নেই এবং বিচারপতি ভার্মা কোনও বিশেষ আইনি স্বস্তি পাওয়ার অধিকারী নন।

প্রসঙ্গত, বিচারপতি ভার্মার সরকারি বাসভবনে বিপুল পরিমাণ হিসাববহির্ভূত নগদ অর্থ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই বিতর্কের সূত্রপাত। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে লোকসভা ও রাজ্যসভায় ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনা হয়। অন্যদিকে বিচারপতি ভার্মার মূল অভিযোগ ছিল, লোকসভা ও রাজ্যসভা— উভয় কক্ষেই একইদিনে (২১ জুলাই) এই

প্রস্তাব আনা হলেও লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা না করেই এককভাবে তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। তাঁর আইনজীবী মুকুল রোহতগির দাবি ছিল, এটি ১৯৬৮ সালের বিচারক (তদন্ত) আইন'-এর ৩(২) ধারার লঙ্ঘন। রোহতগি আরও জানান, ১১ অগাস্ট রাজ্যসভায় এই প্রস্তাব খারিজ হয়ে যাওয়ার পর ১২ অগাস্ট লোকসভার স্পিকারের এই কমিটি গঠন করার কথা নয়। গত ৮ জানুয়ারি এই মামলার রায় সংরক্ষিত রাখার সময় বিচারপতি দত্ত জানিয়েছিলেন যে, স্পিকারের কমিটি গঠনের প্রক্রিয়ায় কিছুটা অসঙ্গতি থাকলেও তা পুরো কমিটি বাতিল করার মতো গুরুতর কি না, তা বিচার্য। শুক্রবার রায়দানের সময় আদালত জানায়, একদিকে যেমন অভিযুক্ত বিচারপতির অধিকার সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন, অন্যদিকে সংসদের সদস্যদের অধিকারও সমান গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে সুপ্রিম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নির্দেশে গঠিত একটি তিন সদস্যের প্যানেল বিচারপতি বর্মাকে 'অসদাচরণ'-এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিল এবং সেই রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। এর প্রেক্ষিতেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার, মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মণীন্দ্র মোহন শ্রীবাস্তব এবং বর্ষীয়ান আইনজীবী বি ভি আচার্যকে নিয়ে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেন স্পিকার। শীর্ষ আদালতের এদিনের এই রায়ের ফলে বিচারপতি ভার্মার বিরুদ্ধে তদন্তের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা থাকল না।

ইরানে বন্দি ১৬ ভারতীয় নাবিক

তেহরান: ইরান নৌসেনার হাতে বন্দি হলেন ১৬ জন ভারতীয় নাবিক-সহ ১৮ জন। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির জলসীমায় দুবাইয়ের গ্লোরি ইন্টান্যাশন্যালের তেলবাহী জাহাজ ভ্যালিয়ান্ট রোরকে লক্ষ্য করে গত ৮ ডিসেম্বর গুলি চালায় ইরানের রিভোলিউশনারি গার্ড। জাহাজে উঠে বন্দি করে ১৮ জনকে। তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, আটক ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার প্রস্তুতি চলছে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে হাতিয়ার করেই ভোট বৈতরণী পার হওয়ার বাসনা মোদির

নয়াদিল্লি: কিছুদিন আগে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে গোটা দেশের মানুষের চরম সমালোচনা ও নিন্দার মুখে পড়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এবার সেই বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠকে আঁকড়ে ধরেই বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের মুখে বাঙালির মন জয়ের চেষ্টায় নেমে পড়েছেন মোদি। দিল্লিতে বিশ্ব বইমেলা প্রাঙ্গণে একটি সেলফি বুথ করেছে সরকার। এই সেলফি বুথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি কাট আউট রাখা হয়েছে। মোদির এই কাট আউটের হাতে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত বিশ্ববন্দিত আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রতিলিপির ছবি। যাঁরা এই সেলফি বুথে ছবি তুলতে আসবেন, তাঁদের ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকবে প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ। মোদি এবং তাঁর সরকারের এমন নির্লজ্জ প্রচারসর্বস্ব মানসিকতার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৬ জানুয়ারি একতারা মুক্তমঞ্চে শুরু হয়েছে ক্লাসিক্যাল মিউজিক কনফারেন্স। চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি

একডজন হইচই

১২টি নতুন ওয়েব সিরিজের ঘোষণা করল হইচই। আছে থ্রিলার, গোয়েন্দা কাহিনি, লোক কাহিনি, ভৌতিক কাহিনি ইত্যাদি। বিভিন্ন সিরিজে দেখা যাবে সিনেমা-সিরিয়ালের কয়েকজন তারকাকে। সবমিলিয়ে জমজমাট। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

বছরের শুরুতেই বড় চমক। ১২টি নতুন ওয়েব সিরিজের ঘোষণা করল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হইচই। এর মধ্যে রয়েছে কয়েকটি সিক্যুয়েল। কয়েকটি নতুন সিরিজ। আছে থ্রিলার, গোয়েন্দা কাহিনী, লোককাহিনি, ভৌতিক কাহিনি ইত্যাদি। বিভিন্ন সিরিজে দেখা যাবে সিনেমা-সিরিয়ালের কয়েকজন জনপ্রিয় তারকাকে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথমবার অভিনয় করছেন ওয়েব সিরিজে। কোন কোন সিরিজের ঘোষণা হয়েছে, চট করে দেখে নেওয়া যাক।

'কালরাত্রি' ওয়েব সিরিজের দ্বিতীয় সিজন 'কালরাত্রি ২'। মুক্তি পেয়েছে ৯ জানুয়ারি। প্রথম সিজন সফল হওয়ার পর সিক্যুয়েল নিয়ে একটা প্রত্যাশা থাকেই। সেটা পূরণ করতে পেরেছে অয়ন চক্রবর্তী পরিচালিত সিরিজটি। রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছে। মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিতৃষা কুণ্ডু।

হইচই-এর প্ল্যাটফর্মে ভূত এসেছিল পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় 'পর্ণশবরীর সাপ'-এর হাত ধরে। এই সিরিজের পরে, 'নিকষ ছায়া' পরিচালনা করেছিলেন পরমব্রতই। তবে সেই গল্প ছিল অসমাপ্ত। পরবর্তী সময়ে তিনি আর এই ওয়েব সিরিজের সিক্যুয়াল পরিচালনা করতে চাননি। সিরিজের সিক্যুয়েল 'নিকষ ছায়া ২'-এর দায়িত্ব বর্তেছে সায়ন্তন ঘোষালের কাঁধে। ২৩ জানুয়ারি মুক্তি পাবে। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, কাঞ্চন মল্লিক, সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরব চক্রবর্তী, অনিন্দিতা বসু।

দেবালয় ভট্টাচার্যর পরিচালনায় ২০১৯-এ এসেছিল ওয়েব সিরিজ 'মন্টু পাইলট'। সিজন ওয়ানে সৌরভ দাসের কাজ দারুণভাবে নজর কেড়েছিল। তাঁর পাশাপাশি সেই সিজনে ছিলেন শোলাঙ্কি রায়, চান্দ্রেয়ী ঘোষ। সব মিলিয়ে চর্চিত একটা ওয়েব সিরিজ। বাংলায় ওয়েব সিরিজ তৈরি যখন শুরু হয়, একেবারে গোড়ার দিকে নজর কেড়েছিল মন্টুর জীবনের ছকভাঙা গল্প। এবার এই সিরিজের তৃতীয় সিজন 'মন্টু পাইলট ৩' আসছে। পরিচালনায় দেবলয় ভট্টাচার্য। অভিনয়ে সৌরভ দাস, শোলাঙ্কি রায়।

পর্দায় 'একেন্দ্র সেন' বা 'একেনবাবু'র রহস্য সমাধান দেখতে প্রায় সকলেই ভালোবাসেন। সেই ভালোবাসার কথা মাথায় রেখেই একেনের নতুন সিরিজ 'একেন বাবু : পুরুলিয়ায় পাকড়াও' আসছে। পরিচালনায় জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। দর্শকের দরবারে একেনবাবু প্রথম হাজির হয়েছিলেন সিরিজের হাত ধরেই। পরবর্তী সময়ে বড় পর্দায় দেখা যায় তাঁকে। আবারও ওটিটি মাধ্যমে ফিরছেন তিনি। এটা হতে চলেছে একেনের নবম সিজন। এবার একেনবাবু পাড়ি দেবেন পুরুলিয়ায়। সেখানেই রহস্য সমাধান করবেন। নাম ভূমিকায় অনির্বাণ চক্রবর্তী। বাপি ও প্রমথ চরিত্রে দেখা যাবে সুহোত্র মুখোপাধ্যায় ও সোমক ঘোষকে। এছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন শঙ্কর চক্রবর্তী, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, শাঁওলি চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেককে। চিত্রনাট্যের দায়িত্বে রয়েছেন পদ্মনাভ দাশগুপ্ত।

কোর্টরুম ড্রামা 'অ্যাডভোকেট অচিন্তা আইচ'-এর তৃতীয় সিজন 'অ্যাডভোকেট অচিন্তা আইচ ৩' আসছে নতুন কেস নিয়ে। নাম ভূমিকায় ঋত্বিক চক্রবর্তী। সত্য উদঘাটনের জন্য তিনি আবার লড়াই করবেন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন খেয়া চট্টোপাধ্যায়, দেবরাজ ভট্টাচার্য। পরিচালনায় জয়দীপ মুখোপাধ্যায়।

আসছে 'আদালত ও একটি মেয়ে'। এই সিরিজে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে কৌশানী মুখোপাধ্যায়কে। গোটা গল্পটাই তাঁকে ঘিরে। কাজের জায়গায় মেয়েদের কীভাবে হেনস্থা হতে হয়, সেই গল্পই তুলে ধরবে এই সিরিজ। পরিচালনায় কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

'ঠাকুমার ঝুলি'র মধ্যে দিয়ে ওয়েব সিরিজের দুনিয়ায় পা রাখছেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুমার চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। নাতির সঙ্গে মিলে তিনি একটি রহস্য উৎঘাটন করবেন। পরিচালনায় অয়ন চক্রবর্তী।

নতুন ওয়েব সিরিজ 'রক্তফলক' নিয়ে আসছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। অভিনয় নয়, তিনি থাকছেন পরিচালনার দায়িত্বে। এই সিরিজে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে।

সাবেকি বাঙালি সাজে রক্তফলক চেনাবেন তিনি।

আসছে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'গোয়েন্দ আদিত্য মজুমদার'। তিনি সমাধান করবেন জটিল রহস্যের। পরিচালনায় অরিত্র সেন।

এর আগে, বীরাঙ্গনা ওয়েব সিরিজে নজর কেড়েছিলেন সন্দীপ্তা সেন। নির্ঝর মিত্রের পরিচালনায় আসছে নতুন ভাগ 'বীরঙ্গনা ২'।

ফের একবার, নতুন ওয়েব সিরিজে মিমি চক্রবর্তী। নির্ঝর মিত্রের পরিচালনায় আসছে 'ক্যুইনস'। সেই সিরিজেরই মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে।

পরিচালক অদিতি রায় নিয়ে আসছেন, নতুন ওয়েব সিরিজ, 'কুহেলি'। এই সিরিজের মুখ্যভূমিকায় থাকছেন ঋদ্ধিমা ঘোষ, সুস্মিতা দে ও অঙ্গনা রায়। সবমিলিয়ে নতুন বছর জমজমাট।

হইচই-এর চিফ অপারেটিং অফিসার সৌম্য মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রতি বছর আমরা বাংলায় নতুন নতুন বিষয়ের গল্প তুলে ধরার চেষ্টা করি। এবার ১২টি ওয়েব সিরিজ উপহার দিতে চলেছি। দুর্গাপুর থেকে ডালাস, সারা পৃথিবীর মানুষ আমাদের এই কাজগুলো দেখার সুযোগ পাবেন। আশা করি প্রত্যেকের ভাল লাগবে।

সূর্যকুমারকে নিয়ে মন্তব্য করায় বলিউড অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে ১০০ কোটির মানহানির মামলা

টোরেস-ইয়ামালে শেষ আটে গেল বার্সেলোনা

গোলের পর ইয়ামালকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

ক্যান্টাব্রিয়া, ১৬ জানুয়ারি : রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে কয়েকদিন আগেই স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতেছে বার্সেলোনা। সেই রেশ ধরে রেখেই এবার কোপা দেল রে'র কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে বার্সা। ফেরান টোরেস ও লামিনে ইয়ামালের গোলে রেসিং সান্তান্দেরকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। এই জয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১১ ম্যাচ জিতল হ্যান্সি ফ্লিকের দল।

এর আগেও চারবার টানা ১১ জয়ের কীর্তি গড়েছিল বার্সেলোনা। পেপ গুয়ার্দিওলা, লুইস এনরিকে, রালফ কিরবি, রিচার্ড ডন্বির পর সেই তালিকায় যুক্ত হল ফ্লিকের বার্সাও। তবে ২০০৫-০৬ মরশুমে তৎকালীন ডাচ কোচ ফ্রাঙ্ক রাইকার্ডের অধীনে টানা ১৮ ম্যাচ জিতেছিল বার্সা। সর্বকালীন রেকর্ড থেকে এখনও কিছুটা দূরে ফ্লিকের দল।

রেসিংয়ের মাঠে শুরু থেকে আধিপত্য নিয়ে খেললেও কিছুতেই গোলমুখ খুলতে পারছিল না বার্সা। রিয়াল মাদ্রিদের মতো অঘটনের শিকার হয় কি না, সেই আশঙ্কাও দানা বাঁধছিল। শেষ পর্যন্ত বার্সা সমর্থকদের স্বস্তি দিয়ে ৬৬ মিনিটে প্রথম গোল করেন টোরেস। পিছিয়ে পড়ে আক্রমণে উঠে গোল শোধের মরিয়া চেষ্টা করে রেসিং। দু'টি গোল অফসাইডের কারণে বাতিলও হয়। তবে বার্সার বিপদ বাড়েনি। বরং ম্যাচের সংযুক্ত সময়ে দ্বিতীয় গোলটি করে দলের জয় নিশ্চিত করেন ইয়ামাল। স্প্যানিশ ওয়ান্ডারকিডের গোলে সহায়তা করেন ব্রাজিলীয় রাফিনহা। ম্যাচ জিতে টোরেস বলেন, ভাবিনি এতটা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ব। তবে আমরা ধৈর্য ধরেছি। শেষ পর্যন্ত সেটা কাজে লেগেছে।

৪.৫ কোটির ক্যামেরার প্রস্তাব দিল আরসিবি

বেঙ্গালুরু, ১৬ জানুয়ারি : চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে শেষপর্যন্ত আরসিবির ম্যাচ হবে কিনা সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। কিন্তু আরসিবি নিজেদের মাঠে খেলতে মরিয়া। এজন্য বিশাল খরচ করে তারা গ্যালারিতে বাড়তি সিসি ক্যামেরা বসাতে প্রস্তুত। তারা এজন্য কেএসসিএ-র কাছে প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়েছে। গ্যালারির ক্রাউড ম্যানেজমেন্টের জন্য আরসিবি ৩০০-৩৫০টি ক্যামেরা বসাতে চেয়েছে। এগুলি বাড়তি। অত্যাধুনিক টেকনোলজিতে তৈরি। যা বসালে আরও ভাল করে দর্শকদের উপর নজরদারি চালানো যাবে। তাতে মাঠে গণ্ডগোলের সম্ভাবনা কমবে। নজর থাকবে মাঠে প্রবেশ ও বেরোনোর উপরেও। এতে ফ্যানেদের নিরাপত্তা আরও সুরক্ষিত হবে। গণ্ডগোল বাঁধলে দ্রুত ঘটনাস্থল আইডেন্টিফাই করা যাবে। এরসঙ্গে এআই সুবিধা যুক্ত ব্যবস্থা থাকবে। তাতে যে কোনও গণ্ডগোলে নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে। তাতে যারা তদন্তের কাজে থাকবেন তাদের সুবিধা হবে। গোটা ব্যবস্থায় সাড়ে চার কোটি টাকা খরচ হবে। সবটাই দিতে রাজি আরসিবি। গতবার আইপিএল জেতার পর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আরসিবির বিজয়োৎসবে স্ট্যাম্পেডের ঘটনায় অনেকের মৃত্যু হয়েছিল।

রড লেভার এরিনায় জিতলেন ফেডেরার

অধরা ট্রফির খোঁজে আলকারেজ

মেলবোর্ন, ১৬ জানুয়ারি : মেলবোর্ন পার্কের কোর্টে প্রত্যাবর্তন রজার ফেডেরারের। ২০২২-এ অবসর নেওয়ার পর সুইস কিংবদন্তিকে প্রথমবার দেখা গেল রড লেভার এরিনায়। শুধু প্রত্যাবর্তনই নয়, ২০ গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক টাইব্রেকারে হারালেন বিশ্বের ১২ নম্বর ক্যাসপার রুডকে। তবে এটি কোনও সরকারি ম্যাচ নয়, প্রস্তুতি ম্যাচে নেমেছিলেন ফেডেরার। প্রাক্তন তারকার সম্মানে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আয়োজকরা শনিবার একটি প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করেছেন। 'বিশেষ ম্যাচ' দিয়েই হবে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের উদ্বোধন। তার জন্যই নিজেকে তৈরি করতে কোর্টে নেমেছিলেন ফেডেরার।

সাইডলাইন থেকে এদিন রজার-রুডের দ্বৈরথ দেখলেন নোভাক জকোভিচ। গ্যালারিতে ভিড় জমিয়েছিলেন প্রচুর দর্শক। সুইস সম্রাটের সেই বিখ্যাত ব্যাকহ্যান্ড আর কোর্টে তাঁর ক্ষিপ্রতা এবং প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ানো চুটিয়ে উপভোগ করলেন ভক্তরা। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের উদ্বোধন উপলক্ষে শনিবারের বিশেষ প্রদর্শনী ম্যাচে ফেডেরারের পাশাপাশি খেলতে দেখা যাবে আন্দ্রে আগাসি, লেটন হিউইট, প্যাট্রিক র‍্যাফটারের মতো প্রাক্তন টেনিস তারকাদের।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ফেডেরারের রেকর্ড ঈর্ষণীয়। তাঁর নিজের কাছে এটি 'হ্যাপি স্ল্যাম'। মেলবোর্ন পার্কে ছ'বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। রাজা রজার বলছিলেন, মেলবোর্নকে আমি খুব ভালবাসি। এত বছর পর এখানে ফিরতে পেরে ভাল লাগছে। অনেক মজা করছি। আমার পরিবার, বাবা-মা এসেছেন। স্মৃতির সরণিতে কত কিছুই মনে পড়ছে। আমার কাছে একটা নস্ট্যালজিয়া।

এদিকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ট্রফির খরা কাটাতে ক্ষুধার্ত বিশ্বের এক নম্বর কার্লোস আলকারেজ। ২২ বছরের স্প্যানিশ তারকা এদিন তাঁর প্রতিপক্ষদের সতর্ক করে বলেছেন, এই বছর আমার প্রধান লক্ষ্য, অধরা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়। এই ট্রফিটার জন্য আমি ক্ষুধার্ত। খুব ভাল প্রি-সিজন হয়েছে আমার। টুর্নামেন্ট শুরুর জন্য অপেক্ষা করছি।

কোচ-প্লেয়ার বন্ধুত্ব হলে তবেই সাফল্য : জিদান

মাদ্রিদ, ১৬ জানুয়ারি : রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসাবে সফল হতে হলে প্লেয়ারদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। ভালমন্দ দেখতে হবে। যাতে পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল হয়। বললেন জিনেদিন জিদান।

জাবি আলোনসো টিকতে পারেননি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্তন রিয়াল মাদ্রিদ প্লেয়ার ও ম্যানেজার জিদান বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন প্লেয়ারদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি না হলে কোনও কোচ সাফল্য পেতে পারে না। তাঁর কথায়, আলোনসো ড্রেসিংরুমকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। জিদান বলেছেন, আমি রিয়ালে থাকার সময় এটা বিশ্বাস করেছি যে আমি আছি প্লেয়ারদের জন্যই। তুমি আছো প্লেয়ারদের জন্য এটা বোঝাতে হবে। বোঝাতে হবে যে ট্রেনিং থেকে ফিটনেস, সবকিছু তুমি দলের স্বার্থে করছ। তাতে আপত্তি আসতে পারে। কিন্তু এটা যে দলের ভালর জন্য, সেটুকু তাদের বোঝাতে হবে।

এরপর জিদান যোগ করেন, তাঁর আমলে ফুটবলাররা রিয়ালে মজা করেই কাটিয়েছে। আমরা প্লেয়ারদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এনেছিলাম। এটা ঘটনা যে খারাপ সময়ও এসেছে। কিন্তু আমরা সেটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। যখন প্লেয়ারদের মধ্যে লড়াইয়ের ইচ্ছা থাকে, তারা আনন্দে ট্রেনিং করে ম্যাচে নামে তখন ভাল কিছু হবেই। এতে তুমি তিনটে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে নিতে পারো।

দুই ধাপে জিদান ২৬৩টি ম্যাচ কাটিয়েছেন রিয়ালে। তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও দু'বার লা লিগা জিতেছেন। এদিকে আলোনসোকে সাত মাসের মধ্যেই বিদায় নিতে হল। শোনা যাচ্ছে ভিনি জুনিয়র, বেলিংহ্যাম আর ভালভার্দেকে নাকি তাঁর ইচ্ছায় ক্লাবে নেওয়া হয়নি। কর্তারাই চেয়েছিলেন। এরই প্রভাব পরে ড্রেসিংরুমে পড়ে। তবে বেলিংহ্যাম এটা অস্বীকার করেছেন।

অভিষেকেই ডার্বি, পরীক্ষায় ক্যারিক

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৬ জানুয়ারি : ২০২১-এর শেষে ওলে গানার সোলসারের বিদায়ের পর মাত্র তিন ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অস্থায়ী কোচের দায়িত্ব সামলেছিলেন মাইকেল ক্যারিক। তিনটি ম্যাচেই অপরাজিত ছিলেন। এবার ২০২৫-২৬ বাকি মরশুমের জন্য অন্তর্বর্তী দায়িত্বে। সেই অর্থে হেড কোচ হিসেবে শনিবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ঘরের মাঠে অভিষেকেই আগুনের সামনে ক্যারিক। কারণ, শুরুতেই তাঁকে ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে কঠিন পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। প্রিমিয়ার লিগ টেবলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে ছাপ রাখতে পারলে শুরুতেই ম্যানেজমেন্টের আস্থা অর্জন করতে পারবেন ম্যান ইউয়ের প্রাক্তন মিডফিল্ডার।

ওয়েন রুনির মতো প্রাক্তন ম্যান ইউ তারকা বলেছেন, কোচ হিসেবে এই মুহূর্তে ক্যারিকই যোগ্য ম্যান ইউয়ের জন্য। আশা করি, টিমে স্পিরিট ফেরাতে পারবে ক্যারিক। রুনিকে সত্যি প্রমাণিত করতে পারবেন কি না, তা অবশ্য সময়ই বলবে। তবে সামনের একটা সপ্তাহ ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শনিবারের ডার্বির পর এমিরেটসে গিয়ে খেলতে হবে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে থাকা আর্সেনালের বিরুদ্ধে। এখনও আগামী মরশুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জনের লড়াইয়ে রয়েছে ম্যান ইউ। চতুর্থ স্থানে থাকা লিভারপুলের থেকে মাত্র ৩ পয়েন্ট পিছিয়ে রেড ডেভিলস। ক্যারিক হাতে পাবেন ১৭টি ম্যাচ। শনিবারের ডার্বি ও আর্সেনাল ম্যাচে ভাল ফল ক্যারিক এবং ম্যান ইউকে বাকি মরশুমের জন্য বাড়তি অক্সিজেন দেবে, সন্দেহ নেই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

17 January, 2026 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৭ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

দ্য হ্যান্ড্রেড-এ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হেড কোচ হলেন কায়রন পোলার্ড

শ্রেয়াঙ্কার পাঁচ, এখনও অপরাজিত স্মৃতির দল

আরসিবি ১৮২/৭ (২০ ওভার)
গুজরাট জায়ান্টস ১৫০ (১৮.৫ ওভার)

নবি মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : আরও এক জয়। এবং এখনও অপরাজিত। শুক্রবার আরসিবি গুজরাট জায়ান্টসকে ৩২ রানে হারিয়েছে। তাদের ১৮২ রান তাড়া করতে নেমে গুজরাট ১৮.৫ ওভারে অল আউট হয়ে যায় ১৫০ রানে। শ্রেয়াঙ্কা পাতিল ৩.৫ ওভারে ২৩ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিয়েছেন। গুজরাটের ইনিংসে ভারতী ফুলমালি সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেছেন। বেথ মুনি করেন ২৭ রান।

আগের দুই ম্যাচে আরসিবির দুটি জয় ছিল দু'রকম। তারা মুম্বইকে শেষ বলে হারিয়েছে। ইউপি ওয়ারিয়র্সকে দাপটের সঙ্গে পরাস্ত করেছে। সবমিলিয়ে দুটি জয় নিয়ে গুজরাট জায়ান্টসের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল স্মৃতি মান্ধানার দল। এদিন জয়ের সংখ্যা তিন হয়ে গেল। আরসিবিকে প্রথম ব্যাট করতে হয়, যেহেতু গুজরাট অধিনায়ক অ্যাসলে গার্ডনার টসে জিতে ফিল্ডিং নেন।

কিন্তু শুরুটা ভাল হয়নি স্মৃতিদের। বিনা উইকেটে ২৬ রান থেকে তাঁদের ইনিংস পৌঁছে যায় ৪৩/৪-এ। কেশবি গৌতম টানা দুটি উইকেট নিয়ে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন আরসিবিকে। সেই চাপ আরও বাড়িয়ে দেন রেণুকা ঠাকুর সিং ও সোফি ডিভাইন। আরসিবির ওপেনার গ্রেস হ্যারিস সবার আগে ১৭ রান করে আউট হয়ে যান। দয়ালন হেমলতাকে (৪) ফেরান কেশবি। এই সময় আরসিবি ভীষণভাবে তাকিয়ে ছিল স্মৃতির ব্যাটের দিকে। কিন্তু তিনি দলের অস্বস্তি বাড়িয়ে উইকেট দিয়ে

পাঁচ উইকেট নিয়ে আরসিবিকে জেতালেন শ্রেয়াঙ্কা।

আসেন রেণুকাকে। স্মৃতি করেছেন ৫। অতঃপর আরসিবিকে আরও সমস্যায় ফেলে গৌতমীকে (৯) আউট করেন সোফি।

কিন্তু এখান থেকেই পাল্টা লড়াইয়ে আরসিবিকে টেনে তোলেন রাধা যাদব ও রিচা ঘোষ। দু'জনে মিলে যোগ করেন ১০৫ রান। রিচা ২৮ বলে ৪৪ রান করেছেন। চারটি ৪ ও দুটি ৬। তাঁর সঙ্গে একইভাবে মারমার করে খেলে রাধা যাদব করেছেন ৪৭ বলে ৬৬ রান। ৬টি চার ও ৩টি ছক্কা। রিচা জর্জিয়া উইয়ারহ্যামের বলে ফিরে যান। রাধাকে ফেরান সোফি। শেষদিকে নাদিন ক্লার্ক করেছেন ২৬ রান। এর ফলে ২০ ওভারে আরসিবির রান দাঁড়ায় ১৮২/৭। পরে এটাই জয়ের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল।

ব্যারেটোর দলকে হারাল নর্থবেঙ্গল

প্রতিবেদন : বেঙ্গল সুপার লিগ জমে উঠেছে। নক আউটে ওঠার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। শুক্রবার শীর্ষে থাকা হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সকে তাদেরই ঘরের মাঠে হারিয়ে দিল নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি। লিগের প্রথম পর্বে হারের জবাব দিল উত্তরপঙ্গের দলটি। হাওড়ার শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে শীর্ষস্থান মজবুত করার লক্ষ্যে নামা জোসে রামিরেজ ব্যারেটোর দল ০-১ গোলে হেরে গেল নর্থবেঙ্গলের কাছে। হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে ৬২ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন নর্থবেঙ্গলের অর্জুন। এরপর মরিয়া চেষ্টা করেও ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি হাওড়া-হুগলি। ম্যাচ জিতে পুরো তিন পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলে ৫ নম্বরে নর্থবেঙ্গল।

জিতল বাগান

প্রতিবেদন : রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগে (আরএফডিএল) জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল মোহনবাগান। রোহিত সিংয়ের একমাত্র গোলে বেঙ্গল ফিউচার চ্যাম্পসকে ১-০ ব্যবধানে হারাল সবুজ-মেরুনের জুনিয়র ব্রিগেড। শুক্রবার অনূর্ধ্ব ১৬ যুব লিগে মহামেডানকে ২-০ গোলে হারিয়েছে মোহনবাগান। দুই গোলদাতা রাজদীপ ও স্যামুয়েল। মোহনবাগানের জয়ের দিন আরএফডিএলে প্রথম ম্যাচেই হার ইস্টবেঙ্গলের। ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাছে ০-১ হার লাল-হলুদের রিজার্ভ দলের। ইউনাইটেডের গোলদাতা সৌম্যজিৎ। তবে অনূর্ধ্ব ১৬ লিগে বিধাননগর পুরসভা স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে ইস্টবেঙ্গল।

ফাইনালে সৌরাষ্ট্র

বেঙ্গালুরু : বিজয় হাজারে ট্রফির ফাইনালে বিদর্ভ ও সৌরাষ্ট্র মুখোমুখি। শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পাঞ্জাবকে ৯ উইকেটে হারিয়ে দিল সৌরাষ্ট্র। বিশ্বরাজ জাদেজার অপরাজিত ১২৭ বলে ১৬৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংসে ভর করে সৌরাষ্ট্র চলে গেল ফাইনালে।

লক্ষ্যর বিদায়

নয়াদিল্লি : ইন্ডিয়ান ওপেন থেকে বিদায় নিলেন লক্ষ্য সেনও। সেই সঙ্গে ভারতীয় চ্যালেঞ্জও শেষ হল প্রতিযোগিতায়। শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে লক্ষ্য হেরে গেলেন চাইনিজ তাইপের লিন চুন ইয়ির কাছে। প্রথম গেম ২১-১৭ জেতার পর বাকি দু'টি গেম ভারতীয় তারকা হারেন ১৩-২১, ১৮-২১ ফলে।

আইএসএল ছেড়ে গেলেন আলাদিনও

প্রতিবেদন : কম খরচে এবার জোড়াতালি দিয়ে আইএসএল আয়োজন করতে গিয়ে ম্যাড়মেড়ে লিগের ব্যবস্থা করে ফেলা হয়েছে। চলতি জানুয়ারি উইন্ডোতে বিভিন্ন দলের মোট ১১ জন বিদেশি ফুটবলার ইতিমধ্যেই আইএসএলের ক্লাব ছেড়েছেন। কেউ কেউ লোনে বিদেশের ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন। তালিকায় নতুন সংযোজন গত দুই মরশুমের সর্বোচ্চ গোলদাতার গোল্ডেন বুটজয়ী নর্থইস্ট ইউনাইটেডের মরোক্কান ফরোয়ার্ড আলাদিন আজারেই। তিনি লোনে যোগ দিলেন ইন্দোনেশিয়ার ক্লাব পারসিজা জাকার্তায়। আইএসএলের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকারের না থাকা নিঃসন্দেহে এবারের লিগের আকর্ষণ কমাবে। তবে আলাদিনের সঙ্গে আরও দু'বছরের চুক্তি বাড়াতে চলেছে নর্থইস্ট।

বর্তমান পরিস্থিতিতে খরচ কমাতে ইতিমধ্যেই এফসি গোয়া তাদের ফুটবলারদের কম বেতনে খেলতে রাজি করিয়ে ফেলেছে। অধিনায়ক সন্দেশ ঝিঙ্গান-সহ গোয়ার দেশি-বিদেশি ফুটবলাররা বেতন কমিয়ে এবারের আইএসএলে খেলতে সম্মত হয়েছে। এফসি গোয়া ম্যানেজমেন্টের তরফে ফুটবলারদের ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছে। বেঙ্গালুরু, কেরলও একই পথে হাঁটছে বলে শোনা যাচ্ছে। তবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের বেতন কমাচ্ছে না। গভর্নিং কাউন্সিল গঠন নিয়ে জটিলতা এখনও কাটেনি। তবে সূত্রের খবর, ক্লাবগুলি এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার পথে। ফেডারেশনের 'ভেটো পাওয়ার' শর্তে আপত্তি জানিয়েছিল ক্লাবগুলি। জানা গিয়েছে, সম্ভাব্য একটা সূচি তৈরি করে দু-একদিনের মধ্যেই ক্লাবগুলির কাছে পাঠিয়ে দিতে চলেছে এআইএফএফ।

ইস্টবেঙ্গলে ফেলিক্স ডায়মন্ডে ইউসুফ

প্রতিবেদন : ডায়মন্ড হারবার এফসি এবং ইস্টবেঙ্গল তাদের নতুন গোলকিপার কোচ নিযোগ করল। আই লিগের আগে কিবু ভিকুনার দলের নতুন গোলকিপার কোচ হলেন মহম্মদ ইউসুফ আনসারি। ইস্টবেঙ্গলের নতুন গোলকিপার কোচের দায়িত্বে গোয়ার ফেলিক্স ডি'সুজা। কোচ অস্কার ব্রুজোর সঙ্গে সংঘাতে সন্দীপ নন্দী দায়িত্ব ছাড়ার পর ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপিং কোচের জায়গা ফাঁকাই ছিল। বাংলার প্রাক্তন খেলোয়াড়রা থাকা সত্ত্বেও কেন গোয়ার অনামী একজনকে ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দলের গোলকিপার কোচ করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ম্যানেজমেন্টের অবশ্য দাবি, এটা কোচ এবং টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত। ফেলিক্স কোচ হিসেবে পরিক্ষিত নন।

ডায়মন্ড হারবার অবশ্য ভারতীয় ফুটবলে অভিজ্ঞ গোলকিপার কোচকেই নিয়োগ করেছে। মুম্বইয়ের ৫৫ বছর বয়সী ইউসুফ এয়ার ইন্ডিয়া, কেরল ব্লাস্টার্স, রিয়েল কাশ্মীর, মহারাষ্ট্রের সন্তোষ ট্রফির দলে গোলকিপার কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। দ্রুত তিনি কিবুর দলে যোগ দেবেন।

সিএবিতে এল প্রয়াত ক্রিকেটার অজয় ভার্মার মরদেহ। মাল্যদান করছেন রঞ্জিজয়ী বাংলার অধিনায়ক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার।

শুধু ফিনিশার নই, দাবি রিঙ্কুর

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : টি-২০ বিশ্বকাপের মূল দলে রয়েছেন রিঙ্কু সিং। আর এই সুযোগটা কাজে লাগাতে তৈরি বাঁ হাতি ভারতীয় ব্যাটার। শুধু ফিনিশারের ভূমিকাতেই আটকে থাকতে চান না। যে কোনও পজিশনে ব্যাট করতে রিঙ্কু তৈরি। রিঙ্কু বলেছেন, বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাওয়া বড় ব্যাপার। আমি এই সুযোগটা কাজে লাগাতে তৈরি। দেশের হয়ে বিশ্বকাপ খেলা ভাগ্যের ব্যাপার। টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর সংযোজন, আমি সাধারণত যে পজিশনে ব্যাট করতে নামি, তাতে সবাই আমাকে ফিনিশার হিসাবেই চেনে। কিন্তু আমি যে শুধু ওই জায়গাতেই খেলতে পারি, তা কিন্তু নয়। যে কোনও পজিশনে ব্যাট করতে পারি। ঘরোয়া ক্রিকেটে এবং ভারতীয় দলের হয়েও পাওয়ার প্লে-তে খেলেছি। তিনটি হাফ সেঞ্চুরিই পাওয়ার প্লে-তে ব্যাট করে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিন নম্বরে ব্যাট করে রিঙ্কুর গড় ৪৯। পাঁচ নম্বরে তাঁর গড় ৪০.৮৬।

সিডনির গ্যালারিকে বিদায় জানালেন হিলি

সিডনি, ১৬ জানুয়ারি : সিডনি ক্রিকেট মাঠে বিগ ব্যাশ লিগের ম্যাচের মাঝখানে গ্যালারিকে ভারাক্রান্ত করে ভক্তদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন অ্যালিসা হিলি। ভারতের বিরুদ্ধে ফেব্রুয়ারি-মার্চে হোম সিরিজ খেলে তিনি ক্রিকেটের সব ফরম্যাট থেকে বিদায় নেবেন।

সিডনিতে মাঠ ঘুরছেন হিলি। শুক্রবার।

মেয়েদের বিগ ব্যাশে শুক্রবার খেলা ছিল সিডনি সিক্সার্স ও সিডনি থান্ডারের। তাতেই ভর্তি গ্যালারির সামনে হিলিকে ল্যাপ অফ অনার দেওয়া হয়। গলফ কার্টের মতো ছোট একটি খোলা গাড়িতে গোটা মাঠ ঘোরানো হয় তাঁকে। মেয়েদের ক্রিকেটে অসামান্য অবদান রয়েছে হিলির। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার মিচেল স্টার্কের স্ত্রী। স্টার্ক অ্যাসেজে অসাধারণ বল করার পর আইসিসির বিচারে ডিসেম্বরের সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন।

৩৫ বছরের হিলি বলেছেন অবসরের সিদ্ধান্ত সহজ ছিল না। কিন্তু কোনও একটা সময়ে থামতে হয়। তাঁর কথায়, অনেকদিন খেলছি। কিন্তু চোট খুব ভুগিয়েছে। তাছাড়া এখন বড্ড বেশি পরিশ্রম হচ্ছে। তাই কিছুদিন ধরেই অবসরের কথা মাথায় ঘুরছিল।

ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারতের মেয়েরা অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবেন। হরমনপ্রীতরা এই সফরে তিনটি টি-২০, তিনটি একদিনের ম্যাচ ও একটি টেস্ট ম্যাচ খেলবেন। হিলি আট বারের বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার। বিগ ব্যাশে সিডনি সিক্সার্সের হয়ে ১২৯টি ম্যাচ খেলে ৩,১২৫ রান করেছেন। ৫টি সেঞ্চুরি ও ১৫টি হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে। এছাড়া উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে ৬০টি ক্যাচ নিয়েছেন ও ৪৫টি স্ট্যাম্প করেছেন।

১৬
১৭ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

মাঠে ময়দানে

17 January, 2026 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিগ ব্যাশে ৪১ বলে সেঞ্চুরি করলেন স্টিভ স্মিথ। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে তিনিই দ্রুততম

টি-২০-তে তিলক ও ওয়াশিংটনের বদলি শ্রেয়স আর বিষ্ণোই

চাপে নীতিশ ও জাদেজা

ইন্দোর, ১৬ জানুয়ারি : ইন্দোর মানে মুস্তাক আলি। তাঁর শহরে কাল সিরিজের শেষ ম্যাচ। রাজকোটে নিউজিল্যান্ড যেভাবে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে, তাতে এই ম্যাচেও তাদের সমীহ করতে হবে। ড্যারেল মিচেল ভারতীয় শিবিরে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন।

হোলকার স্টেডিয়ামে প্রচুর রান হয়। সুতরাং এখানে বোলারদের পরীক্ষা। আগের ম্যাচে মিচেল আর উইল ইয়ং ভারতীয় বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন। এমনকী যে কুলদীপ যাদব বল করতে এলেই বিপক্ষের উপর চাপ তৈরি করেন, তিনিও সেদিন নিষ্প্রভ ছিলেন।

এখানে পাটা উইকেট বলে সিমারদের বিশেষ কিছু করার থাকবে না। সেক্ষেত্রে যা করার সেটা স্পিনারদের করতে হবে। আর এখানেই জোট মুশকিল। কারণ রবীন্দ্র জাদেজাকে তাঁর ছায়া মনে হচ্ছে। কিছুতেই জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছেন না যে ব্যাটারদের অসুবিধায় ফেলবেন। তাছাড়া তিনি যে একটু টেনে বল করার জন্য মাটি থেকে টার্ন আদায় করেন, সেটাও আপাতত উধাও। হিসাব বলছে শেষ পাঁচ ম্যাচে বল হাতে জাদেজার পারফরম্যান্স কার্যত শূন্য।

তাহলে কি রবিবারের ম্যাচে তাঁকে বসতে হবে? সিদ্ধান্ত টিম ম্যানেজমেন্টের হাতে। কিন্তু শ্রীকান্তের মতো প্রাক্তনরা বলছেন অক্ষর প্যাটেলকে দরকার ছিল। ছন্দে থাকা অলরাউন্ডার কুলদীপের পাশে খুব কার্যকরী হতেন। এখানে তবু দুই স্পিনার যেতে হবে। তাহলে কি আয়ুশ বাদোনি? এতটা ভাবা অবশ্য বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

জাদেজাকে নিয়ে যাই হোক না কেন, নীতীশ কুমার রেড্ডিকে হয়তো বসানো হবে। তাঁকে অলরাউন্ডার বানানো হচ্ছে। হার্দিকের বিকল্প। কিন্তু আরও কত পথ গেলে তিনি বরোদার অলরাউন্ডার হতে পারবেন সেটাই গুলিয়ে যাচ্ছে। টিম ম্যানেজমেন্টও বোধহয় হাল ছেড়ে দিয়েছে। সহকারী কোচের বক্তব্য মোটামুটি সেটাই ইঙ্গিত করছে। খুব অঘটন না ঘটলে নীতীশকে এবার বসতে হচ্ছে।

টপ অর্ডারে রোহিতের ব্যাটে বড় রান আসছে না। কিন্তু তিনি যেভাবে শুরু করছেন সেটাই যথেষ্ট। বিরাট, শুভমন, রান করছেন। শ্রেয়স মানিয়ে নিচ্ছেন। রাহুল রাজকোটে

সেঞ্চুরি করে এসেছেন। তাছাড়া দুই ম্যাচেই ব্যাটাররা বোর্ডে রান তুলে দিয়েছেন, তাহলে আর কিছু বলার থাকতে পারে না।

নিউজিল্যান্ডের জন্য এই সিরিজ চ্যালেঞ্জ ছিল। যেহেতু নানা কারণে তাদের প্রথম দলের বেশ কয়েকজনকে ছাড়াই আসতে হয়েছে। কিন্তু দেখে সেটা মনে হচ্ছে না। ক্লার্ক আগের ম্যাচে ভারতীয় টপ অর্ডারকে ভেঙেছেন। ইয়ং আর মিচেল স্লো উইকেটে দিব্যি মানিয়ে নিয়ে বড় রান তাড়া করে জয় নিয়ে এসেছেন।

এদিকে, টি-২০ দলে তিলকের জায়গায় শ্রেয়স ও ওয়াশিংটনের বদলে এসেছেন রবি বিষ্ণোই। বাকিরা হলেন সূর্য, অভিষেক, সঞ্জু, হার্দিক, শিবম, অক্ষর, রিঙ্কু, বুমরা, হর্ষিত, অর্শদীপ, কুলদীপ, বরুণ ও ঈশান কিশান। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের এই সিরিজ খেলবে ভারত। দলে সঞ্জু থাকলেও নেওয়া হয়েছে ঈশানকে। সাদা বলের সিরিজে ভাল খেলে তিনি জায়গা ফেরত পেয়েছেন।

জীবনের যুদ্ধে লড়ছেন জারদান

কাবুল, ১৬ জানুয়ারি : আফগানিস্তানের হয়ে ৮০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা শাপুর জারদান মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। তাঁর সাদা ব্লাড সেলের কাউন্ট বিপজ্জনক জায়গায় রয়েছে। চিকিৎসকরা তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানিয়েছেন। ক্রিকেটমহলের অনেকেই জারদানের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। ৩৮ বছরের এই ক্রিকেটার গত বছর অবসর নিয়েছিলেন। ২০০৯-এ দেশের হয়ে জারদান প্রথম ম্যাচ খেলেছিলেন। ৪৪টি একদিনের ম্যাচে ৪৪টি উইকেট নিয়েছেন। ৩৬টি টি ২০ ম্যাচে জারদান নেন ২৭টি উইকেট। সেরা বোলিং ৪০ রানে ৩ উইকেট।

ভারতের সামনে আজ বাংলাদেশ

বুলাওয়াও, ১৬ জানুয়ারি : বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম ম্যাচে আমেরিকার চোখরাঙানি উপেক্ষা করেই প্রত্যাশিত জয় দিয়ে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করেছে ভারত। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের সামনে শনিবার নতুন লড়াই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। তাদের এটিই চলতি বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ। তবে ধারে ভারে এগিয়ে অবশ্যই ভারত।

আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারতীয় বোলিং সেভাবে পরীক্ষিত হয়নি। বারবার বৃষ্টির কারণে ব্যাটিংয়ে ছন্দ কাটায় মাত্র ১০৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে কয়েকটি উইকেট হারিয়ে চাপ বেড়েছিল। কিন্তু ব্যাটে-বলে পরীক্ষা দিতে হতে পারে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। ভারতীয় দলের ১৪ বছরের বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশী প্রথম ম্যাচে রান পায়নি। যুব বিশ্বকাপে তার ব্যাটিংয়ের দিকে নজর ক্রিকেট বিশ্বের। বৈভবের ব্যাটে ঝড় দেখতে চান ভক্তরা। বৈভব ছাড়াও ব্যাটিংয়ে অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে, অভিজ্ঞান কুণ্ডু, বিহান মালহোত্রারা বড় ভরসা ভারতের। আমেরিকার বিরুদ্ধে দুরন্ত বোলিং করে ম্যাচের সেরা হওয়া ভারতীয় পেসার হেনিল প্যাটেল বাংলাদেশ ম্যাচের আগে জানিয়েছেন, ডেল স্টেইনের আগ্রাসন তাঁর পছন্দ। টেনিস বলে খেলেই নিখুঁত লাইনে বল করার অভ্যাস তৈরি করেছেন।

বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচ

টিকিটের চাহিদায় থেমেই গেল ওয়েবসাইট

দুবাই, ১৬ জানুয়ারি : টি-২০ বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়তে মাসখানেকও বাকি নেই। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ। প্রথম দিনেই নামছে ভারত। টুর্নামেন্টের প্রধান আকর্ষণ ভারত-পাকিস্তান মহারণ। মেগা ম্যাচ ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয়। সেই ম্যাচের টিকিটের দাম খুবই সস্তা। ভারতীয় মুদ্রায় মাত্র ৪৩৯ টাকা। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এত কম দামে কখনও ভারত-পাক ম্যাচের টিকিট পাওয়া যায়নি। কিন্তু সস্তার টিকিটের চাহিদায় ওয়েবসাইটই ক্র্যাশ করে যায়। ভারত-পাক ম্যাচের প্রথম পর্যায়ের টিকিট কয়েক মিনিটের মধ্যে বিক্রি হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ের টিকিট নিয়েও কাড়াকাড়ি পড়ার আশঙ্কা ছিল। বাস্তবে সেই হল। টিকিট বুকিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট কয়েক মিনিটের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যায়। সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে এক সূত্র বলেছে, অনেক ব্যবহারকারী জানিয়েছেন, ওয়েবসাইটে ঢোকার পরেও দীর্ঘক্ষণ ধরে আসল জায়গায় যেতে অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

মহাকালেশ্বর মন্দিরে জয়ের প্রার্থনা কোচের

ইন্দোর, ১৬ জানুয়ারি : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচ রবিবার। প্রথম ম্যাচ জেতার পর দ্বিতীয় ম্যাচে ভারত হেরে যাওয়ায় সিরিজ এখন ১-১। এই ম্যাচের আগে শুক্রবার সকালে উজ্জয়নীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন গৌতম গম্ভীর। ভস্মারতির সময়েও তিনি উপস্থিত ছিলেন। খেলার জন্য গম্ভীর যে শহরেই যান না কেন সেখানকার মন্দিরে পুজো দেন। ইন্দোরের ম্যাচের আগে তাই পুজো দিয়ে নিলেন। তার আগে বৃহস্পতিবার রাতে ইন্দোরে পৌঁছন ভারতীয় কোচ। তাঁর সঙ্গে রাজকোট থেকে এসেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররাও। গম্ভীরের পুজো দেওয়ার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভক্তরা দেখেছেন। পুজো দিয়ে গম্ভীর বলেন, মহাকালেশ্বর মন্দিরের ব্যবস্থাপনা খুব ভাল। তিনি ভাল করেই দর্শন করেছেন। তারপর গম্ভীর আশাপ্রকাশ করে বলেন, আমি আত্মবিশ্বাসী, আমাদের দল আবার জয়ে ফিরবে। প্রসঙ্গত, প্রথম ম্যাচে জেতার পর রাজকোটে ভারত ৭ উইকেটে হেরেছে। ড্যারেল মিচেল ও উইল ইয়ং দলকে জয়ে পৌঁছে দেন।

তিন ম্যাচের সিরিজ এখন ১-১। রবিবার যারা জিতবে তারাই একদিনের সিরিজের দখল নেবে। এরপর শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের টি ২০ সিরিজ।

হান্ড্রেড-এ স্মৃতি

মুম্বই, ১৬ ডিসেম্বর : মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগ চলছে। তার মধ্যেই স্মৃতি মান্ধানাকে সই করাল ম্যাঞ্চেস্টার সুপার জায়ান্টস। স্মৃতি খেলবেন দ্য হান্ড্রেড-এ। এর আগে ২০২১ থেকে ২০২৪ তিনি খেলেছিলেন সাদার্ন ব্রেভসের হয়ে। গত বছর স্মৃতি খেলেননি। এবার আবার খেলবেন মেজ ল্যানিং, সোফি একলেস্টোনের সঙ্গে। নিলামের আগে স্মৃতিকে সই করিয়ে নিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সুপার জায়ান্টস। প্রথম মহিলা ব্যাটার হিসাবে এই টুর্নামেন্টে তাঁর পাঁচশো রান করার নজির রয়েছে। ২১ জুলাই দ্য হান্ড্রেড শুরু হবে। ফাইনাল হবে ১৬ অগাস্ট। স্মৃতি বর্তমানে মেয়েদের আইপিএলে ব্যস্ত। তিনি রানের মধ্যেই রয়েছেন।

ঢাকায় আজ আইসিসি দল

দুবাই ও ঢাকা, ১৬ জানুয়ারি : বাংলাদেশ ক্রিকেটে সাময়িক জট কেটে বিপিএল শুরু হয়েছে শুক্রবার থেকে। ক্রিকেটাররা মাঠে ফিরেছেন। কিন্তু মুস্তাফিজুর রহমান ইস্যুতে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতে এসে বাংলাদেশের ম্যাচ খেলা নিয়ে নাটকীয় টানাপোড়েন এখনও চলছে আইসিসি, বিসিসিআই এবং বিসিবি-র মধ্যে। ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু টি-২০ বিশ্বকাপ। ফলে হাতে সময় খুবই কম। অথচ বাংলাদেশকে নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্যার সমাধান হয়নি। এই পরিস্থিতিতে শনিবার বাংলাদেশে গিয়ে বিসিবি কর্তাদের সঙ্গে কথা বলবেন আইসিসি-র দুই সদস্যের প্রতিনিধিদল। শুক্রবার সকালে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল দাবি করেছিলেন, বাংলাদেশে আইসিসি-র প্রতিনিধিদল পাঠাবে। এর পরই বিকেলে আইসিসি সূত্র নিশ্চিত করেছে, শনিবারই তারা দূত পাঠাচ্ছে ঢাকায়।

সংবাদমাধ্যমকে আসিফ বলেছেন, বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম আমাকে জানিয়েছেন, আইসিসি-র প্রতিনিধিদল ঢাকায় আসবে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে। আমরা কোনও ভাবেই ভারতে খেলতে যেতে রাজি নই। আমরা চাই শ্রীলঙ্কায় খেলতে। আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছি। এই দাবি থেকে সরে আসছি না। আমরা বিশ্বাস করি, এখনও শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ আয়োজন করা অসম্ভব কিছু নয়। আইসিসি-র প্রতিনিধিরা নিশ্চয় আমাদের বোঝাতে চাইছে, যাতে আমরা ভারতেই খেলি। কিন্তু আমি এখনই বলে দিতে পারি, ওরা ভারতের বাইরে বাংলাদেশের ম্যাচ সরাতে না চাইলে এই আলোচনা করে কোনও লাভ হবে না।

আগের ভার্চুয়াল বৈঠকে আইসিসি ও বিসিবি দু'পক্ষই আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু বরফ গলার ইঙ্গিত মিলছে না। এই প্রসঙ্গে বিসিবি-র এক কর্তা বলেন, আইসিসি-র প্রতিনিধিদলের বাংলাদেশে আসার কথা। আশা করি, বাংলাদেশের স্বার্থে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে তারা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

17 January, 2026 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
১৭ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

বিদ্যেবতী সর্বত্র পূজ্যতে

সরস্বতী মহাভাগের দর কিছু কম নয়। তিনি বিদ্যেবতী তাই তিনি সর্বত্র পূজ্যতে। এই বাংলায় মহাকবি কালিদাসের সরস্বতী থেকে তিব্বতের 'ইয়েং চেন মা' নানা রূপে, নানা রঙে তিনি পূজিতা। আর মাত্র কয়েকদিন তার পরেই বাগদেবীর আরাধনা। এই উপলক্ষে দেশ-বিদেশে বিখ্যাত সরস্বতীর কথা লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

ধ্যান আর প্রণামমন্ত্র অনুসারে দেবী সরস্বতী শ্বেতবর্ণা, শ্বেতপদ্মাসনা, শ্বেতবস্ত্রাবৃতা, দ্বিভুজা, হংসারূঢ়া রূপে পূজিতা, তিনি বেদ, বেদাঙ্গ বেদান্ত তথা সকল জ্ঞানের আধার। বিভিন্ন পুরাণে মায়ে বিচিত্ররূপের বর্ণনা রয়েছে। ঋগ্বেদে বাগদেবীর তিনটে মূর্তির কথা বলা হয়েছে। ভুলোকে ইলা, অন্তরীক্ষে সরস্বতী এবং স্বর্গলোকে ভারতী। শিবপুরাণে সরস্বতী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না, চন্দ্রকলাশোভিতা, বর ও অভয়মুদ্রা শোভিতহস্তা, শ্বেতপদ্মে উপবিষ্ঠা, নীলকুঞ্চিত কেশশোভিতা। গড়ুরপুরাণে দেবী আটপ্রকার শ্রদ্ধা, ঋষি, কলা, সেবা, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রভা ও মতি। তন্ত্রশাস্ত্রে এই আটটি শক্তি হলেন যোগা, সত্যা, বিমলা, জ্ঞানা, বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা ও প্রজ্ঞা। বায়ুপুরাণে দেবী চতুর্ভূজা, হংসারূঢ়া, বামদিকে দু-হাতে জপের মালা,বরমুদ্রা। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেবী চতুর্ভুজা, পীতবসনা, নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা। শেষ হবে না দেবীর নানা রূপকল্প কিন্তু এই বাংলার ঘরে ঘরে তিনি 'জয় জয় দেবি চরাচরসারে
কুচযুগশোভিতমুক্তাহারে। বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে, ভগবতি
ভারতি দেবি নমস্তে'
আসলে আমাদের সরস্বতী বিদ্যেবতী, সঙ্গীতজ্ঞা, বীণা বাজাতে পটু, সুন্দরী তাই তাঁর ভারি দর, বিশ্বব্যাপী কদর। শুধু পুরাণ ভাগবতেই তিনি সীমাবদ্ধ নন এই বাংলায় মহাকবি কালিদাসের সরস্বতী, নীল সরস্বতী যেমন বিখ্যাত তেমনই বিখ্যাত রাজস্থানের পুষ্করের সরস্বতী আবার তিব্বতের সরস্বতী ইয়েং চেন মারও কদর কিছু কম নয়। এই জনপ্রিয়তা যুগে যুগে অক্ষত।

বঙ্গের বীণাপাণি

মহাকবির সরস্বতী

নানুরের বেলুটি গ্রামের প্রাচীন সরস্বতী। কথিত আছে এখানেই কালিদাস মা সরস্বতীর বরে মহাকবি হয়েছিলেন। আগে এখানে দেবীর শিলামূর্তি ছিল। ছিল এক প্রাচীন মন্দির। আর মন্দিরের পাশে ছিল এক সরোবর। জনশ্রুতি অনুযায়ী নিজের মূর্খতা ও অজ্ঞতার দুঃখে কালিদাস যখন এই সরোবরে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন তখন মা সরস্বতী তাঁকে দর্শন দিয়ে সমস্ত বিদ্যায় সিদ্ধিলাভের বর প্রদান করেন। পাঠান আমলে কালাপাহাড় এই অঞ্চল আক্রমণ করে সেই মন্দির ধ্বংস করেন। মা সরস্বতীর মূর্তি ছয় খণ্ড করে সরোবরে ফেলে দেন। এরপর বর্গি হাঙ্গামার সময় আবার আক্রান্ত হয় এই অঞ্চল। দীর্ঘদিন জলের তলায় থাকার পর গ্রামবাসীদের চেষ্টায় মায়ের ওই খণ্ডিত শিলা উদ্ধার করা হয়। অতীতের সেই সরোবর আজ অনেকগুলো ছোট পুকুরে পরিণত হয়েছে। সেই প্রাচীন মন্দির আজ 'দেউলের ঢিবি' নামে পরিচিত। আর সেই ছয়টি শিলাখণ্ডেই আজও পূজিতা হচ্ছেন গুপ্তযুগের মহাকবি কালিদাসের আরাধ্যা মা সরস্বতী। বেলুটি গ্রামের সরস্বতী পুজোর সময় অন্য কোনও মূর্তি-পুজো হয় না। সকলেই এই শিলামূর্তিকেই পুজো করেন। সমগ্র ভারতে কয়েকটাই সরস্বতী মন্দির আছে যেখানে বেলুটির মতো নিত্যপুজো হয়।

মানা গ্রামের সরস্বতী মন্দির

দুবরাজপুরের সরস্বতী

বীরভূমের দুবরাজপুরের খোসনগর গ্রাম সরস্বতী পুজোর জন্য বিখ্যাত। এখানকার জমিদার বাড়িতে এক বিশেষ ধাঁচের সরস্বতী মূর্তি দেখা যায়। মূর্তির গড়ন অনেকটা দেবী দুর্গার মতো। এক চালচিত্রের মাঝে থাকেন দেবী সরস্বতী এবং দুই পাশে দেবী লক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী। তিনজনের হাতেই থাকে বীণা। চারপাশে সখীদের মূর্তি রয়েছে, তবে আকারে ছোট। সবচেয়ে আশ্চর্যের— এই সরস্বতীর বাহন হল বাঘ! দেবীর সামনেই থাকে দুটি বাঘের মূর্তি। আর কোনও সরস্বতী মূর্তিতে এমন বাহন দেখা যায় না। দুবরাজপুরের সরস্বতীর এটাই বিশেষত্ব। পুজো ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে রীতিমতো উচ্ছ্বাস দেখা যায়। খোসনগরে দুটোই উৎসব সরস্বতী পুজো এবং পিরবাবার উরস। শাল নদীর পাড়ে রয়েছে পির কেসওয়ানি শাহ আবদুল্লা সাহেবের মাজার। রীতি মেনে এই মাজারে সিন্নি চড়ানোর পরে গ্রামের প্রাচীন সরস্বতী ঠাকুর বিসর্জন হয়।

হেতমপুরের সরস্বতী

বীরভুম জেলার তিনশো বছরের প্রাচীন হেতমপুরের চক্রবর্তী বাড়ির সরস্বতী পুজা প্রথম শুরু হয় হেতমপুরের রাজবাড়িতে, পরে চক্রবর্তী পরিবার তাঁদের নিজেদের বসতবাড়িতে সেই পুজো আয়োজন করেন। আমরা সাধারণভাবে যে দেবী সরস্বতীর মূর্তি দেখতে অভ্যস্ত তার থেকে এটা অনেকটাই আলাদা, একটি একচালার কাঠামো-তে তিনটি দেবী মূর্তি থাকে তার মাঝখানে অধিষ্ঠাত্রী নীলবসনা সরস্বতী তাঁর ডান দিকে ভগবতী অর্থাৎ মা দুর্গা এবং বাম দিকে মা লক্ষ্মী। তিন দেবীর দুই দিকে থাকেন জয়া ও বিজয়া। এখানে তিনটি মূর্তির বা ত্রিমূর্তি-র অর্থ দেবী 'সরস্বতী' জ্ঞানের প্রতীক, ভগবতী বা দুর্গা শক্তির প্রতীক আর মা লক্ষ্মী হলেন বিত্ত বা সম্পদের প্রতীক। জয়া ও বিজয়া হলেন সৌন্দর্যের প্রতীক। পুজোয় তিনটি ঘট স্থাপন করা হয়, একটি দেবী সরস্বতীর, বাকি দুটি ভগবতী অর্থাৎ মা দুর্গা ও মা লক্ষ্মীর। তাঁদের প্রথা অনুযায়ী বিসর্জনের সময় দেবী সরস্বতী ও ভগবতীর ঘট-দুটি বিসর্জন করে দিলেও দেবী লক্ষ্মীর ঘটটি তাঁরা বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এই বংশের পরম্পরা অনুযায়ী লক্ষ্মীর ঘট বিসর্জন দেওয়া যায় না। এই সরস্বতী 'নীল সরস্বতী' নামে পরিচিত। বহু প্রাচীন এই পুজো।

(এরপর ১৮ পাতায়)

বিদ্যেবতী সর্বত্র পূজ্যতে

(১৭ পাতার পর)

■ ১০০ বছরের প্রাচীন সরস্বতী

হাওড়ার 'উমেশচন্দ্র দাস লেন'টুকে সেই গলি বরাবর হাঁটলেই চোখে পড়বে একটি মন্দিরের চূড়া। এটাই ১০০ বছরের পুরনো দেবী সরস্বতী মন্দির। হাঁস আর বীণা খোদাই করা মন্দিরের চূড়াটি রেঙেও উঠেছে দেবীর প্রিয় রং বাসন্তীতে। মন্দিরটি গায় লাগোয়া রয়েছে একটি বাড়ি। সেই বাড়ি উমেশচন্দ্র দাসেরই। তাঁর পরিবারই একশো বছরের বেশি দেবী সরস্বতীর নিত্যপূজার দায়িত্ব সামলে আসছেন। তবে এই সরস্বতী মূর্তি তাঁর প্রতিষ্ঠিত নয়। উমেশচন্দ্রের পুত্র রণেশচন্দ্র রাজস্থান থেকে এই মূর্তি নিয়ে আসেন। শ্বেতপাথরের সেই মূর্তিতে রাজস্থানি স্থাপত্যের ছাপও সুস্পষ্ট। মূর্তি উচ্চতায় প্রায় চারফুট। বাহন হাঁসের উপর দাঁড়িয়ে আছেন দেবী। বাঁ হাতে বীণা। দেবীর ঘাড়ও সামান্য বাঁ দিকে হেলানো। বিশেষ পুজোর দিনে মূর্তিটিকে ফুলের গয়নায় সাজানো হয়। গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত মূর্তির পিছনেও একটা দরজা রয়েছে। দু-বেলা ব্রাহ্মণ এসে দেবীর নিত্যপূজা সেরে যান। মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমীতে হয় দেবীর বিশেষ পুজো। দেবীর ভোগে থাকে বড় বাতাসা। যা নিয়ম করে ১০৮টা মাটির খুরিতে সাজিয়ে দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে ক্ষীরের গুজিয়া, ফল এইসবও ওই খুরিতে থাকে। তা ছাড়া খই, মুড়কি, মিষ্টি তো রয়েছেই।

দেশের সরস্বতী

■ পুষ্করের সরস্বতী

সারা বিশ্বে শুধু মাত্র রাজস্থানের পুষ্করই সেই স্থান যেখানে ব্রহ্মা পুজিত হন। পুষ্কর ব্রহ্মার নিবাসস্থল হিসেবেও খ্যাত। পাশের মন্দিরটিতেই বিরাজ করেন ব্রহ্মা-পত্নী সরস্বতী। এটি মূলত সাবিত্রী মন্দির নামেই খ্যাত। মন্দির লাগোয়া পুষ্কর হ্রদের একটি চূড়ায় স্থিত এই সরস্বতী মন্দির। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান যেখানে সরস্বতী, গায়ত্রী ও সাবিত্রী— এই তিন দেবীর মূর্তি একসঙ্গে পুজিত হন। কিংবদন্তি অনুসারে, ব্রহ্মা যখন যজ্ঞ করছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী সরস্বতী সময়মতো আসতে না পারায়, ব্রহ্মা একটি স্থানীয় মেয়ে (গায়ত্রী)-কে নিয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এতে সরস্বতী রুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা ও গায়ত্রীকে অভিশাপ দেন। পরে সরস্বতীও গায়ত্রীর রূপ ধারণ করে এখানে পূজা পান বলে বিশ্বাস করা হয়।

■ পুষ্করের সরস্বতী

পুরাণ বলছে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর মহাঋষি বেদব্যাস গোদাবরীর কিনারায় এক সুন্দর অরণ্যের পাহাড়ি গুহায় অনেক বছর বাস করেছিলেন। বনের ফল, মধু ও ঝরনার জলই ছিল তাঁর জীবনধারনের একমাত্র সম্বল। সেই গুহার ভেতরে ব্যাসদেব তপস্যা করেন। তপস্যা সমাপ্ত হওয়ার পর, ব্যাসদেব স্নান করতে গিয়েছিলেন গোদাবরী নদীতে। সেই দিনটি ছিল বসন্ত পঞ্চমী। স্নান সেরে ব্যাসদেব হাতে তুলে নিয়েছিলেন তিন মুঠো বালি। সেই বালি দিয়ে নদীর তীরে তৈরি করেছিলেন তিনটি ঢিপি। দৈববলে তিনটি বালির ঢিপি পরিণত হয়েছিল দেবী শারদা (সরস্বতী), মা মহালক্ষ্মী ও মা মহাকালীর চন্দন কাঠের বিগ্রহে। ত্রিদেবীকে তিন জায়গায় প্রতিষ্ঠা করে ব্যাসদেব শুরু করেছিলেন আরাধনা। দেবী শারদার বিগ্রহের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন। সদানন্দময়ী দেবী জ্ঞানদার আশীর্বাদে কেটে গিয়েছিল ব্যাসদেবের মনে জমে থাকা হতাশার কুয়াশা। এরপর কেটে গেছে কয়েক হাজার বছর। বেদব্যাসের নাম অনুসারে স্থানটির নাম হয়েছিল বসারা। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে এই বসারা ছিল নন্দাগিরি রাজত্বের অধীনে। সিংহাসনে তখন আসীন ছিলেন মহারাজ বিজিয়ালুডু তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এই মন্দিরে ব্যাসদেব নির্মিত সরস্বতী বিগ্রহকে বলা হয় 'জ্ঞান সরস্বতী'।

■ মানা গ্রামের সরস্বতী শারদা

বিশ্বাস করা হয়, মহাবিশ্বে দেবী সরস্বতী প্রথম এই মানা গ্রামেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। যোশীমঠ থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মানা গ্রাম। এটিই ভারতের শেষ গ্রাম। মহাভারত অনুসারে এই গ্রাম থেকেই মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছিলেন দ্রৌপদী-সহ পঞ্চপাণ্ডব। এই মানা গ্রামে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সরস্বতী নদী। এই সরস্বতী নদীর উপর দ্রৌপদীর জন্য একটি সেতু নির্মাণ করে দিয়েছিলেন ভীম। এই মানা গ্রামেই সৃষ্টির শুরুতে ব্রহ্মার মুখগহ্বর থেকে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হন বলে প্রচলিত বিশ্বাস। মানা গ্রামেই সরস্বতী নদীতে স্নান করে মহাভারত ও পুরাণ রচনা করেছিলেন মহামতি ব্যাসদেব। উত্তরাখণ্ডের মানা গ্রামে অবস্থিত সরস্বতী মন্দিরটি বিদ্যার দেবীর জন্য উৎসর্গীকৃত। পুরাণ অনুসারে সৃষ্টির শুরুতে এই মানা গ্রামেই ব্রহ্মার মুখ গহ্বর থেকে আবির্ভূতা হন বাগদেবী। শারদাম্বা সরস্বতী মন্দিরে মা সরস্বতী বাম দিকে এবং মা সাবিত্রী ডানদিকে স্থাপিত। পদ্মাসনে তিনি উপবিষ্ট।

বিদেশের বাগদেবী

মা সরস্বতী এতটাই জনপ্রিয় যে দেশের গন্ডি পেরিয়ে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন বিদেশেও। বৌদ্ধ ধর্মই এর মূল কারণ। আসলে হিন্দু ধর্ম ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকলেও বৌদ্ধ ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। শুধু ধর্মই নয়, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে প্রাচীন যুগ থেকে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কও এই সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান চলতো। সেই প্রবাহে দেবী সরস্বতীও পৌঁছে যান তিব্বত, জাপান, থাইল্যান্ড, চিন, মায়ানমার এমনকী ইন্দোনেশিয়ায়।

■ তিব্বতের ইয়েং চেন মা

তিব্বতে সরস্বতী হলেন 'ইয়েং চেন মা'। বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান তন্ত্রানুসারে সরাসরিভাবেই সেখানের সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন সরস্বতী। তিব্বত বহুযুগ আগে থেকেই বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পীঠস্থান ফলত, সেখানেও তিনি শ্বেতবস্ত্রা, মঞ্জুশ্রীর সঙ্গিনী। মহাযানতন্ত্রে দেবী সরস্বতীর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ রয়েছে— কোথাও তিনি দ্বিভুজা, কোথাও আবার চতুর্ভুজা বা ষড়ভুজা।

■ চিনের বিয়ানসাইতিয়ান

চিন দেশে সরস্বতী পূজিতা হন 'বিয়ানসাইতিয়ান' রূপে। মহাযানতন্ত্রে আর্য-সরস্বতীর চতুর্ভুজা রূপের ব্যাখা রয়েছে 'বিয়ানসাইতিয়ান' তারই অন্যতম রূপকল্প। দুই হাতে তিনি বীণাবাদনরতা, অন্য দু'হাতে রয়েছে পদ্ম এবং পুস্তক। আবার কোথাও তাই দক্ষিণ হস্তে পুস্তকের বদলে দেখা যায় হাতপাখাও। বৌদ্ধতন্ত্রানুসারে তিনি 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। 'সুবর্ণপ্রভাসূত্র'— বৌদ্ধগ্রন্থটিতে রয়েছে দেবী 'বিয়ানসাইতিয়ান'-এর আরাধনার পদ্ধতিতে। চিনে পৌরাণিক কাহিনিতে বলা হচ্ছে, সমগ্র চিন সাম্রাজের দায়িত্বে ছিলেন প্রতাপশালী চার চৈনিক সম্রাট। কী উপায়ে সঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায়— বিয়ানসাইতিয়ান সেই শিক্ষাই দিয়েছিলেন তাঁদের।

উমেশচন্দ্রের বাড়ির সরস্বতী

মহাকবি কালীদাসের সরস্বতী

বসারা জ্ঞান সরস্বতী

দুবরাজপুরের সরস্বতী

হেতমপুরের সরস্বতী

তিব্বতের ইয়েং চেন মা

জাপানের বেনজাইতেন

■ জাপানের বেনজাইতেন

জাপানে দেবী সরস্বতী হয়ে ওঠেন 'বেনজাইতেন'। তাঁর রূপকল্প জাপানি সংস্কৃতির মতো করেই তৈরি। জাপানের বিভিন্ন স্কুল এবং বৌদ্ধ মিশনারিতে তাঁর আরাধনা হয় নিয়ম করেই। এখানে তিনি শাড়ি পরিহিতা নন তাঁর বদলে পরেছেন ভারী পশমের পোশাক। হাতে বীণার বদলে জায়গা নিয়েছে ম্যান্ডোলিনজাতীয় চারটি তার বিশিষ্ট জাপানি বাদ্যযন্ত্র, বিওয়া। ষষ্ঠ শতাব্দীর জাপানি পুঁথিতে উল্লেখ পাওয়া যায় দেবী বেনজাইতেনের।

■ বর্মার থুরাথাডি

ভারতের আরেক প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ানমারেও পূজিতা হন সরস্বতী। বর্মায় তাঁর নাম'থুরাথাডি'। সেখানেও বৌদ্ধ ধর্মের সূত্র ধরেই পৌঁছেছেন দেবী। বিদ্যার দেবী হিসাবেই আরাধনা হয় থুরাথাডির। তবে মায়ানমারের পুরাণে তাঁকে কল্পনা করা হয়েছে গ্রন্থগারিক হিসাবে। বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথির সংরক্ষক এবং চর্চার অধিষ্ঠাত্রী থুরাথাডি। আজও সেই আদলেই তৈরি হয় থুরাথাডির মূর্তি। বীণার বদলে থাকে তাঁর হাত-ভর্তি বই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

17 January, 2026 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
১৭ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

ওরা নয় শীতকাতুরে

হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা, অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে এ বছরের শীত। আট থেকে আশি শীতজ্বরে কাবু। হাড়-মজ্জায় কাঁপুনি ধরাচ্ছে উত্তুরে হাওয়া। অথচ তুমুল ঠান্ডা আর কঠিন বরফকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভাগ্যজয়ের পতাকা তুলেছেন অনেক নারীই। যাঁরা শীতে লেপ-কম্বলের তলায় বসে কাঁপেন না, কাতর হন না, তাঁরা হিমজয়ী। এমন নারীদের কথা লিখলেন **সোহিনী মাশ্চারক ও স্মৃতি ভৌমিক**

কবিতা চন্দ

চল্লিশের দুঃসাহসী কবিতা

উত্তরাখণ্ডের আলমোড়ার এই মেয়েটি আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোই নিজের বাড়ি ছেড়ে জীবন-জীবিকার খোঁজে পাড়ি দিয়েছিল মুম্বই। সেখানেই মিডিয়া ও কর্পোরেট সেক্টরে নিজের কেরিয়ার গড়ে তুলে এর পাশাপাশি সে ভীষণভাবে শরীরচর্চা করতে ভালবাসত যাকে ওই ফিটনেস ফ্রিক বলে আর কী! এই পর্যন্ত গল্পটা চেনাশোনা আর পাঁচটা মেয়ের মতো হলেও কবিতা চন্দ কিন্তু শুধু ফিটনেস ফ্রিক হিসেবে নিজেকে আটকে রাখেননি বরং অ্যান্টার্কটিকার সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ ভিনসন জয় করে ভারতের পর্বতারোহীদের তালিকায় নিজের নাম তুলে ফেলেছেন। স্থানীয় সময় (২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর) রাত ৮টা ৩০ মিনিটে ৪,৮৯২ মিটার উঁচু পর্বতশৃঙ্গের চূড়ায় পৌঁছন তিনি। ৪০ বছর বয়সি এই পর্বতারোহীর এটাই প্রথম নয় এর আগে ইউরোপের মাউন্ট এলব্রুসও তিনি জয় করেছিলেন। তবে অ্যান্টার্কটিকার এই সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় করার পরে উত্তরাখণ্ড-সহ সারা দেশে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন কবিতা।

ফিটনেস ফ্রিক কবিতা পর্বতারোহী হওয়ার সঙ্গে একজন সফল অ্যাথলিট। তিনি দিল্লি এবং মুম্বই হাইরক্স ২০২৫ ইভেন্টে জিতেছেন এবং অ্যাবট ওয়ার্ল্ড ম্যারাথন মেজরস সিক্স স্টার চ্যালেঞ্জের তিনটি রেসেও অংশ নিয়েছেন। কবিতা ২০২৪ সালে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন তাঁর কর্পোরেট পেশাকে টাটা বাই-বাই করে দিয়ে তার প্যাশনকে আরও বেশি করে প্রাধান্য দিতে থাকেন, তিনি মনে করেন তাঁর এই সিদ্ধান্তই জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

টিমের সঙ্গে কবিতা

বিখ্যাত হাই-অ্যাল্টিটিউড গাইড মিংমা ডেভিড শেরপার নেতৃত্বে কবিতার এই অভিযান সফল হয়েছে। এ ছাড়াও, কবিতাকে নানা রকমভাবে সাহায্য করেন অভিজ্ঞ পর্বতারোহী ভরত থামিনেনি এবং তাঁর সংস্থা 'বুটস অ্যান্ড ক্র্যাম্পন'। তাঁদের নেতৃত্বে মোট ন'জন ভারতীয় পর্বতারোহীর একটি দল সফলভাবে মাউন্ট ভিনসনের শীর্ষে পৌঁছন।

মাউন্ট ভিনসন বিশ্বের অন্যতম দুর্গম পর্বত। এই পর্বতশৃঙ্গের অবস্থান, হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা এবং অ্যান্টার্কটিকার শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে প্রতি মুহূর্তে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন পর্বতারোহীরা। কবিতার এই অভিযান শুরু হয়েছিল ৩ ডিসেম্বর, ভারত থেকে। ৪ ডিসেম্বর তিনি চিলির পুনটা আরেনাস পৌঁছন এবং ৭ ডিসেম্বর ইউনিয়ন গ্লেসিয়ারে যান। এর পর তিনি এক বিশেষ বিমানে করে ২১০০ মিটার উচ্চতায় থাকা ভিনসন বেস ক্যাম্পে পৌঁছন। মাউন্ট ভিনসন জয় আসলে কবিতার সাতটি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (Seven Summits) জয়ের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বা মাইলফলক তা বলাইবাহুল্য।

আন্টার্কটিকার তুষারশুভ্র প্রান্তরে ভারতের তিরঙ্গা উত্তোলন করতে পেরে ৪০ বছরের কবিতা প্রমাণ করে দিয়েছেন চরম দুঃসাহসিক কাজে, দুর্গম প্রতিকূলতার মধ্যেও একটি মেয়ে আত্মবিশ্বাসের জোরে জয়লাভ করে, শুধু তাই নয় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কর্মরত পেশাদাররা নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করতে পারেন যেকোনও বয়সে,বয়স কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে আদৌ কোনও বাধা নয়। কথায় আছে না? বয়স কেবলমাত্র সংখ্যা তা যেন সত্যিই কবিতা প্রমাণ করে দিলেন!

(এরপর ২০ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
17 January, 2026 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ওরা নয় শীতকাতুরে

(১৯ পাতার পর)

কনিষ্ঠতম অভিযাত্রী কাম্যা

শুধু কবিতা নয় কবিতার মতো আরও একজনের যিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত স্কি করে (Youngest Indian to Ski) পৌঁছে ভারতের কনিষ্ঠতম অভিযাত্রী হিসেবে নজির গড়েছেন। তিনি কাম্যা কার্তিকেয়ন। একদিকে ৪০, অন্যদিকে ১৮— কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই বয়স বাধা হয়ে উঠতে পারেনি।

তুষারঝড়ের দাপট, হিমাঙ্কের অনেক নিচে থাকা তাপমাত্রা, ঝোড়ো হাওয়ার প্রাবল্য— কিছুই অষ্টাদশী কাম্যাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি সে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে এবং এক ইতিহাস তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। নৌবাহিনীর এক আধিকারিক কম্যান্ডার এস কার্তিকেয়নের এই ১৮ বছরের কন্যা কাম্যা শুধু ভারতের কনিষ্ঠতম ব্যক্তি হিসেবেই দক্ষিণ মেরুতে স্কি করে পৌঁছননি, একই সঙ্গে তিনি বিশ্বের দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম মহিলা হিসেবেও এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

এই ঐতিহাসিক অভিযানের দিন ছিল ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৫। প্রায় -৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেও কাম্যা প্রায় ৬০ নটিক্যাল মাইল যা প্রায় ১১৫ কিলোমিটার-এর সমান সেই পথ হেঁটে অতিক্রম করেছেন। নিজের সম্পূর্ণ অভিযানের সরঞ্জাম বোঝাই স্লেজ টেনে নিয়ে তিনি ৮৯ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত পৌঁছন।

উলফাতা বানো

কাম্যা মুম্বইয়ের নেভি চিল্ডরেন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী। ছোট থেকেই পাহাড়ে চড়ার নেশা তার প্রবল। বাবা কমান্ডার এস কার্তিকেয়ন নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক। বাবার থেকেই কাম্যা পাহাড়ে চড়ার নেশা পেয়েছেন। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, মাত্র ১৬ বছরে এভারেস্টের চূড়ায় পা রেখেছিল কাম্যা তখন সে নেভি স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। এত অল্প বয়সে এর আগে কোনও ভারতীয় কিশোরী এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখেনি। বাবার সঙ্গেই এভারেস্টও জয় করেছেন কাম্যা। ২০২৪ সালের ২০ মে বাপ-বেটি জুটি শৃঙ্গ জয় করেন। এর সাথে সাথে কাম্যা 'সেভেন সামিটস চ্যালেঞ্জ' সম্পূর্ণ করেছেন, যার মধ্যে আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট কিলিমাঞ্জেরো (৫৮৯৫ মিটার), ইউরোপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এলব্রুস (৫৬৪২ মিটার) ও অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট কোসিউসজকো (২২২৮ মিটার) রয়েছে। শৃঙ্গ জয়ের কৃতিত্বের জন্য ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার পেয়েছেন কাম্যা।

কাম্যা কার্তিকেয়ন

মুম্বইয়ের বাসিন্দা এই তরুণ পর্বতারোহীর এখন লক্ষ্য হল 'এক্সপ্লোরার্স গ্র্যান্ড স্ল্যাম' সম্পূর্ণ করার। এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে সাতটি মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ এবং উত্তর ও দক্ষিণ— দু'টি মেরুতেই স্কি করে পৌঁছোন। তিনি খুব শীঘ্রই এই অভীষ্ট লক্ষ্যও পূরণ করবেন তা বলাই যায়, ওই যে, একটা কথা আছে না? 'মর্নিং shows the ডে'! যে-মেয়ের ঝুলিতে ইতিমধ্যেই এতো সাফল্য সে যে তাঁর আগামী লক্ষ্য ও পূরণ করবে তা বলাইবাহুল্য। কাম্যার এই অসাধারণ সাফল্য তাঁর প্রজন্মের বহু তরুণ-তরুণীকে নিজেদের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার, নতুন কিছু করার জন্য অনুপ্রেরণা দেবে।

উলফাতা বানো এক লড়াইয়ের নাম

কাশ্মীরের শীত মানেই শুধু সাদা তুষারের সৌন্দর্য নয়— এখানে শীত মানে বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা আর লড়াই। যখন চারপাশে পাঁচ-ছয় ফুট বরফ জমে যায়, রাস্তাঘাট হারিয়ে যায় সাদা 'অন্ধকারে', তখন অনেক গ্রাম কার্যত মানচিত্রের বাইরে চলে যায়। ঠিক সেই সময়, এক নারী প্রতিদিন বেরিয়ে পড়েন। হাতে পার্সেল, পায়ে ভারী বুট, গায়ে ফেরান।

তিনি কোনও সেনা নন, কোনও অভিযাত্রীও নন। তিনি একজন পোস্টওম্যান। নাম— উলফাতা বানো।

হিরপোরা হল এমন এক জায়গা যেখানে শীত মানে পরীক্ষা। দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার হিরপোরা গ্রাম। শ্রীনগর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গ্রামটি প্রতিবছর নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত চরম শীতের কবলে পড়ে। তাপমাত্রা নেমে যায় মাইনাস ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। তুষারপাত এতটাই ঘন হয় যে, রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, যানবাহন তো অনেক দূরের কথা, সাধারন মানুষের যাতায়াত ও হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। বিদ্যুৎ, জল, যাতায়াত— সবই অনিশ্চিত। কৃষিকাজ বন্ধ থাকে, মানুষ নির্ভর করে আগাম সঞ্চিত খাদ্যের উপর। পাইপে জল জমে যায় বরফ হয়ে, তাই অনেককে তুষার গলিয়ে বা দূরের ঝরনা থেকে জল আনতে হয়। এই প্রতিকূল বাস্তবতার মধ্যেই প্রতিদিন বেরিয়ে পড়েন উলফাতা বানো।

এ যেন এক নারীর একার নীরব লড়াই।

৫৫ বছর বয়সি উলফাতা বানো গত ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে হিরপোরার পোস্টওম্যানের কাজ করে। যখন তুষারপাত তিন থেকে চার ফুট, কখনও বা তারও বেশি— তখনও তিনি হাঁটেন। কোনও সরকারি গাড়ি নেই, নেই বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা। তবুও তিনি পৌঁছে দেন চিঠি, পরীক্ষার ফর্ম, বই, ওষুধ আর অপেক্ষার শেষ চিহ্ন—পার্সেল।

'অনেক সময় এমন হয়, তুষারের জন্য কিছু পরিবার পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন আমাকে কয়েক কিলোমিটার বেশি হাঁটতে হয়' এমনটাই বলেন উলফাতা। এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে ভারী পার্সেল— এই ছবিটাই হিরপোরার মানুষের কাছে সবচেয়ে পরিচিত।

দিনে ২০-২৫টি বা তারও বেশি পার্সেল পৌঁছে দেন তিনি। উলফাতা মাসে প্রায় ২২ হাজার টাকা আয় করেন। তিনি হিরপোরা পোস্ট অফিসে একজন পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে কাজ করেন। জেলা পোস্ট অফিস থেকে ডাক এনে গ্রামে বিতরণ করা তাঁর দায়িত্ব। প্রতিদিন গড়ে ২০ থেকে ২৫টি চিঠি ও পার্সেল পৌঁছে দেন তিনি। অনেক পার্সেলই ভারী— এই বয়সে যা নিঃসন্দেহে শারীরিক চ্যালেঞ্জ।

'মাঝে মাঝে আমার ছেলে আমাকে গাড়িতে করে কিছু দূর এগিয়ে দেয়। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই আমাকে হেঁটেই যেতে হয়' তিনি হাসিমুখে বলেন। এই হাসির আড়ালেই লুকিয়ে থাকে দীর্ঘদিনের কষ্ট আর অভ্যেসে পরিণত হওয়া সংগ্রাম।

এই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে হাঁটাই তাঁকে জীবনে চলতে শিখিয়েছে। উলফাতা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছেন, কিন্তু কখনও গাড়ি চালানো শেখেননি। তাই পরিবহণের জন্য তিনি প্রায়শই নিজের পায়ের উপরই ভরসা রাখেন। তাঁর কাজ শারীরিকভাবে অত্যন্ত পরিশ্রমের, তবুও তিনি এর মধ্যে খুঁজে পান এক মানসিক শান্তি। যা তার কাঁজের পথকে করে তুলেছে আরও মসৃণ।

'প্রতিদিন কয়েক কিলোমিটার হাঁটা আমাকে সুস্থ রাখে। কষ্ট তো আছেই, কিন্তু দায়িত্বের জন্য সেই কষ্ট পার করতেই হয়' বলেন তিনি।

এই কথার মধ্যেই ধরা পড়ে এক নারীর দৃঢ় মানসিকতা— যেখানে অভিযোগ নেই, আছে গ্রহণ, আছে কর্তব্যবোধ, আছে মানসিক শান্তি।

নিঃসন্দেহে উলফাতা তার পরিবারের গর্ব

উলফাতার স্বামী, মোহাম্মদ শফি শাহ, নিজেও একজন প্রাক্তন পোস্টম্যান। স্ত্রীর কাজ নিয়ে তাঁর গর্ব চোখে পড়ার মতো। 'শীতকালে তার কাজ সবচেয়ে কঠিন। তরুণরাও যেখানে হাঁটতে ভয় পায়, সেখানে সে তিন-চার ফুট তুষারের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। কখনও এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে পার্সেল। তবুও সে থামে না' বলেন তিনি।

পরিবার জানে— প্রবল তুষারপাত মানেই দুশ্চিন্তা। তবুও উলফাতা বেরিয়ে পড়েন, কারণ কেউ তাঁর অপেক্ষায় আছে।

ঘন তুষারের আড়ালে রয়েছে আরও ভয়ানক বিপদ

হিরপোরা গ্রামটি একটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের কাছাকাছি। শীতকালে পাহাড়ে খাবার কমে গেলে চিতাবাঘ ও ভালুক গ্রামে নেমে আসে।

'উপরের এলাকা তুষারে ঢাকা পড়ে গেলে বন্যপ্রাণীরা মানুষের কাছাকাছি চলে আসে' বলেন শাহ। যদিও উলফাতা কখনও সরাসরি বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি হননি, তবুও প্রতিবার বাইরে বেরোনোর সময় পরিবারের দুশ্চিন্তা থেকেই যায়।

উলফাতা হয়ে উঠেছে হিরপোরার প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীদের ভরসা। হিরপোরার অনেক শিক্ষার্থীর কাছে উলফাতা বানো শুধুই পোস্টওম্যান নন— তিনি শিক্ষার পথ খুলে রাখা একজন নীরব সহযোদ্ধা।

কলেজ ছাত্র ও প্রশাসনিক পরিষেবার প্রার্থী শহিদ আহমেদ বলেন, 'প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যেও তিনি বই আর পড়াশোনার সামগ্রী পৌঁছে দেন। তাঁর জন্যই আমরা পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারি।'

এই কথাগুলোই উলফাতার পরিশ্রমকে অর্থবহ করে তোলে।

যখন ৫৫ বছর বয়সি এই উলফাতাকে জিজ্ঞেস করা হয় ৩০ বছর ধরে কী তাঁকে এগিয়ে রাখে? এই প্রশ্নের উত্তর উলফাতা খুব সহজভাবে দেন।

'আমার কর্তব্যবোধ আর যাঁদের উপর আমি দায়িত্বে আছি, তাঁদের হাসিই আমাকে এগিয়ে রাখে। আমি জানি, আমার কাজের জন্য কেউ পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে, কেউ প্রিয়জনের খবর পায়। এই অনুভূতিই সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয়।'

এই কথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাঁর জীবনের দর্শন।

তিনি শুধুই এক পোস্ট উইমেন নয়, তাঁর দায়িত্ব তাঁকে বানিয়ে তুলেছে একটি সেতুতে। তুষার, ঠান্ডা আর দীর্ঘ পথ— কিছুই উলফাতা বানোর সংকল্পকে থামাতে পারেনি। হিরপোরার মানুষের কাছে তিনি কেবল একজন সরকারি কর্মী নন। তিনি একটি সেতু— যে সেতু গ্রামকে বাইরের বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত রাখে। যে সেতু দিয়ে আসে খবর, আশা আর মানবিক উষ্ণতা। যতদিন পা চলবে, ততদিন উলফাতা হাঁটবেন। তুষারের বুক চিরে, হাতে চিঠি আর পার্সেল নিয়ে। কারণ কিছু নারীর গল্প শুধু শোনা নয়— অনুপ্রেরণা হয়ে থেকে যায়।